Peace

কুরআন পড়ি কুরআন বুঝি

আল কুরআনের সমাজ গড়ি

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication

কুরআন পড়ি, কুরআন বুঝি
আল কুরআনের সমাজ গড়ি

কুরআন পড়ি, কুরআন বুঝি
আল কুরআনের সমাজ গড়ি

মূল

প্রফেসর ইকবাল কিলানী

প্রফেসর

কিং ফয়সাল ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব

ভাষান্তর :

আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ
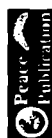
পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

কুরআন পড়ি, কুরআন বুঝি

আল কুরআনের সমাজ গড়ি

প্রফেসর ইকবাল কিলানী

প্রকাশক

মোঃ রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৭১৫-৭৬৮২০৯, ; ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : জানুয়ারি – ২০১৪ ইং

কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

www.peacepublication.com

ISB NO. 978-984-8885-72-7

প্রকাশকের কথা

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا بَعْدُ.

আল্লাহ তাআলা আমাদের রব, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মহান নেতা, শিক্ষক ও পদপ্রদর্শক। কুরআন মজীদ আমাদের জীবন বিধান এবং রাসূল ﷺ-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী তথা হাদীস আল কুরআনেরই ব্যাখ্যা। আল্লাহর প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ ঘোষণা করেছেন- طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ -প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। (ইবনে মাজাহ-২২৪)

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও গতিশীল জীবন ব্যবস্থার নাম। নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত যেমন ফরজ, তেমনি রোজগার নীতি, ব্যয়নীতি, ব্যাংকনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও বিশ্বনীতিসহ সব নীতিই কুরআন মোতাবেক পরিচালনা করা ফরজ।

আল কুরআন আমাদের জীবন বিধান। যে জীবন বিধানের মধ্যে মানব জীবনের সম্ভাব্য সকল সমস্যার সমাধান নিহিত। কিন্তু কুরআন থেকে দূরে থাকার কারণে কুরআন নিঃসৃত বিধি বিধান থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক প্রফেসর ইকবাল কিলানী রচিত- كِتَابُ تَعْلِيْمَاتِ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় বুঝার সুবিধার্থে **'কুরআন পড়ি কুরআন বুঝি আল কুরআনের সমাজ গড়ি'** নাম দিয়ে সম্পাদনা করে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। গ্রন্থটিতে লেখক তার দেশ (পাকিস্তান) সম্পর্কে বাস্তব কিছু অর্জিত অভিজ্ঞতার দিক তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থটি খুব বেশি বিস্তারিত না হলেও মৌলিক কিছু বিষয়ের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

অসাধারণ এ গ্রন্থটি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ এবং সর্বোপরি সাধারণ পাঠক-পাঠিকার জ্ঞানের চাহিদা কিছুটা হলেও মিটাতে সক্ষম হবে বলে আশা করি। আল্লাহ আমাদের এ শ্রমকে কবুল করুন। আমীন ॥

সূচীপত্র

ফোরকানুল হকের ইবলিসী দিকসমূহের কিছু দিক আলোচনা হবে

আল কুরআনের আলোকে আক্বীদা (বিশ্বাস)

কুরআন মাজীদের আলোকে নির্দেশাবলি

আল কুরআনের আলোকে নিষেধাবলি

আল কুরআনের আলোকে অধিকারসমূহ

আল কুরআনের আলোকে ইসলাম ও কুফরীর দ্বন্দ্ব

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ, وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ, اَمَّا بَعْدُ!

কুরআন অবতীর্ণের পূর্বে আরবের সামাজিক অবস্থা, সামাজিকতা, চারিত্রিক, রাজনৈতিক, সর্বদিক থেকে অন্ধকার এবং বর্বরতার অতল তলে নিমজ্জিত ছিল। সর্বত্র শিরক, মূর্তিপূজায় সয়লাভ ছিল। মানুষ একে অপরের রক্ত, এবং একে অপরের সম্পদ ও সম্মান লুণ্ঠনে ব্যস্ত ছিল। প্রতিশোধের বদলে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ চলত, কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া ছিল সাধারণ বিষয়। অসংখ্য নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করাকে গৌরবের বিষয় মনে করা হতো। মদপান, জুয়া, ব্যভিচার তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। উলঙ্গপনার অবস্থা ছিল এই যে, নারী ও পুরুষরা উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহ (কা'বা ঘরে) তাওয়াফ করাকে সাওয়াবের কাজ মনে করত। গরিব মিসকীন, বিধবা এতিমদের দেখার মত কেউ ছিল না। এমতাবস্থায় যখন কুরআন অবতীর্ণ হলো তখন মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে কুরআনের শিক্ষা আশ্চর্যজনকভাবে আরবদের এ দৃশ্যপট পরিবর্তন করে দিল। মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন-

এটা কি বিজলীর গর্জন না মহান পথ প্রদর্শকের আওয়াজ ছিল
যা আরব ভূমিকে পরিপূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দিয়েছিল।

যে সমস্ত লোকেরা নিজের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়াকে সাধারণ বিষয় মনে করত, স্বয়ং তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাদের অপরাধ স্বীকার করে তাদের কৃতকর্মের জন্য নয়নাশ্রু ঝড়াচ্ছিল। এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আমার এক মেয়ে ছিল সে আমার নিকট অত্যন্ত আদরের ছিল, আমি তাকে ডাকলে সে দৌড়াতে দৌড়াতে আমার নিকট আসত, একদিন আমি তাকে ডাকলাম এবং সাথে নিয়ে চললাম, পথিমধ্যে একটি কূয়া পেয়ে আমি তাকে সেখানে নিক্ষেপ করলাম, তার সর্বশেষ আওয়াজ আমার কানে আসছিল আর সে বলছিল 'ও আব্বা ও

আব্বা' একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ নয়নাশ্রু ঝড়াতে লাগলেন। লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে কথা বলতে নিষেধ করতে চাইল, তিনি বললেন, তাকে বাধা দিওনা, যে বিষয় সম্পর্কে তার জানার যথেষ্ট অনুভূতি আছে, তাকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করতে দাও। ঘটনা শুনার পর তিনি বললেন, জাহেলিয়াতের যুগে যা কিছু হয়েছে ইসলাম গ্রহণ করার ফলে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন নতুন করে জীবন যাপন শুরু কর। (দারেমী)

ঐ ব্যক্তি যে ধন-সম্পদের জন্য ডাকাতি করত, লুটপাট করত, কুরআনের শিক্ষা তাকে পৃথিবীর ধন-সম্পদের লোভ থেকে এত অনাগ্রহী করেছে যে, ধন-সম্পদের চেয়ে তুচ্ছ আর কোনো কিছু তার কাছে ছিল না। একদা ত্বালহা رضي الله عنه তার ঘরে আসল, চেহারায় চিন্তার ছাপ স্পষ্ট ছিল, স্ত্রী এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তরে বলল, আমার নিকট কিছু সম্পদ জমা হয়ে গেছে এজন্য আমি চিন্তা করছি। স্ত্রী বলল, তাতে চিন্তিত হওয়ার কী আছে? স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে লোকদেরকে ডেকে আনল এবং ত্বালহা তার জমাকৃত সম্পদ চার লক্ষ দিরহাম লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিল। (ত্বাবারানী)

ঐ সমস্ত লোক যারা দিন-রাত মদকে পানির মত ব্যবহার করত, তারা মদ হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হলে (সূরা মায়েদা : আয়াত-৯০)

এমনভাবে মদ পরিহার করল, যেন মদের ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। বুরাইদা رضي الله عنه -এর পিতা বলেন, "আমরা একটি টিলার ওপর বসে মদ পান করছিলাম, ওখান থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট উপস্থিত হলাম, তখন মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হলো, আমি দ্রুত ফিরে এসে আমার সাথিদেরকে আয়াতটি শুনালাম, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মদ পান করা শেষ করেছিল আবার কেউ পেয়ালা মুখে লাগিয়ে মদ পান করছিল, কেউ হাতে পেয়ালা ধরে ছিল, আমার আওয়াজ শুনামাত্র সবাই মদ মাটিতে ঢেলে দিল, আর যখন আমি আয়াতের শেষ অংশ অর্থাৎ-

فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : "তোমরা কি মদ পান করা থেকে বিরত থাকবে?
সবাই সমস্বরে বলে উঠল-
"হে আমাদের রব আমরা বিরত থাকলাম।" (ইবনু কাসীর)

ঐ সমাজ যেখানে উলঙ্গপনা এবং বে-হায়াপনা সয়লাভ ছিল, একজন নারীকে দশ দশজন পুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখা বৈধ বিয়ের মর্যাদা ছিল, সেখানে কুরআনের শিক্ষা নারীদের মধ্যে এত লজ্জাবোধের অনুভূতি সৃষ্টি করতে

পেরেছিল যে, যখন কুরআনে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন যে সমস্ত নারীদের কাছে পর্দা করার মত কাপড় ছিল না তারা তাদের পরিধানের কাপড় ছিড়ে উড়না বানিয়েছিল।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন- আল্লাহ অনুগ্রহ করেন ঐ সমস্ত নারীদের প্রতি যারা-

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ.

অর্থ : "এবং তারা যেন তাদের মাথার উড়না তাদের বক্ষদেশে ফেলে রাখে। (সূরা নূর : আয়াত-৩১)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই তারা তাদের পরিধানের বস্ত্র ছিড়ে তা দিয়ে উড়না বানিয়েছিল। (বোখারী)

কুরআন মাজীদ বান্দাদেরকে তাদের রবের সাথে এত গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছে যে, তার সামনে পৃথিবীর বড় বড় নিয়ামতসমূহও সাধারণ এবং মূল্যহীন মনে হয়েছে।

আবু ত্বালহা নিজের আঙ্গুর এবং খেজুরের সুন্দর সাজানো ঘন সবুজ বাগানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিল, নামাযরত অবস্থায় মন আল্লাহর দিক থেকে বাগানের দিকে চলে আসল এবং সে ভুলে গেল যে কত রাকাত নামায আদায় করেছে, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এতটুকু বাধা হওয়ার রাগে নামায শেষ করেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসল এবং আবেদন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহু! এ বাগান আমাকে নামাযের সময় আল্লাহর দিক থেকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে, তাই আমি তা দান করে দিলাম আপনি যেখানে খুশি সেখানে ব্যবহার করুন।

ঐ সমাজ যেখানে মানুষের মধ্যে পরকালের জবাবদিহিতা এবং আল্লাহর ভয় থেকে পরিপূর্ণরূপে গাফেল করে দিয়েছিল, তাদেরকে সর্বপ্রকার পাপকাজে নিমজ্জিত করে দিয়েছিল, কুরআনের শিক্ষা তাদের অন্তরে পরকালের এতটা ভয় সৃষ্টি করেছিল যে, তারা প্রতি মুহূর্তে পরকালকেই অগ্রাধিকার দিত। মায়ায ইবনে মালেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজে স্বীকার করল যে, সে পাপে লিপ্ত হয়েছে এবং তাকে ঐ পাপ থেকে মুক্ত করা হোক, তিনি মায়েয রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে তার পাপের কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও কিছু প্রশ্ন করে তাকে তার অবস্থান থেকে হটাতে চাইলেন, কিন্তু মায়ায রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নাছোড় বান্দার ন্যায় বলতে লাগল যে, আমাকে এ পাপ থেকে মুক্ত করুন। তাই তিনি রায় দিলেন এবং মায়ায রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -কে পাথর মেরে হত্যার মাধ্যমে শাস্তি কার্যকর করা হলো।

(মুসলিম)

যে সমাজে নিকট আত্মীয়দের মৃত্যুতে মৃতদের জন্য মাতম করা, চেহারা ক্ষত করা, উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি করা, বছরের পর বছর ধরে শোক পালন করা গৌরবের বিষয় মনে করা হতো, ঐ সমাজের এক একজন ব্যক্তি এমন ধৈর্য এবং নিয়মানুবর্তীতায় অভ্যস্ত হলো যে, পুরুষতো বটেই এমনকি নারীরাও ধৈর্যের দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

উম্মে আতীয়া বসরায় স্বীয় ছেলের অসুস্থতার কথা মদিনায় বসে জানতে পারলেন, তাই তিনি বসরা সফর করার দৃঢ় সংকল্প করলেন, বসরা পৌঁছে তিনি জানতে পারলেন যে, দু'দিন পূর্বে তার ছেলে মৃত্যুবরণ করেছে, উম্মে আতীয়া দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় হলেন বটে, কিন্তু মুখ দিয়ে শুধু বলছিলেন

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -এটা ব্যতীত তার মুখ দিয়ে অন্য কোনো শব্দ বের হয়নি।

এরপর চতুর্থ দিন আতর তলব করে তা ব্যবহার করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করতে নিষেধ করেছেন।

যে সমাজে নারীর মর্যাদা বা সম্ভ্রমের কোনো লেস মাত্রও ছিল না, কুরআনের শিক্ষা পুরুষদের অন্তরে এমন পরিবর্তন এনে দিয়েছিল যে, তারা নিজেরাই নারীর সম্মান এবং সম্ভ্রমের রক্ষক হয়ে গেল। এক মহিলা মসজিদ থেকে বের হচ্ছিল, আবু হুরায়রা অনুভব করল যে, সে সুগন্ধি ব্যবহার করেছে। আবু হুরায়রা মহিলাকে ওখানে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দী! তুমি কি মসজিদে যাচ্ছ? সে বলল, হ্যাঁ। আবু হুরায়রা বলল, আমি আমার প্রিয় নবী আবুল কাসেম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে নারী মসজিদে সুগন্ধি ব্যবহার করে আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না যতক্ষণ না সে তার ঘরে ফিরে গিয়ে গোসল করে আসে। (আহমদ)

ঐ লোকেরা যারা সর্বদা একে অপরের রক্ত পিপাসু ছিল, যাদের নিকট মানব আত্মার কোনো মূল্য ছিল না, কিতাব ও সুন্নতের শিক্ষা তাদেরকে শুধু নিজেদেরই নয়; বরং অন্যদের জীবন রক্ষক বানিয়ে দিয়েছে।

খুবাইব আনসারী رضي الله عنه কে তার বংশের লোকেরা ধোঁকায় ফেলে গ্রেপ্তার করে মক্কার মুশরিকদের নিকট বিক্রি করে দিয়েছিল। মুশরিকরা তার কাছ থেকে বদরের যুদ্ধে নিহতদের বদলা নিতে চাইছিল, সেটা ছিল যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ

মাস, তাই তারা তাকে হত্যা করার সময় পিছিয়ে দিল, আর খুবাইব আনসারী -কে বেড়ি পরিধান করিয়ে এক ঘরে বন্দী করে রাখল, নিষিদ্ধ মাস শেষ হয়ে গেলে মক্কার কুরাইশরা খুবাইব -কে হত্যার তারিখ নির্ধারণ করল, খুবাইব নিহত হওয়ার আগে পবিত্র হওয়ার জন্য বন্দীশালার কর্তার নিকট ব্লেট চাইল, কর্তা তার কম বয়সী বাচ্চার মাধ্যমে ব্লেট দিয়ে পাঠাল, কিন্তু পরে সে চিন্তায় পড়ে গেল যে, আমি কি বোকামী করলাম হত্যার আসামীর নিকট নিজের সন্তানের হাতে ব্লেড দিয়ে পাঠালাম, কর্তা পেরেশান অবস্থায় দৌড়িয়ে আসল এবং দেখল খুবাইব ব্লেড হাতে নিয়ে বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করছে, হে ছেলে তোমার মা তোমার হাতে ব্লেড পাঠানোর সময় আমাকে ভয় করেনি? কর্তা সাথে সাথে ঐ পেরেশান অবস্থায় বলে উঠল, হে খুবাইব আমি এ বাচ্চা তোমার নিকটে আল্লাহর নিরাপত্তায় পাঠিয়েছি, খুবাইব বাচ্চার মায়ের চিন্তা দূর করার জন্য বলল, চিন্তা করবে না, আমি এ নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করব না, আমাদের ধর্মে অত্যাচার, ওয়াদা ভঙ্গ করা জায়েজ নেই। যে ব্যক্তিকে আগামী দিন অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে, সে নিজেই কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা ঠিক মনে করেনি।

ঐ সমস্ত লোক যারা জাহেলিয়াতের যুগে হালাল ও হারামের মধ্যে কোনো পার্থক্য করত না, কুরআনের শিক্ষা তাদেরকে আমানতদারী এবং ধার্মিকতার এমন স্তরে নিয়ে এসেছে যে, কারো কাছ থেকে একটি পয়সা হারামভাবে নেয়া তারা মোটেও পছন্দ করত না। সা'দ ইবনে ওবাদা কে রাসূলুল্লাহ (সা) কোনো বংশের কাছ থেকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দিলেন এবং সাথে সাথে এ উপদেশ দিলেন যে, দেখ! কিয়ামতের দিন যেন এমন না হয় যে, তোমার কাঁধে বা পিঠে যাকাতের উঠ চিল্লাতে থাকে। সা'দ ইবনে উবাদা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি এ ধরনের দায়িত্ব থেকে অবসর চাচ্ছি, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তার স্থলে অন্য একজনকে দায়িত্ব দিলেন। (ত্বাবারানী)

যে সমাজে ব্যক্তি স্বার্থ, নির্দয় আচরণ, লুটপাট সাধারণ বিষয় ছিল, কিতাব ও সুন্নাতের শিক্ষা তাদেরকে অল্প কয়েক বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে সমবেদনা পরায়ণ, একে অপরের কল্যাণকামী, আত্মত্যাগী করে তুলেছিল।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে কতিপয় সাহাবা প্রচণ্ড গরমের তাপে আহত অবস্থায় পিপাসায় কাতরাচ্ছিল, ইতোমধ্যে একজন মুসলমান পানি নিয়ে আসল এবং আহতদেরকে তা পান করাতে চাইল, তাদের প্রথম ব্যক্তি বলল, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পানি পান করান, যখন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পানি পান করাতে গেল তখন সে বলল, তৃতীয় ব্যক্তিকে পানি পান করান; তৃতীয়জনের নিকট পৌঁছেনি,

ইতোমধ্যে প্রথম ব্যক্তি শহিদ হয়ে গেছে, তখন সে দ্বিতীয় জনের নিকট আসল, ততক্ষণে সেও তার মালিকের ডাকে সাড়া যুগিয়েছে, আর যখন তৃতীয়জনের নিকট পৌঁছল, তখন সেও পানি পান না করে শাহাদাতবরণ করেছে। (ইবনে কাসীর)

মূল বিষয় হলো, কুরআন মাজীদ অত্যন্ত অল্প সময়ে একত্ববাদের বিশ্বাসের সাথে সাথে মানুষের চরিত্র এবং কর্মের দিক থেকে এমন এক উন্নতমানের মানুষ তৈরি করেছে, ইতিহাসে যার কোনো তুলনা নেই। শুধু এতটুকু বুঝে নিন যে, কুরআন মাজীদ ২৩ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে কয়লাকে স্বর্ণে পরিণত করেছে।

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَیۡكَ لِتُخۡرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ ۬ۙ بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡ اِلٰی صِرَاطِ الۡعَزِیۡزِ الۡحَمِیۡدِ ۙ

অর্থ : "এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি আপনার প্রতি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে নিয়ে আসেন, পরাক্রান্ত প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তারই পথের দিকে।

(সূরা ইবরাহীম : আয়াত-১)

সূরা ইবরাহীমের উল্লিখিত আয়াত থেকে নিম্নোক্ত দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়-

১. কুরআনের শিক্ষাই মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার ক্ষমতা রাখে বা অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, মানুষকে অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তা চেতনা থেকে আলোকিত চিন্তা চেতনার পথে আনতে পারে কেবলমাত্র কুরআন।

২. কুরআন অবতীর্ণের আগে সমস্ত জাহেলী কর্মকাণ্ড যেমন- শিরক, কুফর, মদ, জুয়া, ব্যভিচার, খারাপ কাজ, উলঙ্গপনা, পর্দাহীনতা, বে-হায়াপনা, গান-বাজনা, রক্তপাত, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, চক্রান্ত, চুরি, ডাকাতি, লুটপাট, মারামারি ইত্যাদিকে আল্লাহ অন্ধকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অথচ কুরআন অবতীর্ণের পরে উল্লিখিত পাপকাজসমূহ থেকে পাক পবিত্র হয়ে তাওহীদে (একত্ববাদে) বিশ্বাসী হয়ে নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, আমানতদারী, ধর্মভীরুতা, সত্যবাদীতা, সহনশীলতা, কল্যাণকামিতা, আত্মত্যাগ, নেকী, আল্লাহভীতি, সততা, লজ্জাশীলতা, পর্দা, ইত্যাদির ন্যায় উন্নত গুণাবলিকে আল্লাহ তা'আলা আলো বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অতএব আলো এবং আলোকিত চিন্তা চেতনা শুধু তাই, যা আল্লাহ তা'য়ালা আলো বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি সমস্ত পৃথিবীও ঐ আলোকে অন্ধকার বলে আখ্যায়িত করতে থাকে, তবুও তা আলো হিসেবেই থাকবে, অন্ধকার বলে বিবেচিত হবে না। আর যাকে আল্লাহ অন্ধকার বলেছেন তা অন্ধকার হিসেবেই থাকবে, যদিও সমস্ত পৃথিবী তাকে আলো বলতে শুরু করে। অবশ্য আলোকে অন্ধকার বলে বিবেচনাকারী এবং অন্ধকারকে আলো বলে বিবেচনাকারিরা নিজেরাই নিষ্ফল হবে।

অতএব আমাদের এ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, নারীকে পর্দা করে সমাজকে ফেতনা ফাসাদ থেকে রক্ষা করা, পুরুষকে নারীদের ওপর কর্তৃত্বকারী হিসেবে মানা, পারিবারিক নিয়মকে আইনে পরিণত করা, ইসলামী দণ্ডবিধি আইন বাস্তবায়ন করা, সমাজকে মদ, ব্যভিচার, অন্যায়ের মত নিকৃষ্ট অপরাধ থেকে পাক পবিত্র করা, চোর এবং ডাকাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা, হত্যার বিনিময়ে হত্যার আইন বাস্তবায়ন করে হত্যা এবং রক্তপাত দূর করা, একাধিক বিয়ে প্রথাকে মেনে নিয়ে সমাজকে গোপন প্রেম, বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া, আদালতের বিয়ের ন্যায় বে-হায়া এবং অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করে, মিথ্যা অপবাদের আইন বাস্তবায়ন করে নারীকে সম্মান এবং তার সম্ভ্রম রক্ষা করা, ইসলামের দুশমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আলোকিত চিন্তা চেতনা।

অপশক্তিধরদের আলোকিত চিন্তা চেতনার স্বরূপ

বর্তমান পৃথিবীর বড় অপশক্তি আমেরিকা কখনো 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' 'গ্লোব্লাইজেশন' নামে নিজেদের বস্তুবাদী নাস্তিকতাবাদী সংস্কৃতিকে আলোকিত চিন্তা চেতনা বলে আখ্যায়িত করে জোরপূর্বক সমগ্র বিশ্বের ওপর তা চাপিয়ে দিতে চায়। দুঃখের বিষয় হলো, মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক অপশক্তির ভয়ে অথবা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে তাদের সংস্কৃতিকে উন্নত, নিরপেক্ষ এবং আলোকিত বলে মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য চেষ্টা করছে। প্রিয় জন্মভূমি (লেখকের) ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানেও এ 'ভাল কাজটিকে' বড় জিহাদের চেতনা মনে করে কাজ করা হচ্ছে, এর কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ

১. পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তার এক বক্তব্যে বলেছেন, চরমপন্থী মৌলভীদের আমাদের দরকার নেই, যদি কারো কাছে বোরকা এবং দাড়ি পছন্দ হয়

তাহলে সে যেন তা তার ঘরে সীমাবদ্ধ রাখে, আমরা তাদের এ বোরকা এবং দাড়ি রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দিতে দিব না।[১]

২. লন্ডনে প্রেস কনফারেন্সে বক্তব্য দিতে গিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী তার চিন্তা চেতনার কথা বর্ণনা করে বলেন, "কিছু মৌলবাদী সংগঠন আমাদেরকে কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে দিতে চায়। আমাদেরকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, ধর্মীয় অন্ধত্ব চায় যে, আমি চোরের হাত কেটে দিই, আমি কি সমস্ত গরিবদের হাত কেটে তাদেরকে বিকলাঙ্গ করে দেব? না তা কখনো হতে পারে না, চরমপন্থি গ্রুপ আমাদের ওপর তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চায়, কিন্তু এ স্বল্প লোকদের জানা থাকা উচিত যে, আমরা একবিংশ শতাব্দীতে বেঁচে আছি, আমরা চরমপন্থিদেরকে তাদের চিন্তা চেতনা প্রকাশ করতে অনুমতি দেব না।[২]

৩. বিবিসিকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী বলেন, নারীদেরকে ঘরে বন্দী রাখা একটি পশ্চাদমুখি চিন্তা, পর্দায় লুকিয়ে থাকা নারীরা ইসলামের পশ্চাদমুখীতার চিত্র প্রকাশ করছে, কিছু লোক নারীদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দী রাখতে এবং তাদেরকে পর্দা করাতে চায়, যা একেবারেই ভুল।[৩]

৪. কোহাটে এক বৈঠকে আলোচনা করতে গিয়ে পাকিস্তানের প্রধান বলেছেন, ইসলামের পশ্চাদপদতা রাষ্ট্রের উন্নতির পথে বাধা, কেউ দাড়ি রেখেছে তো ভালো, কিন্তু আমাকে বলবে না যে, আমি দাড়ি রাখব বা না রাখব। ফিল্মি পোস্টার, গান বাজনা, দাড়ি না রাখা, মহিলাদেরকে বোরকা পরিধান না করানো, সেলওয়ার, কামিজ, প্যান্ট এবং এল এফ, এগুলো ছোট খাট বিষয়। অতএব এগুলোকে ইস্যু বানাবে না, এগুলো ছোট চিন্তার লোকদের কাজ, পাকিস্তান বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে আছে, ইস্যু হলো এই যে, দেশে কার আইন চলবে? আমরা উন্নত ইসলাম চাই, যা কায়েদে আযম এবং আল্লামা ইকবালের চিন্তায় ছিল, উন্নয়নশীল পাকিস্তান কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়, ইসলাম বাস্তবায়নের জন্য মানুষের চিন্তা চেতনার মধ্যে পরিবর্তন দরকার, সমগ্র জাতি গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি চায়, ইসলামে সকলের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে, তার মর্যাদা বুঝুন।[৪]

---

[১]. রোযনামা নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর ১৬ ডিসেম্বর ২০০৪ ইং
[২]. রোযনামা নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর ৮ ডিসেম্বর ২০০৪ ইং
[৩]. রোযনামা নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর ৮ ডিসেম্বর ২০০৪ ইং
[৪]. রোযনামা নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর ১১ ডিসেম্বর ২০০৩ ইং

রাষ্ট্র প্রধানের আরো কিছু বক্তব্য

৫. সেকেলে চিন্তা চেতনা এবং প্রাচীন বর্ণনাসমূহের উন্নতির এ যুগে মোটেও কোনো দরকার নেই। বর্তমান যুগ উন্নতির এমন স্তরে এসে পৌঁছেছে যে, অতীতের সাথে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। সাইন্স, টেকনোলজী এবং উন্নত জীবন যাপনের দ্রুততায় ধর্ম কালের সাথি হতে পারবে না, চাদর, চার দেয়াল, পর্দা, স্কার্ব, দাড়ি মোল্লাদের ধর্ম এবং পশ্চাদ পদতার নিদর্শন। তলোওয়ার দিয়ে যুদ্ধ করার যুগ শেষ হয়ে গেছে, এখন এর পরিবর্তে ডিপ্লোম্যাসার মাধ্যমে কাজ করা হয়, অপরাধ, ডাকাতি ইত্যাদির শাস্তি ইসলামী বিধান পরিহার করে যুগোপযোগী বিধান আবিষ্কার করতে হবে, চোরের হাত কেটে জাতিকে বিকলাঙ্গ করা যাবে না।[৫]

রাষ্ট্র প্রধানের বক্তব্যের সারমর্ম হলো এই-

ক. দাড়ি, পর্দা চরমপন্থি মৌলভীদের ইসলাম।

খ. চোরের হাতকাটা ধর্মীয় পাগলামীর বহি:প্রকাশ।

গ. ধর্ম কালের সাথে তাল মেলাতে পারবে না।

ঘ. জিহাদের যুগ শেষ হয়ে গেছে, এখন জিহাদ পরিহার করতে হবে।

ঙ. গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী দণ্ডবিধিতে পরিবর্তন আনতে হবে।

পর্দা, দাড়ি, স্কার্ফ, জিহাদ, ইসলামী দণ্ডবিধির কথা আলোচনা করার আগে রাষ্ট্রপ্রধান এও বলেছেন, সেকেলে চিন্তা চেতনা এবং প্রাচীন বর্ণনাসমূহের উন্নতির এ যুগে মোটেও কোনো দরকার নেই।

যেন উল্লিখিত অনৈসলামী কানুনসমূহ আলোকিত চিন্তা-চেতনা এবং উন্নতির সাথে সম্পর্ক রাখে, সম্ভবত এটাই কারণ যে, রাষ্ট্র প্রধান ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সমস্ত ইসলামী দাড়ি, পর্দার বিরোধিতা, ইসলামী দণ্ডবিধিতে অসন্তুষ্টি, আল্লাহর পথে জিহাদের বিরোধিতা, খেলাফত (ইসলামী আইন) এর প্রতি অসন্তুষ্টি[৬] সিনেমা, গান-বাজনার সমর্থন, নিজের গৌরবময় অতীত ইতিহাস থেকে পিছপা, হিন্দুয়ানা সংস্কৃতি এবং নারী পুরুষের সম্মিলিত ম্যারাথন, ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর নযরদারী, বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য

---

[৫]. মাহেনামা মোহাদ্দেস, লাহোর, মে, ২০০৫ ইং

[৬]. ইসলামী রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে রাষ্ট্র প্রধানের ধারণা এই যে, পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন যোগ্য নয়, এগুলো কিছু পরীর কিসসার ন্যায় যা উন্নতির এ যুগে প্রজোয্য নয়। (মা'জাল্লা দাওয়া, লাহোর, শা'বান ১৪২৪ হিঃ)

পাকিস্তানী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ, গোত্রীয় অঞ্চলসমূহে সঠিক আকিদা বিশ্বাসী লোকদের রক্তপাত করা, শিক্ষাব্যবস্থা থেকে কুরআনের সূরা এবং আয়াতসমূহ ছাটাই করা, মুসলিম বিজয়ীদের কর্মকাণ্ড সম্বলিত বিষয়সমূহ খতম করা, সাহাবাগণের ব্যাপারে 'শহীদ' শব্দটি উঠিয়ে দিয়ে 'নিহত' শব্দ ব্যবহার করা, গৌরবজনক নিদর্শনসমূহের কথা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে দূর করা, হিন্দু সংস্কৃতি এবং হিন্দু শাসকদের ইতিহাস শিক্ষাব্যবস্থায় চালু করা, ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি শিখানোর সিদ্ধান্ত নেয়া, মুসলমানদের চিরস্থায়ী শত্রু ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে সৌখিনতা প্রকাশ করা। এমনিভাবে অন্যান্য ইসলামী ঘটনাবলি, ইসলামী বিধি-বিধান এবং ইসলামী সংস্কৃতি আলোহীন এবং অনুন্নত মনে করার ফল।[৭]

ইতিহাস সাক্ষী যে, মুসলিম শাসকদের দ্বীন থেকে দূরে থাকা এবং দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতায় মুসলমানদেরকে সর্বদা অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে, তুর্কীতে মোস্তফা কামাল পাশা স্যাধারণ জনসাধারণকে "নূতন উন্নত তুর্কী" সুন্দর শ্লোগান দিয়ে সর্ব প্রথম ইসলামী খেলাফতের প্রতি হস্তক্ষেপ করেছে এবং তা শেষ করেছে। ইসলামী খেলাফত শেষ করার পর, আরবী ভাষা এবং আরবী লিখনীর প্রতি কঠোরতা আরোপ করেছে, ইসলামী ইবাদত, নামায, আযানের জন্য আরবী ভাষার পরিবর্তে তুর্কী ভাষায় চালু করেছে। জোরপূর্বক মুসলমানদের দাড়ি মুণ্ডন করিয়েছে, বোরকা পরিহিতা নারীদেরকে জোরপূর্বক বোরকা খুলে দিয়েছে, টুপির স্থলে হেট বা ইংলিশ পোষাক পরতে বাধ্য করেছে, শিক্ষা বোর্ড থেকে আরবী, ফার্সি ভাষা তুলে দিয়েছে। আরবী গ্রন্থ এবং দুর্লভ পাণ্ডুলিপিসমূহ বিক্রি করে দিয়েছে, ওয়াকফ সম্পত্তি বিলীন করে দিয়েছে, মসজিদসমূহে তালা ঝুলিয়েছে, আবাসুফিয়ার প্রসিদ্ধ মসজিদকে জাদুঘরে পরিণত করেছে, সুলতান মোহাম্মাদ ফাতের মসজিদকে গুদামে পরিণত করেছে, দেশ থেকে ইসলামী বিধানসমূহ অকার্যকর করে দিয়েছে, ইউরোপের স্কলারদেরকে সারাদেশে নিয়োগ করেছে। মোস্তফা কামালের উল্লিখিত ভূমিকার ফলে তুর্কির ইসলামী কর্মকাণ্ড পরিপূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গেছে,

---

[৭] . দেশে আলোকিত চিন্তা ব্যাপক করার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের মনপুত হওয়ার অনুমান নিম্নোক্ত সংবাদসমূহ থেকে পাওয়া যাবে। বেফাকী বোর্ডের মন্ত্রী নবম শ্রেণীর দু'জন ছাত্রীকে ১০,০০০০০০ রুপিয়া পুরস্কার দিয়েছে, কারণ তারা কানাডা গিয়ে সমকামিতার পক্ষে বক্তব্য রেখে ট্রফি জিতেছে। (রোযানামা উম্মত, করাচী, মাহেনামা তায়েবাত এর সূত্র, লাহোর এপ্রিল ২০০৫ইং।

বর্তমানে তুর্কি একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র হিসাবে আছে। কিছু দিন আগে সংবাদপত্রের আলোচিত একটি সংবাদ নিম্নরূপ

তুর্কির শহর আনাতুলের আদালত দু'জন কুরআনের শিক্ষকের ব্যাপারে সাড়ে আট বছর বন্দী থাকার ফায়সালা করেছে। কেননা, তারা ১৯৯৪ সালে যখন তাদের বয়স ১১ বছর ছিল তখন দু'জন বাচ্চাকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে মসজিদে কুরআন শিখানোর অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু এ মামালাটি অনেক দিন পর্যাপ্ত শুনানী চলছিল তাই দীর্ঘদিন পর এর রায় ঘোষণা করা হলো।[৮]

আমাদের সামনে আরো একটি উদাহরণ, উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তানের বড় মোগল, যে ইতিহাসে জালালউদ্দিন আকবর নামে পরিচিত। জালালউদ্দিন আকবর আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তি এ দর্শনের ওপর রেখেছে যে, ইসলাম ১৪ শত বছরের পুরাতন ধর্ম, এখন আমাদের একটি নতুন উন্নত ধর্ম দরকার, তাই বাদশাহ্ সালামত একটি নতুন দ্বীন আবিষ্কার করল, যার কালেমা ছিল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকবর খলিফাতুল্লাহ"। ভারতে যেহেতু বিভিন্ন ধর্মের লোকদের বসবাস ছিল তাই এ ধর্মে মুসলমান ব্যতীত সমস্ত দলসমূহের সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হলো, অগ্নিপূজঁকদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য শাহী মোহলে পৃথকভাবে আগুন জ্বালিয়ে আলোকিত রাখা হতো এবং তার পূজা করা হতো, তাদের ধর্মীয় উৎসবসমূহ সরকারিভাবে পালন করা হতো, খ্রিস্টানদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য ঈসা (আ:) এবং মারইয়ামের মূর্তি তৈরি করে তার সামনে আকবর সম্মান জানাতে দাঁড়াত, আবার চার্চেও উপস্থিত হতো। হিন্দুদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য হিন্দুদের মূর্তি এবং তাদের বিভিন্ন উৎসব সরকারিভাবে পালন করা হতো, আকবর নিজে মাথায় তিলক ব্যবহার করত, গাভী কুরবানি করা নিষেধ করেছিল, তার মহলে বানর এবং কুকুর পালত, বানরকে পবিত্র প্রাণীর মর্যাদা দেয়া হয়েছিল, মহলে নিয়মিত জুয়ার আসর বসত, জ্বিন ভুতের অনুসারীদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য আকবর শুধু শিকার করাই ত্যাগ করেনি; বরং গোশত খাওয়াও পরিহার করেছিল। ইসলামী বিধি-বিধানসমূহকে প্রকাশ্যে বিদ্রুপ করা হয়েছে, সুদ, জুয়া, মদ পান হালাল করে দেয়া হয়েছিল, দাড়ি মুণ্ডাতে উৎসাহিত করার জন্য আকবর নিজের দাড়ি মুণ্ডন করেছিল, মুহাম্মদ, আহমদ, মোস্তফা ইত্যাদি নাম রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। নতুন মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে বাধ্য বাধকতা জারি করা হয়েছিল, পুরাতন

---

[৮]. সহিফা আহলে হাদীস করাচী, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৩ইং।

মসজিদসমূহ ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল, আযান, নামায, রোযা, হজ্জ, ইত্যাদি ইবাদতের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধতকা ছিল, বার বছরের আগে খাতনা করতে পারবে আর না চাইলে করবে না। একাধিক বিয়ে নিষেধ করা হয়েছিল, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করা হয়েছিল। অথচ বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, ইতিহাস, ইত্যাদি শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারি ছত্রছায়ায় চলত। বাইতুল্লাহকে অবমাননা করার ইচ্ছা নিয়ে আকবর রাতে কেবলার দিকে পা দিয়ে রাত্রি যাপন করত। আকবরের এ নতুন উন্নত ধর্ম যদি পরিপূর্ণভাবে বিস্তারের সুযোগ পেত তাহলে আজ সমগ্র হিন্দুস্তান কুফরস্তানে পরিণত হতো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা সবকিছুর ওপর বিজয়ী, ঐ সময়ে আল্লাহ শাইখ আহমদ সেরহিন্দী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মাধ্যমে এ কুসংস্কারকে সমূলে উৎপাটনের জন্য ভূমিকা রাখলেন। যার সুন্দর পদক্ষেপের ফলে আবুল আলা মওদূদী (রাহিমাহুল্লাহর) ভাষায় "শুধু হিন্দুস্তানকেই কুফরীর অতল তলে যাওয়া থেকে বাঁচাননি; বরং এ বিশাল ফেতনা মুখথুবরে পড়ে গিয়েছিল। যদি তা কামিয়াব হতে পারত তাহলে আজ থেকে ৩/৪শ বছর আগেই এখান থেকে ইসলামের নাম নেশানা মিটে যেত।"[১]

মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের রেখে যাওয়া সংস্কার "নতুন উন্নত ধর্ম" আকবরের রেখে যাওয়া সংস্কার "নতুন উন্নত ধর্ম", আর মোশাররফের রেখে যাওয়া সংস্কার "আলোকিত চিন্তা" এ তিনটি পন্থাই সাধারণ মানুষের জন্য দৃষ্টি আকর্ষক হলেও ইসলামের জন্য তা বিষাক্ত।

বর্তমানে যুগের আলোকিত চেতনা মূল আলোকিত চেতনা নয়; বরং তাহল ঐ অন্ধকার এবং যুলুম, যে পথে শয়তান তার বন্ধুদেরকে আনতে চায়। যেমন স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন-

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অর্থ : "আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত (শয়তান) তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, এরাই হলো জাহান্নামী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৭)

অতএব আলেমদের উচিত হলো সর্ব সাধারণকে এ আলোকিত চেতনা সম্পর্কে অবগত করানো এবং তাদেরকে বুঝানো যে, আমাদের অতীত মোটেও

---

[১]. দ্রঃ তাজদীদ ও ইহইয়ায়ে দ্বীন, মাওলানা সায়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহিমাহুল্লাহ)

অনুজ্জ্বল নয়; বরং অন্যান্য সমস্ত উম্মতদের তুলনায় আমাদের অতীত সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং আলোকিত যাতে আমাদের গৌরব রয়েছে। আমরা ১৪ শত বছরের পুরানো শরীয়তে মোহাম্মদীকে আমাদের জীবনের চেয়েও অধিক ভালবাসি। এরই ওপর মৃত্যুবরণ করা এবং এরই ওপর পুনরুত্থিত হওয়া আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এর বিপরীতে শয়তানের সংস্কৃতি, তথাকথিত আলোকিত চেতনা, নিরপেক্ষতা, আমরা ঘৃণা করি এবং এ থেকে আমরা মুক্ত। পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا.

অর্থ : "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে যাতে তারা ওকে মান্য না করে, পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।

(সূরা নিসা : আয়াত-৬০)

*** আল্লাহ কি হিংস্রতা এবং জুলুম করেন?**

ইসলাম সাধারণ মানুষের জন্য যেমন শান্তি ও নিরাপত্তার দ্বীন, এমনিভাবে সমগ্র সমাজের জন্যও একটি শান্তি ও নিরাপত্তার দ্বীন। আল্লাহ যেমন সাধারণ মানুষের হেদায়েতের জন্য কুরআন মাজীদে কিছু কিছু বিধান অবতীর্ণ করেছেন তেমনিভাবে সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য কিছু কিছু অপরাধের শাস্তির বিধানও রেখেছেন। ঐ সকল বিধান ঐ রকম অপরিবর্তনীয় যেমন নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জের বিধানগুলো অপরিবর্তনীয়। আল্লাহর নির্ধারণকৃত শাস্তি যাকে ইসলামের পরিভাষায় "হুদূদ" (দণ্ডবিধি) বলা হয় তা নিম্নরূপ-

১. **চুরির শাস্তি :** সশস্ত্র ডাকাতদল যদি ডাকাতি করার সময় কাউকে হত্যা করে কিন্তু সম্পদ লুট না করে তাহলে তার শাস্তি হলো হত্যার বিনিময়ে হত্যা।

   আর ডাকাতি করার সময় যদি হত্যা করে এবং সম্পদও লুট করে, তাহলে তার শাস্তি শূলিতে চড়ানো।

   আর ডাকাতি করার সময় যদি শুধু সম্পদ লুট করে হত্যা না করে তাহলে তার শাস্তি হলো তাদের হস্ত পদসমূহ বিপরীত দিকে থেকে কাটা।

(সূরা মায়েদা : আয়াত-৩৩)

২. সত্বী-সাধ্বী নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়ার শাস্তি :
সত্বী-সাধ্বী নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়ার শাস্তি ৮০টি বেত্রাঘাত।

(সূরা নূর : আয়াত-৪)

৩. অবিবাহিত নর-নারীর যিনার (ব্যভিচারের) শাস্তি : একশত বেত্রাঘাত।

(সূরা নূর : আয়াত-২)

যদি নর ও নারী উভয়ের সম্মতিতে যিনা (ব্যভিচার) হয়ে থাকে, তাহলে উভয়েরই উক্ত শাস্তি হবে, আর যদি কোনো একজনের ইচ্ছায় জোরপূর্বক যিনা (ব্যভিচার) হয়ে তাকে, তাহলে যে জোর করে যিনা (ব্যভিচার) করেছে তার এ শাস্তি হবে।

৪. বিবাহিত নর-নারীর যিনার (ব্যভিচারের) শাস্তি : তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা। (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্য : বিবাহিত নর-নারীর যিনার (ব্যভিচারের) শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা। এ সংক্রান্ত আয়াতটি কুরআন মাজীদের সূরা আহযাবে অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতের বিধান কার্যকর রেখে তার তেলাওয়াত রহিত করে দেন, এ বিধানের ওপর রাসূল ﷺ আমল করেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদীন আমল করেছেন।

(আশরাফুল হাওয়াসী, ফুটনোট নং- পৃ : ৪১৮)।

৫. মদ পানের শাস্তি : নবী ﷺ-এর যুগে এবং আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর যুগে মদ পানের শাস্তি ছিল ৪০টি বেত্রাঘাত, ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর শাসনামলে সাহাবাগণের পরামর্শক্রমে মদপানের শাস্তি নির্ধারণ করেন ৮০ টি বেত্রাঘাত। এ ব্যাপারে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পরামর্শ ছিল দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম শাস্তি হলো মিথ্যা অপবাদের শাস্তি, তাই মদ পানের শাস্তিও কম পক্ষে তার সমপর্যায়ের হওয়া উচিত। তাই মদ পানের শাস্তি তখন ৮০টি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হলো, এ ব্যাপারে সমস্ত সাহাবার ঐক্যমত ছিল এবং এর ওপর আমলও শুরু হলো।

আমাদের এটা দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহর নির্ধারণকৃত শাস্তির বিধানে আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের প্রতি দয়ারই বহিঃপ্রকাশ আর এ শাস্তির বিধান বাস্তবায়ন করার মধ্যে আদম সন্তানের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর তা বাস্তবায়ন ব্যতীত কোনো সমাজ ব্যবস্থাতেই মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব নয়।

নবী ﷺ এবং সাহাবাগণের যুগে ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমে যে সমস্ত এলাকা ইসলামী সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সেখানে যখন ইসলামী আইন কার্যকর করা হলো, তখন ঐ সমস্ত এলাকাসমূহে শান্তি ও নিরাপত্তার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো।

নজদের শাসক আদী ইবনে হাতেম নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে দ্বিধা করছিল। নবী ﷺ বললেন, আদী হয়ত তুমি মুসলমানদের স্বল্পতা এবং কাফেরদের আধিক্য দেখে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত আছ। আল্লাহর কসম! অতিশীঘ্রই সমগ্র আরবে ইসলামের পতাকা বিজয়ী দেখতে পাবে, আর শান্তি ও নিরাপত্তার এমন এক দৃষ্টান্ত কায়েম হবে যে, একজন মহিলা একা একা যানবাহনে আরোহণ করে কাদেসিয়া (ইরানের একটি শহর) থেকে রওয়ানা হয়ে নির্ভয়ে সফর করে মদিনায় পৌঁছে যাবে, সফরকালে তার মধ্যে শুধু আল্লাহর ভয় থাকবে। একথা শুনে আদী رضي الله عنه ইসলাম গ্রহণ করল এবং নিজের মৃত্যুর পূর্বে একথার সাক্ষী দিলেন যে, আমি স্বচোখে দেখেছি যে একজন মহিলা একা একা নিজের জানবাহনে আরোহণ করে কাদেসিয়া থেকে নির্ভয়ে সফর করে মদিনায় পৌঁছেছে। বিশাল আয়তন বিশিষ্ট ইসলামী সম্রাজ্যে জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা একমাত্র ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর থাকার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

আজকের এই অশান্তির যুগে পৃথিবীর সভ্য এবং উন্নত দেশসমূহে দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, যদি পৃথিবীর কোথাও এমন কোনো দেশ থাকে যেখানে দিন ও রাতের যেকোনো সময় মানুষ নির্ভয়ে সফর করতে পারবে তাহলে সেটা সৌদী আরব, যেখানে না শোয়ার কোনো ভয় আছে না জীবনের না ইজ্জতের। নিরাপত্তা ও শান্তির এ পরিবেশ ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর করার কারণে যদি না হয় তাহলে এতে আর কী কারণ থাকতে পারে?

মরোক্কোতে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত ওলফ্রেড হুফ মীন ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামী দণ্ডবিধি সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করে, যেখানে সে চোরের হাত কাটা, হত্যার বিনিময়ে হত্যাকারিকে হত্যা করা, যিনা (ব্যভিচারকারিকে) পাথর মেরে হত্যা করা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেছে, সেখানে সে একথা প্রমাণ করেছে যে, মানববতাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দেয়ার জন্য এ দণ্ডবিধি কায়েম করা ব্যতীত আর কোনো উপায় নেই।[১০]

প্রিয় জন্মভূমিতে (লেখকের) যখন থেকে আধুনিক ইসলামের ধারক এবং তথাকথিতআলোকিত চিন্তার সরকার আসল তখন থেকেই ইসলামী বিধানাবলি

---

[১০] : রোজনামা জনগ লাহোর।

এবং ইসলামী নিদর্শনসমূহের প্রতি ঠাট্টার ধারা চলতে শুরু করল, যা আগে থেকেই কিছুটা নিয়মতান্ত্রিকভাবে চালু ছিল। আর তখন নতুন করে ইসলামী দণ্ডবিধি আইনে কিছু বিশেষ নযরদারী শুরু হয়, ফলে খোলাখুলিভাবে পরিষ্কার ভাষায় ইসলামী দণ্ডবিধিকে হিংস্র এবং জুলুম বলে আখ্যায়িত করা হলো, যার পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায় এ শাস্তির বিধান প্রবর্তনকারী সত্তা (আল্লাহ মাফ করুন, আবারো আল্লাহ মাফ করুন) হিংস্র এবং জালেম।

চিন্তা করুন

* যে মহান সত্তা তাঁর নিজের জন্য দয়ালু, করুনাময়, ক্ষমাশীল এ ধরনের গুণাবলি বেছে নিয়েছেন; তিনি কি হিংস্র এবং জালেম হতে পারেন?
* ঐ সত্তা যিনি সর্বদা স্বীয় বান্দার গোনাহ মাফ করে তাদেরকে স্বীয় নিআ'মত দান করে থাকেন; তিনি কি হিংস্র ও জালেম হতে পারেন?
* ঐ সত্তা যিনি তাঁর আরশে একথা লিখে রেখেছেন যে, আমার রহমত আমার রাগের ওপর বিজয়ী; (বুখারী ও মুসলিম)
  তিনি কি হিংস্র এবং জালেম হতে পারেন?
* ঐ সত্তা যিনি তার রহমতের ৯৯ ভাগ কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করার জন্য রেখে দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)
  তিনি কি জালেম হতে পারেন?
* ঐ সত্তা যার সমস্ত ফায়সালা বিজ্ঞানময়, যার সমস্ত ফায়সালা সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত, যার সমস্ত ফায়সালা প্রশংসার দাবি রাখে; তিনি কি তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে হিংস্র এবং অবিচার করতে পারেন?
* ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম না করার ওয়াদা করেছেন;
  (সূরা ক্বফ : আয়াত-২৯)
  তিনি কি তাঁর বান্দাদের প্রতি হিংস্র এবং জুলুমমূলক ফায়সালা করতে পারেন?

অতএব হে আমার জাতির নেতা, সরকারে সর্বোচ্চ মসনদে বসে আল্লাহ তাআলাকে গালি দিবে না। দয়াময়, অনুগ্রহশীল, অত্যন্ত ধৈর্যশীল, মহাজ্ঞানী সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে বেয়াদবী করা থেকে বিরত থাক। তাঁর শাস্তি ও পাকড়াওকে ভয় কর, স্বীয় গোনাহর জন্য তাঁর নিকট তওবা কর।

* যাতে এমন না হয় যে, এ সর্বোচ্চ মসনদ থেকে ছিটকে পড়।

* যেন এমন না হয় যে, আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি বর্ষিত হতে শুরু করে।
* যেন এমন না হয় যে, আকাশ থেকে ফেরেশতাগণকে অবতরণ করার হুকুম দেয়া হয়।
* এমন যেন না হয় যে, পৃথিবীর নিচের অংশ ওপর এবং ওপরের অংশ নিচে করে দেয়া হয়।
* এমন যেন না হয় যে, আকাশ ও যমিনের মুখগহ্বর উম্মুক্ত করে দেয়া হবে আর এ উভয়ের পানি মিলিত হয়ে সবকিছুকে একাকার করে দিবে।
* এমন যেন না হয় যে, চরম ক্ষুধা এবং করুণ অভাব ও লাঞ্ছনা আর অপমান আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়।
* এমন যেন না হয় যে ভূমি ধ্বস, ভূমিকম্প, চেহারার বিকৃতি, পাথরবৃষ্টি আমাদের ওপর বর্ষিত না হয়।

এরপর আমরা আশ্রয় খুঁজব অথচ কোথাও আশ্রয় পাব না, তওবা করতে চাই হয়ত তওবা করার সুযোগ পাব না। অতএব হে জাতির প্রধান! কুরআনের এ হুশিয়ারী বাণী কান খুলে শুনো-

ءَاَمِنۡتُمۡ مَّنۡ فِى السَّمَآءِ اَنۡ يَّخۡسِفَ بِكُمُ الۡاَرۡضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوۡرُ ‌. اَمۡ اَمِنۡتُمۡ مَّنۡ فِى السَّمَآءِ اَنۡ يُّرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعۡلَمُوۡنَ كَيۡفَ نَذِيۡرِ ‌. وَلَقَدۡ كَذَّبَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيۡرِ.

অর্থ : "তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে বিলীন করে দেবেন, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে, না তোমরা নিশ্চিত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের ওপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী। তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কত কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি। (৩৭-মুলক : আয়াত-১৬,১৮)

মানবাধিকার

আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যদেশসমূহ নিজেদেরকে মানবাধিকারের ঝাণ্ডাবাহী এবং রক্ষক হিসেবে এতটা প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে যে, এর ফলে আমাদের এখানকার মুক্ত চিন্তাশীল এবং আধুনিক চিন্তাশীলরা বাস্তবেই মনে করে যে,

আমেরিকা এবং পাশ্চাত্য মানবাধিকারের বড় রক্ষক। আসুন ইতিহাসের আয়নায় তা যাচাই করি যে, বাস্তবেই কি তা ঠিক আছে? নাকি এর অন্তরালে অন্য কিছু লুকিয়ে আছে? সর্বপ্রথম আমেরিকার অতীত ইতিহাসে একটু দৃষ্টি দেয়া যাক।

১. খ্রিস্ট ১৮ শতাব্দীতে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গরা নতুন শক্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেদের "নতুন পৃথিবী" আবাদ করার জন্য তারা ৭০ লক্ষ রেড ইন্ডিয়ানকে হত্যা করে, আফ্রিকা মহাদেশের কৃষ্ণাঙ্গদেরকে জন্তুর ন্যায় ধরে ধরে নিজেদের কৃতদাসে পরিণত করেছিল। জাহাজসমূহে জন্তুর ন্যায় ভরপুর করে আমেরিকায় নিয়ে এসেছিল এবং তাদেরকে বেচা কেনা করেছে। এই কৃষ্ণাঙ্গরা আজও আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গদের ন্যায় মর্যাদা পায় না। যখনই কৃষ্ণাঙ্গরা আমেরিকার সংবিধানে লিখিত মানবাধিকারের দাবি করেছে তখন তাদেরকে অত্যন্ত নির্মমভাবে শেষ করে দেয়া হয়েছে।[১১]

১৮৯০ ইং দক্ষিণ ডকুটা এবং আর্জেনটাইনের ওপর আমেরিকা আক্রমণ করে,

১৮৯১ ইং চিলির ওপর আক্রমণ করে,

১৮৯২ ইং আওয়হুর ওপর আক্রমণ করে,

১৮৯৩ ইং হুয়াইয়ের ওপর আক্রমণ করে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহকে শেষ করে দেয়,

১৯৯৪ ইং কোরিয়ার ওপর,

১৮৯৫ ইং পানামার ওপর,

১৮৯৬ ইং নাকানা গোয়ার ওপর আক্রমণ,

১৮৯৮ ইং ফিলিপাইনের ওপর আক্রমণ এ যুদ্ধ ১৯১০ পর্যন্ত

(অর্থাৎ ১২ বছর পর্যন্ত) চলছিল, এর ফলে ৬ লক্ষ ফিলিপাইনী মারা যায়।

২. ১৯১২ ইং কিউবার ওপর হামলা,

১৯১৩ ইং মেক্সিকোর ওপর আক্রমণ,

১৯১৪ ইং হাইতির ওপর আক্রমণ,

---

[১১]. আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ মুহাম্মদ আলী ক্লী তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় লিখেছ যে, আমি ১৯৬০ইং ইটালীর রাজধানী রোমে একটি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে আমেরিকায় ফিরে আসলে, আমাকে একজন হিরোর ন্যায় অভ্যর্থনা দেয়া হল একদিন হঠাৎ করে আমি এক হোটেলে চলে গেলাম যা মূলত শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যখনই আমি একটি টেবিলে বসেছি, তখনই হোটেলের ম্যানেজার এক মহিলা অত্যন্ত রুক্ষভাবে আমাকে বলল- হোটেল থেকে বের হয়ে যাও, এখানে কোন কৃষ্ণাঙ্গের প্রবেশাধিকার নেই। আমি বললাম- আমি রোমে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে স্বর্ণের মেডেল লাভ করেছি, কিন্তু ঐ মহিলা কোনো কথাই শুনল না; বরং জোরপূর্বক আমাকে হোটেল থেকে বের করে দিল। (আবদুল গনী ফারুক লিখিত, আমি কেন মুসলমান হলাম পৃ: ৪৫৬)

১৯১৭-১৯১৮ ইং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে,

১৯১৯ হোন্ডরিজের ওপর আক্রমণ করে,

১৯২০ ইং গোয়েটির ওপর আক্রমণ করে,

১৯২১ ইং পশ্চিম ভার্জিনিয়ার ওপর আক্রমণ করে।

৩. ১৯৪১-৪৫ইং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, এতে চার কোটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এতে আমেরিকা অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে এবং তাদের এক কোটি ৬০ লক্ষ সৈন্য তাতে অংশ গ্রহণ করে। হিরোশিমা এবং নাগাসাকীর ওপর এটম বোমা নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মধ্যে মানবাধিকারের পতাকাবাহী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং সভ্য বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার উন্সটন চার্চিলও ছিল।

৪. ১৯৪৩ ইং ডিউটোরিটে কৃষ্ণাঙ্গদের বিদ্রোহকে দমন করার জন্য আমেরিকা সেনা আক্রমণ করে,

গ্রীসের যুদ্ধস্থান (১৯৪৭-৪৯ ইং) কমান্ডো আক্রমণ করে,

১৯৫০ ইং পুর্তোরিকো আক্রমণ করে,

১৯৫৩ ইং সেনা আক্রমণের মাধ্যমে ইরানের সরকার পরিবর্তন করে।

১৯৪৫ ইং গুয়েতেমালার ওপর বোমা নিক্ষেপ করে।

৫. ১৯৬০ ইং থেকে ১৯৭৫ ইং আমেরিকা ১৫ বছর পর্যন্ত ভিয়েতনামের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, যার ফলে ১০ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৬. ১৯৬৫ ইং আমেরিকা ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান সোহার্তোর বিরোধীপক্ষের ১০ লক্ষ লোককে মারার জন্য সহযোগিতা করেছিল।

৮. ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৫ইং পর্যন্ত (৬য় বছর) কম্বোডিয়ার সাথে যুদ্ধ করেছিল। এতে ২০ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে।

১৯৭১-৭৩ ইং লাউসে বোমা নিক্ষেপ করেছে।

১৯৭৩ দক্ষিণ ঢেকোটার ওপর সেনা আক্রমণ করে।

১৯৭৩ ইং চিলির ওপর সেনা আক্রমণ করে সরকার পরিবর্তন করে।

১৯৭৬-১৯৯২ ইং অ্যাপোলায়া দক্ষিণ আফ্রিকার সহযোগিতায় সংগঠিত বিদ্রোহীদেরকে সহযোগিতা করে।

১৯৪১-৯০ ইং নাকারাগুয়ার ওপর সেনা আক্রমণ করে।

১৯৮২-৮৪ ইং পর্যন্ত লেবাননের মুসলিম অঞ্চলসমূহে বোমাবাজী করেছে।

১৯৮৪ ইং পারস্য সাগরে দু'টি ইরানী বিমান ধ্বংস করেছে।

১৯৮৬ ইং সরকার পরিবর্তনের জন্য লিবিয়ার ওপর আক্রমণ করে।

৮. ১৯৭৯ ইং ইরাক আমেরিকার সৈন্যদের সহযোগিতায় ইরানের ওপর আক্রমণ করে। এ যুদ্ধ ৮ বছর পর্যন্ত চলেছে যার ফলে উভয় পক্ষের লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৯. ১৯৮৯ ইং ফিলিপাইনে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ হয়, আমেরিকা বিদ্রোহ দমন করার জন্য ফিলিপাইনকে আকাশ সীমা দিয়ে সহযোগিতা করেছে।

১৯৮৯ ইং সেনা আক্রমণের মাধ্যমে পানামার সরকার পরিবর্তন করেছে, যার ফলে ২ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছে।

১০. ১৯৮৯ ইং আলজেরিয়ার ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে যারা দেশে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, ইসলামী বিপ্লবকে প্রতিরোধ করার জন্য আমেরিকার সাহায্যে সেনা আক্রমণ চালানো হয়, যার ফলে ৮০ হাজার লোক নিহত হয়েছে।

১১. ১৯৯০ ইং ইরাককে কুয়েতের ওপর আক্রমণ করার জন্য উৎসাহিত করে এবং

১৯৯১ ইং ডিজারেট স্টার্ম অপারেশন এর আদলে নিজেই ইরাকের ওপর আক্রমণ করে, যার ফলে হাজার হাজার ইরাকী মৃত্যুবরণ করে।

১২. ১৯৯০ ইং হাইতির সরকার পরিবর্তন করানোর জন্য সেনা আক্রমণ করে।

১৯৯৬ ইং ইরাকের ওপর আক্রমণ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ সেনা আস্তানাসমূহে মিসাইল নিক্ষেপ করে।

১৯৯৮ ইং সুদানের দু'টি অস্ত্র কারখানার ওপর আক্রমণ করে।

১৯৯৮ ইং আফগানিস্তানে সি, আই, এর প্রতিষ্ঠিত জিহাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে মিসাইল হামলা চালায়,

১৯৯৮ ইং ইরাকের ওপর আবার একাধারে চার দিন মিসাইল আক্রমণ করতে থাকে।

১৩. ১৯৯০ ইং পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার ওপর বিদ্রোহ করায়, খ্রিস্টানদেরকে সহযোগিতা করে, লাখ লাখ

মুসলমানকে হত্যা করেছে, পরিশেষে পূর্ব তিমুরকে একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র হিসাবে কায়েম করে।[১২১৩]

১৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে জোরপূর্বক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তির জন্য দশ লক্ষ শহিদের কুরবানির রক্ত না শুকাতেই আফগানিস্তানের ওপর ২০০১ ইং বিমান এবং মিসাইল থেকে বোমাবাজী শুরু করে। যার ফলে ২৫ হাজার নিরাপরাধ মানুষ শাহাদাত বরণ করে। ৭ হাজার মানুষকে বন্দী করা হয়, আর তালেবানের স্থানে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের পুতুল সরকার কায়েম করা হয়।

১৫. ইরাকে পারমাণবিক অস্ত্র থাকার বাহানা দিয়ে ২০ মার্চ ২০০৩ ইং আমেরিকা ইরাকের ওপর আক্রমণ করে, যার ফলে হাজার হাজার নিরাপরাধ লোক নিহত হয়েছে। ইরাকে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ লাভের পর ফালুজা শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় আমেকিার সৈন্যরা বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং রাসায়নিক অস্ত্রও ব্যবহার করেছে, যা ব্যবহারে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

১৬. ২০০৬ ইং জানুয়ারিতে ফিলিস্তিনের সাধারণ নির্বাচনে হামাস বিজয় লাভ করে, বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের পতাকাবাহী আমেরিকা হামাসের সরকারকেই মেনে নিতে অস্বীকার করেনি; বরং তাদেরকে খতম করার জন্য একের পর এক পরিকল্পনাও নিতে থাকে।

১৭. ইরানে আহমাদি নেজাদের সরকার যেহেতু আমেরিকাকে নিজের মনিব হিসেবে দেখছে না, তাই আমেরিকা এখন রাত দিন সেখানে হামলা করার বাহানা খুঁজছে।

১৮. নামে মাত্র সন্ত্রাসবাদ খতম করার অজুহাতে পাকিস্তান আমেরিকার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও ডজন বারের বেশি পাকিস্তানের আকাশ সীমা পাকিস্তানের বিপক্ষে ব্যবহার করে পাকিস্তানের স্বাধীনতাকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

আসুন একবার ১৪ শত বছর আগের মানবাধিকার সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশনার কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। এরপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে, মানবাধিকারের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী?

---

[১২]. উল্লিখিত পরিসংখ্যানসমূহ খালেদ মাহমুদ লিখিত গ্রন্থ "আফগানিস্তান মে মুসলমানু কা কতলে আম নামক গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

[১৩]. হাফতারোজা তাকভীর কারাচী, ৪ জানুয়ারি ২০০৬ইং।

১. বিদায় হজ্জের সময় নবী ﷺ ভাষণ দিতে গিয়ে, মানুষকে মানবাধিকার সম্পর্কে এমন গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবোধক এক বক্তব্য পেশ করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত এর বিকল্প কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। আমেরিকা এবং প্রাচ্যবাসী যখন একান্ত চিত্তে তা অধ্যায়ন করবে এবং এ অনুযায়ী আমল করার সিদ্ধান্ত নিবে, নিঃসন্দেহে ঐ দিন থেকেই বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তায় সয়লাভ হয়ে যাবে। নবী ﷺ বলেছেন, হে মানবমণ্ডলী নিশ্চয় তোমাদের রব একক, তোমাদের পিতাও একজন, শুনে রাখ কোনো আরাবীর অনারবীর ওপর এবং কোনো অনারবীর কোনো আরাবীর ওপর বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই, না কোনো লাল বর্ণের অধিকারী কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ওপর, না কোনো কৃষ্ণাঙ্গের কোনো লাল বর্ণের ওপর মর্যাদা রয়েছে, তবে (তাদের মাঝে) মর্যাদার (মাপ কাঠি) হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। (মুসনাদ আহমদ)

তিনি অন্যত্র আরেকটি বক্তব্যে বলেছেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের রক্ত, সম্পদ, সম্মান একে অপরের ওপর সর্বদাই হারাম, এ বিষয়গুলো তোমাদের জন্য এমনি মর্যাদাবান যেমন আজকের দিন (১০ যিলহাজ্জ) এবং যেমন এই শহর (মক্কা) তোমাদের নিকট মর্যাদাবান।(বোখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী)

২. মানুষের জানের নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করার জন্য এতটুকু সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্র দিয়ে তার ভাইয়ের প্রতি ইঙ্গিত করবে তার ওপর ফেরেশতা ততক্ষণ পর্যন্ত অভিসম্পাত করতে থাকবে যতক্ষণ না সে তা থেকে বিরত হবে। চাই সে তার আপন ভাই হোক বা যে ধরনের ভাই হোক না কেন। (মুসলিম)

৩. অমুসলিমদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানকে নিশ্চিত করতে গিয়ে বলা হয়েছে "যে ব্যক্তি কোনো যিম্মীকে (ইসলামী রাষ্ট্রে বিধর্মী প্রজা) বিনা কারণে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। (বোখারী)

৪. যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, যেন নিহতদেরকে মোসলা (নাক, কান) কর্তন না করা হয়। শত্রুকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা যাবে না, শত্রুকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে হত্যা করা যাবে না, শত্রুকে নিরাপত্তা দেয়ার পর তাকে হত্যা করা যাবে না, নারী, শিশু, শ্রমিক, ইবাদতকারিদেরকে হত্যা করা যাবে না, ফলবান বৃক্ষ কাটা যাবে না, চতুষ্পদ জন্তু হত্যা করা যাবে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যাবে না, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের জান মালের নিরাপত্তা ঐভাবে দিতে হবে যেভাবে মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা হয়ে থাকে। (বোখারী, মোয়াত্তা, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ)

ইসলামের এ দিক নির্দেশনা শুধু মৌখিকই ছিল না; বরং মুসলমানরা সর্বকালে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে এ দিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেছে।

এখানে উদাহরণস্বরূপ কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হলো-

১. ৮ম হিজরীর শাবান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ খালেদ ইবনে ওলীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এক কাবিলা (বংশের) লোকদেরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য পাঠালেন, ভুল বুঝাবুঝির ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক লোককে কাফের মনে করে হত্যা করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিষয়টি জানতে পারলেন তখন উভয় হাত তুলে দোয়া করলেন " হে আল্লাহ খালেদ যা করেছে তা থেকে আমি দায়িত্ব মুক্ত। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিহতদের রক্তপণ এবং অন্যান্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন।

২. ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে বি'রে মাউনার বেদনাদায়ক ঘটনার পর, যেখানে আমর ইবনে উমাইয়া জামেরী (প্রাণে) রক্ষা পেয়েছিলেন, মদিনায় ফিরে আসার সময় রাস্তায় কিলাব বংশের দু'ব্যক্তিকে শত্রু পক্ষের লোক মনে করে হত্যা করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ঘটনা জানতে পেরে তিনি তাদের উভয়ের রক্তপণ আদায় করেন।

৩. ২য় হিজরীর রজব মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গোয়েন্দা দল সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠালেন, যাদের কুরাইশদের একটি গ্রুপের সাথে সংঘর্ষ হলো, সাহাবাগণ নিজেদের মাঝে পরামর্শক্রমে কুরাইশদের গ্রুপটির উপর আক্রমণ করল, ফলে কুরাইশদের এক ব্যক্তি নিহত হলো, দু'জন গ্রেফতার হলো, একজন পালিয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ঘটনা জানতে পেরে বললেন, আমি তোমাদেরকে হারাম (নিষিদ্ধ মাসে) যুদ্ধ করার অনুমতি দিইনি, ফলে তিনি দু'জন বন্দীকেই মুক্তি দিয়ে দিলেন এবং নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আদায় করলেন।

৪. বদরের যুদ্ধে মক্কার মুশকিদের ৭০ জন লোক বন্দী হয়েছিল। এরা মুসলমানদের জানের শত্রু ছিল, মুসলমানদেরকে পৃথিবী থেকে চির বিদায় করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু যখন বন্দী হয়ে আসল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে নির্দেশ দিলেন যে, বন্দীদের সাথে ভালো আচরণ করবে। তাই সাহাবাগণ নিজেরা খেজুর খেত, আর বন্দীদেরকে ভালো খাবার পরিবেশন করত, যে সমস্ত বন্দীদের কাপড় ছিল না তাদের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করা হলো। বন্দীদের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম ছিল সুহাইল ইবনে আমর, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে রক্ত গরম করা বক্তব্য দিত। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু

পরামর্শ দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে দিন, যাতে আর কোনো দিন আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলতে না পারে। শাস্তি দেয়ার উপযুক্ত পরামর্শ ছিল, সামনে কোনো বাধাও ছিল না, বিশ্ববাসীর প্রতি রহমতের নবী ﷺ ওমর (রা.)-এর পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে বন্দীদের সাথে সদাচারণের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যা পৃথিবীতে আজও অতুলনীয়।

৫. বদরের যুদ্ধের বন্দীদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামাতা আবুল আসও ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেয়ে যায়নাব (রা.) আবুল আসের মুক্তির জন্য কিছু সম্পদ পাঠাল, যার মধ্যে একটি হারও ছিল যা খাদীজা (রা.) তাঁর মেয়েকে বিদায় দেয়ার সময় দিয়েছিলেন। ঐ হার দেখা মাত্র রাসূল ﷺ-এর মন নরম হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে বললেন, যদি তোমরা অনুমতি দাও তাহলে আবুল আসকে বিনা মুক্তিপণে মুক্তি দিতে চাই। সাহাবগণ সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দিলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবুল আসকে মুক্তি দিয়ে দিলেন।

৬. হুনাইনের যুদ্ধে ৬ হাজার লোক মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সবাইকে শুধু বিনা মুক্তিপণেই মুক্তি দেন নাই; বরং তাদের প্রত্যেককে একটি করে মিশরীয় চাদরও উপহার হিসেবে দিলেন।। আজ সমগ্র বিশ্বে যারা নিজেদের বড়ত্ব, সভ্যতা ও মানবতাবাদের দাবি করে বেড়াচ্ছে, তারা তাদের শতবছরের ইতিহাসে এ ধরণের কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পেলে তা পেশ করুক!

৭. গামেদী বংশের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পবিত্র করুন, সাথে সাথে একথাও স্বীকার করল যে, আমি অবৈধভাবে গর্ভধারণ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি ফিরে যাও, সন্তান প্রসবের পর আসবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার শাস্তি এজন্য দেরি করলেন, যেন নির্দোষ শিশু সন্তানটির ক্ষতি না হয়। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর ঐ মহিলা আবার আসলে তিনি বললেন, যাও এখন গিয়ে তাকে দুধ পান করাও, দুধ পানের বয়স শেষ হলে আসবে, মহিলাটি আবার ফিরে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় বার তার শাস্তি এজন্য দেরি করলেন যেন একটি মাসুম বাচ্চা তার মায়ের দুধ পান এবং স্নেহ বঞ্চিত না হয়। দুধ পানের বয়স শেষ হওয়ার পর মহিলা আবার আসল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ওপর শাস্তি কার্যকর করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ

শুধু মায়ের পেটেই সন্তানের নিরাপত্তার প্রতি গুরুত্ব দেননি; বরং সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরও তাকে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করা পছন্দ করেননি।

৮. ওমর (রা.)-এর শাসনামলে ইসলামী সেনাদল এক যিম্মীর (ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম প্রজার) জমির ফসল বিনষ্ট করে দিল। ওমর (রা.) তখন বাইতুল মাল থেকে জমির মালিককে দশ হাজার দিরহাম ক্ষতিপূরণ দিলেন।[১৪]

বাস্তবতা হলো এই যে, ইসলাম আজ থেকে ১৪ শত বছর আগে যেভাবে মানবাধিকারকে সংরক্ষণ করেছে, পাশ্চাত্য তার সমস্ত উন্নতি, অগ্রগতি ও মুক্ত চিন্তার অধিকার থাকা সত্ত্বেও এধরণের মানবাধিকারের কল্পনা করতে পারবে না।

জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলীতে ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ ইং মানবাধিকার সম্পর্কে ৩০ দফা সম্বলিত যে ঘোষণাপত্র পেশ করা হয়, তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে দেখা যাবে যে, এখানে মানবাধিকারের শুধু রেফারেন্সই রয়েছে কিন্তু ইসলাম যেভাবে মানব জীবনের সকল স্তরে পৃথক পৃথক অধিকার নির্ধারণ করেছে, যেমন- পিতা-মাতার অধিকার, সন্তানদের অধিকার, স্বামীর অধিকার, স্ত্রীর অধিকার, প্রতিবেশীর অধিকার, এতিমের অধিকার, মিসকীন ও অভাবীদের অধিকার, ভিক্ষুকের অধিকার, মুসাফিরের অধিকার, বন্দীর অধিকার, ক্রীতদাসের অধিকার, অমুসলিমের অধিকার, এমনকি কিছুক্ষণের জন্য কারো নিকট অবস্থানকারির অধিকার, পাশ্চাত্যের এ ধরনের অধিকার চিন্তা কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না।

পাশ্চাত্যবাসীর নিকট নারী অধিকারের যথেষ্ঠ বলিষ্ট কণ্ঠ শুনা যায়, কিন্তু সত্য কথা হলো এই যে, পাশ্চাত্যবাসী নারী অধিকারের নামে নারীকে শুধু উলঙ্গই করেছে। এছাড়া আর কোনো অধিকার যদি তারা নারীকে দিয়ে থাকে, তাহলে তাদের তা পরিষ্কার করা উচিত। অথচ ইসলাম নারীকে শুধু সম্ভ্রম এবং সম্মানই রক্ষা করে নাই; বরং তাকে সমাজে একজন সম্মানিতা এবং মানানসই স্থানও দিয়েছে। মা হিসেবে তাকে পিতার চেয়েও অধিক ভালো আচরণ পাওয়ার অধিকার দিয়েছে, স্ত্রী হিসেবে তার জন্য আলাদা অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে, মেয়ে এবং বোন হিসেবেও তাকে তার অধিকার দেয়া হয়েছে। যদি বিধবা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও তার অধিকার দেয়া হয়েছে। যদি তালাক প্রাপ্তা হয়, তাহলে ঐ ক্ষেত্রেও তার অধিকার তাকে দেয়া হয়েছে। উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পন্ন এবং মুক্ত চিন্তার পতাকাবাহী পাশ্চাত্য সমাজ আদৌ কি নারীকে এ অধিকার দিতে প্রস্তুত আছে? কিন্তু পাশ্চাত্যবাসীর কি ধারণা যে, মায়ের পেটে

---

[১৪] . মঈনউদ্দীন নদভী লিখিত তারিখ ইসলামী, পৃঃ ২২৩।

শিশুর জীবনের নিরাপত্তা বিধানকারী ইসলামের নবী ﷺ সন্ত্রাসী, রক্তপাতকারী, হত্যাকারী নবী ছিলেন? (নাউজুবিল্লাহ্)।

আর শুধু একটি রাষ্ট্র ইরাকের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে ৫ লক্ষ মা'সুম বাচ্চাকে মৃত্যুমুখে পতিতকারী আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যবাসী সবচেয়ে বড় মানবাধিকার রক্ষাকারী?

ইসলাম ও কুফরির দ্বন্দ্ব

ইসলাম এবং কুফরির দ্বন্দ্ব ঐ দিন থেকে শুরু হয়েছে যেদিন ইবলিস আল্লাহ্র নির্দেশনা অমান্য করে আদম (আ.) কে সাজদা করতে অস্বীকার করেছিল এবং বিতাড়িত হয়েছিল। বিতাড়িত হওয়ার পর সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিল যে-

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ . ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ.

অর্থ : "সে বলল, আপনি আমাকে যেমন উদ্ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকব। এরপর তাদের নিকট আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-১৬-১৭)

ইবলিসের এ প্রতিজ্ঞার পর থেকে মানব ইতিহাসের রাত ও দিন কখনো ইসলাম ও কুফুরের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত ছিল না। কখনো এ দ্বন্দ্ব নূহ (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারের মাঝে ছিল, কখনো ইবরাহীম (আঃ) এবং নমরুদের মাঝে ছিল, আবার কখনো হুদ (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারদের মাঝে ছিল। সর্বশেষ এ দ্বন্দ্ব মুহাম্মদ ﷺ এবং কুরাইশের সরদারদের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল।

আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআন মাজীদে সম্মানিত নবীগণের সাথে কাফের নেতাদের দ্বন্দ্বের কথা বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যা অধ্যায়নে কাফেরদের ইসলামের সাথে শত্রুতা, সত্যের প্রতি উগ্র মনোভাব, ঈমানদারদের বিরুদ্ধে যোগসাজোস এবং চক্রান্ত, ঈমানদারদের প্রতি যুলম, তাদেরকে কষ্ট দেয়া, তাদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিপরীতে ঈমানদারদের দৃঢ় মনোভাব এবং ধৈর্য, ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য এবং সংরক্ষণ, সর্বশেষে কাফেরদের দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি ইত্যাদি থেকে বাস্তবতাকে বুঝা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। এ বাস্তব সত্য থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়।

প্রথম : ইসলাম এবং কুফরের মাঝে দ্বন্দ্ব আবহমানকাল থেকেই শুরু হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আল্লামা ইকবাল বলেছেন-

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব আবহমানকাল থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে, মোস্তফার (ইসলামের) আলোর সাথে আবু লাহাবের দ্বন্দ্ব।
দ্বিতীয় : ইসলাম এবং কুফরের মাঝের দ্বন্দ্বের মূল কারণ আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা।
"তালিমাত কুরআন" বিষয়টি এত ব্যাপক যে, কয়েকশ পৃষ্ঠার গ্রন্থে তা আলোচনা করা সম্ভব ছিল না আমি বর্তমান অবস্থার আলোকে শুধু ঐ সমস্ত শিক্ষাগুলোর ওপরে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি, যে বিষয়গুলো ইসলামের শত্রুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠাট্টা বিদ্রূপের নিদর্শনে পরিণত করেছে। উল্লিখিত শিক্ষাগুলো ছাড়াও আকিদা, গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞাবলির উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করছি এতে এ গ্রন্থ থেকে উপকার হাসিলে আরো অধিক সুবিধা হবে ইনশাআল্লাহ।
এ গ্রন্থের ভালো দিকগুলো আল্লাহ তা'আলার দয়া এবং অনুগ্রহের ফল, আর ভুল ভ্রান্তিসমূহ আমার নিজের গোনাহের কারণে, আমি আল্লাহ তা'লার নিকট দোয়া করছি যে, তিনি যেন আমার জীবনের গোনাহ এবং অকল্যাণসমূহ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহ আবারিত করে দেন, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত অনুগ্রহকারী এবং ক্ষমাশীল ও দয়াকারী।
এ গ্রন্থ প্রস্তুতির ব্যাপারে সহযোগিতাকারী উলামাগণের জন্য উদার মনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আল্লাহ তাদের ইলম ও আমলে বরকত দিন, দুনিয়া এবং আখিরাতে তাদেরকে তাঁর অসীম রহমতে দাখিল করুন, আমীন!
বিজ্ঞজনের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা যে, তাদের চোখে এ গ্রন্থের যেখানেই কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হবে উদার চিত্তে তারা তা আমাকে অবগত করাবে, আমি তাদের জন্য দোয়া করব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে আমি আনন্দ উপভোগ করব। (আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।)
আমার মুহতারাম বন্ধু জনাব সেকান্দার আব্বাসী সাহেব, (হায়দারাবাদ সিন্দ) এর জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতার হকদার এ জন্য যে, সে তাফহিমুসসুন্নাহ সিরিজের সমস্ত বইগুলো অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে এবং যথেষ্ট যত্নসহকারে শুধু সিন্ধী ভাষায় অনুবাদই করেনি; বরং তার প্রকাশনা এবং বণ্টনের দায়িত্বও পালন করছে, আল্লাহ তার সুস্থতা এবং জীবনে বরকত দিন। তিনি তাকে আরো একনিষ্ঠ এবং দৃঢ়তার সাথে হাদীস প্রচার এবং প্রসারের তাওফিক দিন, আমীন!
ভাই আযীয খালেদ মাহমুদ কিলানী, হাদীস পাবলিকেশন্স এর ম্যানেজার এবং ভাই আযীয হারুনুর রশীদ কিলানী ডিজাইনার, তারা তাদের নিজ দায়িত্বের

চেয়ে আরো অধিক গুরুত্ব দিয়ে নিষ্ঠার সাথে কাজ করায় আমার আগ্রহ আরো জোরদার হয়েছে, এ দু'ভাইয়ের রাতদিনের পরিশ্রমে গ্রন্থসমূহ যথাযথ নিয়মে প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এ ভাতৃদ্বয়কে দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন। তাদের ধন-সম্পদ এবং পরিবার পরিজনে বরকত দান করুন। আমীন!

সৌদী আরবে তাফহিমুসসুন্নাহর প্রকাশ ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী হাফেজ আবেদ এলাহী সাহেব (মুদীর, মাক্তাবা বাইতুসসালাম) অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। দোয়া করছি যে, আল্লাহ তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন!

আমি আমার ঐ সমস্ত বন্ধুদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা তাফহিমুসসুন্নাহর প্রকাশনার জন্য গত বিশ বছর ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তার সাথে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, বিশেষ করে প্রিয় পাঠকগণেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা এ হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার পর আমার জন্য কল্যাণের দোয়া করছে, আল্লাহ তাদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন!

হে বিশ্ব প্রতিপালক! হাদীস প্রচারণার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে তুমি অনুগ্রহ করে কবুল কর, এটাকে তুমি আমার, আমার পিতা-মাতার, অনুবাদকদের, প্রকাশকদের সহযোগিতাকারিদের ও পাঠকদের জন্য সাদকায়ে জারিয়া কর এবং ঐ দিন তোমার রহমত হাসিলের যারিয়া কর যেদিন তোমার রহমত ব্যতীত মাগফিরাতের আর কোনো রাস্তা থাকবে না।

মোহাম্মাদ ইকবাল কিলানী
রিয়াদ, সৌদী আরব

১৬ রবিউসসানী ১৪২৭ হি :
মোতাবেক ১৪ মে ২০০৬ ইং

ভূমিকা

কুরআন সংরক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কুরআন মাজীদ অবতীর্ণের সূত্রপাত হয়েছিল লাইলাতুল কদর,
২১ রমযান, ১০ আগস্ট ৬১০ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার।[১৫]

ঐ সময়ে রাসূল ﷺ-এর বয়স ছিল চন্দ্র বছর হিসেবে ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন। আর সৌর বছর হিসেবে ৩৯ বছর তিন মাস ২২ দিন।[১৬]

অহী অবতীর্ণের প্রারম্ভে রাসূল ﷺ এ ভয়ে থাকতেন যে, না জানি তিনি অহীর কথাগুলো ভুলে যান। জিবরাইল (আ.)-এর সাথে সাথে অহীর কথাগুলো বার বার পড়াতেন, ফলে আল্লাহ এ নির্দেশ দিলেন যে-

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ.

অর্থ : "তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্য আপনি দ্রুত অহী আবৃত্তি করবেন না।
(সূরা কিয়ামা-আয়াত : ১৬)

সাথে সাথে এ নিশ্চয়তাও দিলেন যে, এ অহী স্মরণ রাখা এবং পড়ানো আমার দায়িত্ব। আল্লাহর বাণী-

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ.

অর্থ : "এর সংরক্ষণ ও পাঠ করা বার আমারই দায়িত্ব। অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি তখন আপনি ঐ পাঠের অনুসরণ করুন। (সূরা কিয়ামা-আয়াত : ১৭,১৮)

আল্লাহর এ বাণী থেকে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, কুরআন মাজীদের এক একটি আয়াত, এক একটি শব্দ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-এর অন্তরে সংরক্ষিত করে দিয়েছিলেন। আরো সতর্কতার জন্য রাসূল ﷺ প্রতি বছর রমযান মাসে কুরআন মাজীদের ততটুকু শুনাতেন যতটুকু অবতীর্ণ হয়েছিল। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন ঐ বছর জিবরাইল (আ.)-কে দু'বার কুরআন শুনিয়েছেন। যেন রাসূল ﷺ-এর অন্তরে কুরআন মাজীদ এমনভাবে সংরক্ষিত ছিল যে, সামান্য ভুল ত্রুটি বা সামান্য হেরফেরের কোনো প্রকার সম্ভাবনা ছিল না।

সাহাবায়ে কিরামের মাঝে শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্বপ্রকার লোকই ছিল, শিক্ষিত লোকদের সংখ্যা তুলনামূলক কম ছিল। তাই রাসূল ﷺ কুরআন সংরক্ষণের

---

[১৫]. পাঠ কর তোমার পালনকর্তার নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে, পাঠ করুন আপনার পালনকর্তা মহান দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

[১৬]. সফিউর রহমান মোবারকপুরী লিখিত আর রাহিকুল মাখতুম পৃঃ ৯৬-৯৭।

জন্য কুরআ'ন মুখস্থ করা এবং লিখিতভাবে রাখা উভয় পদ্ধতিই তিনি অবলম্বন করেছেন।

উভয় পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিচে উল্লেখ করা হলো-

ক. কুরআন মুখস্থ করা

কুরআন মাজীদের অবতীর্ণ যেহেতু শাব্দিকভাবে হয়েছিল তাই জিবরাইল (আ.) শব্দ এবং আয়াতের ধারাবাহিকতার সাথে সাথে রাসূল ﷺ-কে তার বিশুদ্ধ উচ্চারণও শিখাতেন। আর ঐ শাব্দিকভাবেই উম্মত পর্যন্ত পৌছানো জরুরি ছিল। তাই রাসূল ﷺ তাঁর সার্বিক প্রচেষ্টা কুরআন মুখস্থ করার ক্ষেত্রে ব্যয় করেছেন।

মদিনায় হিযরত করার পর তিনি সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেছেন, এরপর মসজিদের এক পাশে সামান্য উঁচু করে "সুফফা" তৈরি করে তাকে মাদরাসায় রূপ দিয়েছেন। যেখানে উস্তাদগণ তাদের ছাত্রদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। ওবাদা ইবনে সামেত رضي الله عنه বলেন- যখন কোনো ব্যক্তি হিযরত করে মদিনায় আসত তখন রাসূল ﷺ তাকে আমাদের আনসারদের মধ্য থেকে কারো নিকট পাঠিয়ে দিতেন, যেন তাকে কুরআন শিখানো হয়। মসজিদে নববীতে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা এবং শিক্ষা দেয়ার আওয়াজ এত বেশি হতো যে, রাসূল ﷺ বললেন, হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের আওয়াজ সংযত রাখ।

কুরআন মুখস্থ করার প্রতি তাড়াহুড়া এবং বেশি গুরুত্ব দেয়ার দ্বিতীয় কারণ এই যে, আরবদের ছিল যথেষ্ট মুখস্থ শক্তি, যারা তাদের বংশধারাতো বটেই এমনকি তারা তাদের ঘোড়ার বংশধারাও পরিষ্কার করে জানত।

কুরআন মুখস্থের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার তৃতীয় কারণ ছিল এই যে, প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য নামাযে কিছু না কিছু তেলাওয়াত করা অপরিহার্য, ফরয নামায ব্যতীত নফল নামায, বিশেষ করে তাহাজ্জুদ নামাযের ফযিলত সাহাবায়ে কিরামের মাঝে কুরআন মুখস্থের আগ্রহকে আরো বৃদ্ধি করেছে। রমযান মোবারকের পূর্ণ মাস কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত, শ্রবণ, মুখস্থ, শিখা, শিখানোর বিশেষ সময়। এতদ্ব্যতীত কুরআন মাজীদের অসংখ্য ফযিলত এবং কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে কুরআন মুখস্থ করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী থাকার জন্য চেষ্টা করত।

৪র্থ হিজরীতে বীরে মাউনার বেদনাদায়ক ঘটনায় ৭০ জন সাহাবীর ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, তারা সবাই ভালো কুরআন তেলাওয়াতকারী ছিল। তারা দিনের বেলায় কাঠ কেটে আহলে সুফফার লোকদের জন্য খাবার সংগ্রহ করত

এবং কুরআন শিখত ও শিখাত আর রাতে আল্লাহর নিকট দোয়া করা ও নামায আদায়ে ব্যস্ত থাকত ।[১৭]

সাহাবায়ে কিরামের এ আগ্রহের ফলাফল এই ছিল যে, রাসূল -এর জীবদ্দশায়ই হাফেজগণের একটি বড় দল গড়ে উঠেছিল, ঐ দলের মধ্যে

১. আবু বকর সিদ্দীক
২. ওমর ফারুক
৩. ওসমান গনী
৪. আলী
৫. তালহা
৬. সা'দ
৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ
৮. হুযাইফা ইবনে ইয়ামান
৯. সালেম
১০. আবু হুরায়রা
১১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার
১২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর
১৩. মুয়াবিয়া
১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর
১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব
১৬. আয়েশা
১৭. হাফসা
১৮. উম্মু সালামা

এ নামগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।[১৮]

রাসূল -এর মৃত্যুর সাথে সাথেই ১১ হিজরীতে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০০ হাফেযে কুরআনের শাহাদাতবরণ একথা স্পষ্ট যে, ঐ সময় পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ হাফেয গড়ে উঠেছিল। মুখস্থ করার মাধ্যমে কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের এ ধারা নবী -এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা চালু থাকবে ইনশাআল্লাহ ।

কুরআন লিখন

কুরআন মুখস্থ করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও কুরআন লিখে রাখার গুরুত্বের কথা রাসূল মোটেও ভুলে যাননি । এ উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) শিক্ষিত সাহাবাগণকে এ দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে, অহি নাযিল হওয়া মাত্রই তারা তা লিখে রাখবে । যায়েদ ইবনে সাবেত তাঁর নির্দিষ্ট অহির লিখক ছিল । এছাড়াও তিনি সরকারি অন্যান্য বিষয়াবলি লিখে রাখার দায়িত্বও প্রাপ্ত ছিল ! স্বয়ং রাসূল তাকে বিদেশী ভাষা শিখার এবং লিখার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন । এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অহি লিখকগণের নাম নিম্নরূপ-

১. আবু বকর সিদ্দীক
২. ওমর ফারুক
৩. ওসমান
৪. আলী
৫. ওবাই ইবনে কা'ব
৬. যুবাইর ইবনে আওয়াম
৭. মোয়াবিয়া বিন সুফিয়ান
৮. মুগীরা ইবনে শো'বা

---

[১৭]. আর রাহিকুল মাখতুম পৃঃ ৪৬০ ।

[১৮]. মোকাদ্দামা মায়ারেফুল কুরআন ।পৃঃ ৮১ ।

৯. খালেদ ইবনে ওলীদ (রা)[১৯] ১০. আবান ইবনে সাঈদ (রা)।
১১. আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রা)

যায়েরদ ইবনে সাবেত (রা) জাহেলিয়াতের যুগেও লিখক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। রাসূল (সা) তাকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, সে যেন সাহাবা কেরামগণকে লিখা শিখায়, বলা হয়ে থাকে যে, নবী (সা)-এর যুগে অহি লিখকগণের সংখ্যা ৪০ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল।[২০]

রাসূল (সা)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, যখনই কুরআন কারীমের কোনো আয়াত অবতীর্ণ হতো তখন তিনি অহি লেখকদেরকে পরিপূর্ণভাবে নির্দেশ দিতেন যে, এ আয়াতটি ওমুক ওমুক সূরায় ওমুক ওমুক আয়াতের পরে লিখ, তখন ওহী লেখকগণ পাথর, চামড়া, খেজুরের ডাল, গাছের পাতা, হাড্ডি বা কোনো কিছুর ওপর লিখে রাখত। এভাবে নবী (সা)-এর যুগে কুরআন কারীমের এমন একটি কপি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল যা রাসূল (সা) নিজের তত্ত্বাবধানে লিখিয়েছেন। এছাড়াও অনেক সাহাবী এমন ছিলেন যে, তারা নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহে কোনো কোনো সূরা বা আয়াত নিজের নিকট লিখে রাখত। যেমন ওমর (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর বোন এবং ভগ্নিপতি একটি পুস্তিকায় সূরা ত্বা-হা এর কিছু আয়াত লিখে রেখেছিল। তাই বলা হয়ে থাকে যে, রাসূল (সা)-এর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অগোছালোভাবে ১৭টির অধিক মাসহাফের (কুরআনের কপি) সন্ধান পাওয়া যায়।[২১]

লিখনীর মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণের ধারা আজও মুখস্থের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি পরিমাণে শুধু জারি নেই; বরং তা দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোটামুটি শতাধিক ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। শুধু মদিনায় প্রতিষ্ঠিত "বাদশাহ ফাহাদ আল কুরআন একাডেমী" থেকে প্রতি বছর ২ কোটি ৮০ লক্ষ কুরআন মাজীদের কপি ছেপে বিশ্বব্যাপী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। (তাঁকে আল্লাহ ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন।)।

উল্লেখ্য : প্রেস আবিষ্কারের পরে সর্বপ্রথম ১১১৩ হিজরী জার্মানীর হামবুর্গ প্রেসে কুরআন মাজীদ ছাপানো হয়, যার একটি কপি আজও দারুল কুতুব মিশরিয়াতে বিদ্যমান আছে।[২২]

---

[১৯]. ফাতহুল বারী, খঃ ৯ পৃঃ ১৮।
[২০]. ডঃ সুবহী সালেহ লিখিত উলুমুল কুরআন, বাইরুত।
[২১]. মাওলানা আবদুর রহমান কিলানী লিখিত আয়েনা পরোয়েযিয়াত, খঃ৫, পৃঃ ৭১৮।
[২২]. ডঃ সুবহী সালেহ লিখিত উলুমুল কুরআন।

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর যুগে কুরআন মাজীদ একত্রিতকরণ

ইয়ামামার যুদ্ধে যখন হাফেযের একটি বড় দল শহিদ হয়ে গেল তখন সর্বপ্রথম ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কুরআন মাজীদ লিখিতভাবে একত্রিত করার অনুভূতি প্রকাশ করেন। তাই তিনি আমীরুল মুমেনীন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর নিকট এসে বললেন, ইয়ামামার যুদ্ধে হাফেযদের একটি বড় দল শহিদ হয়ে গেছে, যদি যুদ্ধে এভাবে হাফেযগণ শহিদ হতে থাকে তাহলে আশঙ্কা রয়েছে যে, কুরআন মাজীদের একটি বড় অংশ বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই আপনি কুরআন মাজীদ একত্রিত করার প্রতি গুরুত্ব দিন।

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, যে কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় করেনি সে কাজ আমি কী করে করতে পারি? ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উত্তরে বললেন, আল্লাহর কসম এটা খুবই ভালো কাজ! এরপর আল্লাহ তায়ালা এ কাজের জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর অন্তর খুলে দিলেন। তখন তিনি যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-কে ডেকে বললেন, তুমি যুবক এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তোমার ব্যাপারে কারো কোনো খারাপ ধারণা নেই। তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অহীর লিখক ছিলে, তাই তুমি কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ খুঁজে তা একত্রিত কর। যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলল, যদি তারা (আবু বকর এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) আমাদের কোনো পাহাড় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করতে বলত তাহলে তা আমার জন্য এতটা দুষ্কর হতো না যতটা দুষ্কর কুরআন মাজীদ একত্রিত করণ। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-কে এ কাজের জন্য বার বার বলতে থাকলেন। এমনকি এক সময়ে আল্লাহ যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর অন্তরকে এ কাজের জন্য খুলে দিলেন, ফলে তিনি এ কাজ করতে শুরু করলেন।[২৩]

যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কত কষ্ট স্বীকার করে একাজ আঞ্জাম দিয়েছেন তা একথা থেকে অনুমান করা যাবে যে, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো আয়াত নিয়ে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর নিকট আসত তখন তিনি নিম্ন উল্লিখিত চারটি পদ্ধতিতে তা যাচাই বাছাই করতেন।

১. যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজে হাফেয ছিলেন, তাই প্রথমে নিজের মুখস্থের আলোকে তা যাচাই করতেন।

---

[২৩]. বোখারী কিতাব ফাযায়েল কুরআন, বাব জামউল কুরআন।

২. ওমর ফারুক ও যায়েদ ইবনে সাবেত -এর সাথে কুরআন একত্রিত করার কাজে জড়িত ছিলেন। তিনিও কুরআনের হাফেয ছিলেন তাই তিনিও নিজের মুখস্থের আলোকে তা যাচাই করতেন।

৩. যায়েদ ইবনে সাবেত ততক্ষণ একটি আয়াতকে গ্রহণ করতেন না যতক্ষণ না দু'জন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি এ সাক্ষ্য না দিত যে, হ্যাঁ এ আয়াতটি সত্যিই রাসূল -এর সামনে লিখা হয়েছে।

৪. পরিশেষে পেশকৃত আয়াতটিকে অন্যান্য সাহাবাগণের লিখিত আয়াতের সাথে মেলানো হতো। যে আয়াতটি এ চারটি শর্ত অনুযায়ী সঠিক হতো তা গ্রহণ করা হতো। এত গুরুত্বের সাথে যায়েদ কুরআন একত্রিকরণের এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আঞ্জাম দিয়েছেন।

যায়েদ ইবনে সাবেত কর্তৃক একত্রকৃত এ কপিটিকে "উম্ম" বলা হতো। এ "উম্ম" এর ৩টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল-

ক. সমস্ত সূরাসমূহের আয়াতগুলোকে রাসূল -এর নির্দেশিত বিন্যাস অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে।

খ. ঐ কপিতে ক্বিরাতের (তেলাওয়াত পদ্ধতির) ৭টি পদ্ধতিই বিদ্যমান ছিল। যাতে করে যে ব্যক্তি যে পদ্ধতিতে সুবিধামত কুরআন তেলওয়াত করতে পারবে সে ঐভাবে তা করবে।

গ. সূরাসমূহ ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়নি; বরং প্রত্যেকটি সূরা পৃথক পৃথকভাবে সহিফার (পুস্তিকার) আকৃতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছিল।

আবু বকর সিদ্দীক -এর শাসনামলে ঐ কপিটি আবু বকর সিদ্দীক -এর নিকট সংরক্ষিত ছিল, আবু বকর সিদ্দীক এর মৃত্যুর পর ওমর ফারুক -এর যুগে এ কপিটি ওমর ফারুক -এর নিকট ছিল, ওমর ফারুক -এর শাহাদাত বরণের পর এ কপিটি উম্মুল মুমেনীন হাফসা বিনতে ওমর নিকট সংরক্ষিত ছিল।

কুরআন মাজীদের ৭টি ভিন্ন ভিন্ন ক্বিরাত (তেলাওয়াত পদ্ধতি)

মূলত কুরআন মাজীদ কুরাইশদের তেলাওয়াত পদ্ধতি (তাদের ভাষায়) অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন বংশের বিভিন্ন রকমের স্থানীয় ভাষা এবং উচ্চারণ পদ্ধতির কারণে উম্মতে মুহাম্মদীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ৭টি স্থানীয় ভাষায় কুরআন তেলাওয়াতের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। জিবরাইল (আ.) রাসূল ﷺ কে এ নির্দেশ পৌছলেন যে, আপনি আপনার উম্মতকে একটি স্থানীয় ভাষায় কুরআন শিক্ষা দিন। তিনি বললেন, আমি এ থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার উম্মত এ ক্ষমতা রাখে না। জিবরাইল (আ.) দ্বিতীয় বার আসলেন এবং বলল, আল্লাহ তাআলা আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার উম্মতদেরকে স্থানীয় দু'টি ভাষায় কুরআন শিক্ষা দিন। তিনি বললেন, আমি এ থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার উম্মত এ ক্ষমতা রাখে না। জিবরাইল (আ.) তৃতীয় বার আসলেন এবং বলল- আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার উম্মতদেরকে স্থানীয় ৩টি ভাষায় কুরআ'ন শিক্ষা দিন। তিনি বললেন, আমি এ থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার উম্মত এ ক্ষমতা রাখে না। জিবরাইল (আ.) ৪র্থ বার আসলেন এবং বলল, আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার উম্মতদেরকে স্থানীয় ৭টি ভাষায় কুরআন শিক্ষা দিন। এ সাতটি স্থানীয় ভাষার মধ্যে মানুষ যে ভাষায় কুরআন তেলাওয়াত করবে তা সঠিক হবে।[২৪]

উল্লেখ্য : ৭টি ভাষার উদ্দেশ্য হলো কোথাও উচ্চারণের পার্থক্য, যে এক ক্বিরাতে (পদ্ধতিতে) পড়া হয় মূসা অন্য কেরাতে মূসায়্, আবার কোথাও যের, যবর ও পেশের পার্থক্য। যেমন- এক ক্বিরাতে যুল আরশিল মাজীদু (দালের ওপর পেশ দিয়ে) আবার অন্য কেরাতে যুল আরশিল মাজীদি (দালের নিচে যের দিয়ে) আবার কোথাও এ পার্থক্য হয় এক বচন, দ্বিবচন এবং বহুবচনে, বা পুং লিঙ্গ এবং স্ত্রী লিঙ্গের পার্থক্য। যেমন এক ক্বিরাতে তাম্মাতু কালিমাতু রাব্বিক আবার অন্য ক্বিরাতে তাম্মাত কালিমাত রাব্বুক। আবার কোথাও এ পার্থক্য হয়ে থাকে ক্রিয়ার মধ্যে, যেমন এক ক্বিরাতে ওমান তাত্তাওয়া খাইরান, আবার অন্য ক্বিরাতে মান ইয়ত্ত্বাওয়া পার্থক্য হয় না। এটা এ ধরনের পার্থক্য যেমন মিশরের অধিবাসীরা আরবী 'জ্বিম' অক্ষরটিকে বাংলা 'গ'-এর ন্যায়

---

[২৪] . মুসলিম, কিতাব ফাযায়েল কুরআন, বাব বয়ান আন্নাল কুরআন নাযালা আলা সাবআতা আহরুফ।

উচ্চারণ করে। যেমন 'জানাযা' শব্দটিকে তারা 'গানাযা' উচ্চারণ করে থাকে। ইরানের অধিবাসীরা আরবী 'কাফ' অক্ষরটিকে বাংলা 'চ' এর ন্যায় উচ্চারণ করে থাকে, যেমন "আল্লাহু আকবর" কে তারা "আল্লাহু আচ্চার" উচ্চারণ করে। ভারতের হায়দারাবাদ এলাকার লোকেরা আরবী 'ক্বাফ' অক্ষরটিকে বাংলা 'খ' এর ন্যায় উচ্চারণ করে, যেমন "সন্দুক" কে তারা "সন্দুখ" উচ্চারণ করে থাকে। কিন্তু এ ভিন্নতার কারণে কোথাও অর্থের মধ্যে কোনো পরিবর্তন করে না। ঠিক এমনিভাবে কুরআন মাজীদের ভিন্ন ভিন্ন সাত ক্বিরাতের বিষয়টিও অনুরূপই।

ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কুরআন মাজীদকে এক ক্বিরাতে (তেলাওয়াত পদ্ধতিতে) একত্রিতকরণ এবং সূরাসমূহের বিন্যাস

ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর শাসনামলে (২৫-৩৫হি:) জিহাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে গমনকারী সাহাবাগণ বিজিত অঞ্চলসমূহে নিজ নিজ শিক্ষা অনুযায়ী কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করত। যতদিন পর্যন্ত মানুষ ৭ ক্বিরাত (তেলাওয়াত পদ্ধতি) সম্পর্কে অবগত ছিল ততদিন কোনো প্রকার প্রশ্ন দেখা দেয়নি, কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে ইসলাম দূর দূরান্তের অঞ্চলসমূহে পৌঁছার পর ক্বিরাত (তেলাওয়াত পদ্ধতি) সম্পর্কে মানুষের ধারণা কমতে লাগল। ফলে ভিন্নজন ভিন্ন পদ্ধতিতে তেলাওয়াত করার কারণে মানুষের মাঝে একজন আরেকজনের তেলাওয়াতকে ভুল হিসেবে আখ্যায়িত করতে লাগল। হুযাইফা ইবনে ইয়ামেন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরমেনিয়া এবং আজারবাইজানের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আমীরুল মুমেনীন! এ উম্মত আল্লাহর কিতাব নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হওয়ার আগে তার একটা সুরাহা করুন। ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলল, যুদ্ধ চলাকালে দেখলাম সিরিয়ার লোকেরা উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর তেলাওয়াত পদ্ধতিতে কুরআন তেলাওয়াত করছে, যা ইরাকবাসী কোনো দিন শোনে নাই। আর ইরাকবাসী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর তেলাওয়াত পদ্ধতিতে কুরআন তেলাওয়াত করছে যা সিরিয়াবাসী শোনে নাই। ফলে একে অপরকে কাফের ফতোয়া দিচ্ছে। ইতোপূর্বে ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকট এ ধরনের অভিযোগ এসেছিল। তাই তিনি সম্মানিত সাহাবাগণকে একত্রিত করে বিষয়টি নিয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, এ বিষয়ে আপনাদের কি পরামর্শ? সাহাবাগণ ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জিজ্ঞেস করল, আপনি এ ব্যাপারে কী চিন্তা করেন? ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার পরামর্শ হলো সমস্ত মুসলমানকে এক ক্বিরাত (তেলওয়াত পদ্ধতির) ওপর একমত করে দিই, যাতে কোনো মতভেদ না থাকে। সাহাবাগণ ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এ পরামর্শকে পছন্দ করল এবং এটাকে তারা সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করল। এ সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ওপর কাজ করার জন্য ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চারজন সাহাবার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন। এ কমিটির মধ্যে ছিল যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, সা'ঈদ ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, আবদুর রহমান ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। এ কমিটিকে সহযোগিতা করার জন্য পরে আরো অন্যান্য সাহাবীগণ তাদের সাথে শামিল হয়েছিলেন। এ কমিটিকে এ দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল যে, তারা আবু

বকর এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এদের একত্রিকৃত কপি থেকে এমন একটি কপি প্রস্তুত করবে যা শুধু একটি ক্বিরাত (তেলাওয়াত পদ্ধতিতে) হবে। আর তা কুরাইশের শব্দ বা আয়াতের অনুযায়ী লিখতে হবে। কেননা, কুরআন কারীম তাদের ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। সাহাবাগণের এ কমিটি "উম্ম" কে সামনে রেখে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপ–

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে সাহাবাগণের নিকট যতগুলো সহীফা ছিল তা আবার তলব করা হলো এবং এগুলোকে নতুন করে "উম্ম" এর সাথে মেলানো হলো, ততক্ষণ পর্যন্ত একটি আয়াত নতুন মাসহাফে (কুরআনে) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি যতক্ষণ না সাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন সহিফার সাথে মেলানো হয়েছে।

২. আয়াতসমূহকে যের, যবর ও পেশহীনভাবে এমনভাবে লিখা হল যেন সমস্ত ক্বিরাত (তেলওয়াত পদ্ধতি) এক হয়ে যায়। যেমন :

অর্থ : কিয়ামতের দিনের মালিক।

অর্থ : কিয়ামতের দিনের বাদশাহ।

এ দু'টি পদ্ধতিকে নতুন মাসহাফে (কুরআনে) এভাবে লিখা হলো- এতে উভয় কিরাত (তেলওয়াত পদ্ধতি) লিখার মধ্যে এসে গেছে। কিন্তু এর অর্থের মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি।

৩. "উম্ম" এর মধ্যে সমস্ত সূরাসমূহ পৃথক পৃথক সহিফায় (পুস্তকে) অগোছালোভাবে বিদ্যমান ছিল, এ কমিটি চিন্তাভাবনা করে সমস্ত সূরাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে একত্রিত করে দিল।

৪. ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সকলের ঐকমত্যে প্রস্তুতকৃত কুরআনের এ কপি বিভিন্ন স্থানে পাঠালেন, তার মধ্যে একটি কপি মক্কায়, একটি সিরিয়ায়, একটি ইয়ামেন, একটি বসরায়, একটি কূফায় পাঠালেন আর একটি কপি মদিনায় সংরক্ষণ করলেন।

৫. কুরআন মাজীদের এ কপি বিভিন্ন ইসলামী কেন্দ্রগুলোতে পাঠানোর সাথে সাথে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন বিশেষজ্ঞ এবং ক্বারীও ঐ সমস্ত ইসলামী কেন্দ্রগুলোতে পাঠিয়েছেন। যারা লোকদেরকে সকলের ঐকমত্যে প্রস্তুতকৃত কুরআনের তেলাওয়াতের পদ্ধতি মোতাবেক যথাযথভাবে লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দিত। তাদের মধ্যে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মদিনায়, আর আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মক্কায়।

এ সমস্ত কর্মগুলো শেষ করার পর ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবাগণের নিকট বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন তেলাওয়াত পদ্ধতি সম্বলিত কপিগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন। আর "উম্ম" হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট ফেরত দিলেন, যা হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যুর পর মারওয়ান আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল।

এ সাত ক্বিরাতকে (তেলাওয়াত পদ্ধতিকে) একটি পদ্ধতি একটি মাসহাফে (কুরআনে) সমবেত করার মধ্যে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন মাজীদের ঐ বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিলেন যার ফলে আজ বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা ঐ পদ্ধতিতেই কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছে। যে তেলাওয়াত পদ্ধতিতে এ কুরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। সাহাবাদের এ কষ্টের পর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে কুরআন মাজীদের এক একটি অক্ষর, এক একটি শব্দ, এক একটি আয়াত কীভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত করে রেখেছেন তার কিছু উদাহরণ নিচে পেশ করা হলো-

১. কুরআন মাজীদে ইবরাহীম শব্দটি ৬৯ বার এসেছে এর মধ্যে সূরা বাকারার সর্বত্র এ শব্দটি "ইয়া" ব্যতীত লিখা হয়েছে।

   আবার অন্যান্য সূরাসমূহে ইবরাহীম শব্দটি "ইয়া" অক্ষরসহ লিখা হয়েছে।

   কুরআন মাজীদ লিখার ক্ষেত্রে এ পার্থক্য কুরআন মাজীদের প্রতিটি কপিতে ১৪ শত বছর থেকে চলে আসছে যা আজ পর্যন্ত কোনো মুসলমান বা অমুসলিম প্রকাশক তা পরিবর্তন করতে পারেনি, না কিয়ামত পর্যন্ত তা করতে পারবে।

২. সামূদ শব্দটি কুরআন মাজীদে দুইভাবে লিখা হয়েছে, যেমন- প্রথম আরবী "দাল" অক্ষরটিতে যবর দিয়ে সূরা হুদ ৬১ নং আয়াত আবার কুরআন মাজীদের চারস্থানে এই শব্দটি আলিফ যোগে এভাবে লিখা হয়েছে। সূরা হুদ ৬৮ নং আয়াত-

১৪ শত বছর থেকে কুরআন মাজীদের চারটি স্থানে সামূদ শব্দটি আলিফ যোগে লিখিত আছে, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে লিখা হয়েছিল, আজও পৃথিবীর সমস্ত মাসহাফে (কুরআনে) এভাবেই লিখিত আছে। কোনো প্রকাশকই সামূদ শব্দে অতিরিক্ত আলিফ অক্ষরটি উঠিয়ে দিতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না।

৩. "কাওয়ারীর" শব্দটিও কুরআনে দু'ভাবে লিখিত হয়েছে-

একস্থানে আরবী "রা" অক্ষরটির ওপর যবর দিয়ে যেমন- সূরা নামলের ৪৪ নং আয়াতে, আবার অন্য এক স্থানে সূরা ইনসানের ১৫ নং আয়াতে "রা" অক্ষরের পরে আলিফ যোগে লিখা হয়েছে।

কিন্তু নবী ﷺ-এর যুগে যেখানে "কাওয়ারিরা" শব্দটি "আলিফ" অক্ষর ব্যতীত লিখা হয়েছিল, আজও প্রতিটি মাসহাফে (কুরআনে) আলিফ ব্যতীতই লিখা হচ্ছে, আর যেখানে নবী ﷺ-এর যুগে "আলিফ" যোগে লিখা হয়েছিল ওখানে আজও "আলিফ" অক্ষর যোগেই লিখা হচ্ছে।

অবশ্য তেলাওয়াতকারিদের সুবিধার্থে "আলিফ" অক্ষরের ওপর একটি গোল (০) চিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে। আর শিক্ষকগণ তাদের ছাত্রদেরকে শিখিয়ে দেন যে, এ "আলিফ" টি অতিরিক্ত যা পড়ার সময় উচ্চারণ হবে না।

৪. কুরআন মাজীদে শব্দটি ওপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ২০০-এর অধিক স্থানে লিখিত হয়েছে শুধু একস্থানে এ শব্দটির সাথে "আলিফ" অক্ষর যোগে সূরা ক্বাহাফের ২৩ নং আয়াতে এভাবে লিখিত হয়েছে-

যা আরবী লিখন পদ্ধতি অনুযায়ী সঠিক নয়, কিন্তু সমস্ত মাসহাফে (কুরআনে) আজও এভাবেই বিদ্যমান আছে, যেমন নবী ﷺ-এর যুগে লিখা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত কোনো প্রকাশক তা সংশোধন করার মত সাহস দেখাতে পারেনি।

৫. সূরা নামলের ২১ নং আয়াতে

শব্দটি এভাবে লিখা হয়েছে যার অর্থ হয়- কিংবা আমি তাকে হত্যা করব। এ শব্দটিতে "জালের" পূর্বে "আলিফ" অক্ষরটি অতিরিক্ত যা শুধু লিখার নিয়ম অনুযায়ীই অশুদ্ধ নয়; বরং অনুবাদ করার ক্ষেত্রেও মারাত্মক ভুলের কারণ হতে পারে। যদি ঐ "আলিফ" অক্ষরটি তেলাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে তার অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে আর তা হবে এই যে, কিংবা আমি তাকে হত্যা করব না।

আশ্চর্য বিষয় হলো, যখন কুরআন মাজীদে যের, যবর, পেশ ছিল না, নুক্তা (ফোটা) ছিল না তখন আয়াতের এ অংশটি অতিরিক্ত (আলিফ) সহ অপরিবর্তিত অর্থ নিয়ে ইসলামের শত্রুদের হাতে কীভাবে নিরাপদ ছিল? অথচ সর্বকালেই কাফেররা কুরআন মাজীদে পরিবর্তনের অপচেষ্টা চালিয়েছিল।

৬. এ বাক্যটি কুরআন মাজীদে দুবার এসেছে, ১ম বার সূরা আনকাবুতে ২য় বার সূরা যুমারে। সূরা আনকাবুতে শব্দটি "ইয়া" অক্ষরসহ লিখিত হয়েছে। যেমন :

আয়াত নং-৫৬।

আবার সূরা যুমারে এ বাক্যটি "ইয়া" অক্ষর ব্যতীত এভাবে লিখিত হয়েছে, আয়াত নং-১০।

উভয় পদ্ধতির অর্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। লিখার এ পার্থক্য ১৪ শত বছর থেকে কুরআন মাজীদের প্রতিটি কপিতে এভাবেই বিদ্যমান আছে। "ইয়া" অক্ষরের এ সাধারণ পার্থক্যটি আজ পর্যন্ত কোনো মুসলমান বা অমুসলিম কোনো প্রকাশক পরিবর্তন করতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত বদলাতেও পারবে না।

৭. কুরআন মাজীদে "লাইল" শব্দটি ৭৪টি স্থানে উল্লেখ আছে, নিয়ম অনুযায়ী "লাইল" শব্দটিকে তার পূর্ববর্তী শব্দের সাথে মিলাতে হলে আরেকটি "লাম" অক্ষর যোগ করতে হয়। যেমন-

যেমন কুরআন মাজীদের অন্যান্য শব্দগুলো "লাম" অক্ষর যোগ করা হয়েছে, যেমন- সূরা আম্বীয়া-৫৫। বা সূরা মুরসালাত-৩১।

কিন্তু "লাইল" শব্দটি সমগ্র কুরআনে একটি "লাম" যোগে ব্যবহার হয়েছে। যা লিখার পদ্ধতি অনুযায়ী সঠিক নয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি কুরআন মাজীদে "লাইল" শব্দটিতে আরেকটি "লাম" যোগ করতে পারেনি।

৮. কুরআন মাজীদের সমস্ত সূরাসমূহের শুরুতে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হয়েছে, কিন্তু সূরা তাওবার শুরুতে উল্লেখ নেই, তার কারণ হলো এই যে, রাসূল ﷺ এ সূরা লিখানোর সময় তার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখাননি। তাই ১৪ শত বছর থেকে পৃথিবীর সমস্ত মোসহাফ (কুরআনে) এ বিসমিল্লাহ সূরাটি ব্যতীতই লিখিত হয়ে আসছে। কোনো বন্ধু বা শত্রুর এ সাহস হয়নি যে, তারা সূরা তাওবার শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখবে।

৯. সূরা ক্বাহাফে মূসা (আ.) এবং খিজির এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, তাঁরা উভয়ে একটি এলাকাতে পৌঁছার পর সেখানকার লোকদের নিকট খাবার চাইল, কিন্তু তারা খাবার দিতে অস্বীকার করল, কুরআন মাজীদের ভাষায় অর্থ : "তারা অস্বীকার করল।"

খলীফা ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের সময়ে যখন কুরআন মাজীদে নুক্তা (ফোটা) যোগ করা হলো তখন কেউ কেউ বলল,

এর পরিবর্তে শব্দ লিখার পরামর্শ দিল যার অর্থ হয় : তারা খাবার দিল।

যাতে করে আপ্যায়ন করাতে অস্বীকার করার স্থলে আপ্যায়ন করাল, আর এলাকাবাসীরা তাদের বদনাম থেকে বেঁচে যাবে।

তখন ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেক বলল "কুরআন মাজীদ তো অন্তর থেকে অন্তরে স্থানান্তরিত হয়।" (অর্থাৎ যা হাফেজদের অন্তরে সংরক্ষিত থাকে এবং তারা তাদের ছাত্রদের অন্তরে শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে স্থানান্তরিত করে।) অতএব, কাগজের পরিবর্তনে কোনো কাজ হবে না।[২৫] তাই তা যেমন ছিল তেমনই থাকতে দাও। গত ১৪ শত বছর থেকে কাফেরদের সর্বপ্রকার শত্রুতা এবং কুচক্রান্ত থাকা সত্ত্বেও কোনো কট্টরপন্থি কাফেরও কুরআন মাজীদে কোনো একটি শব্দ বা অক্ষর বা কোনো যের বা যবর এমনকি ফোটার কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি, আর কিয়ামত পর্যন্ত কোনো দিন পারবেও না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ.

অর্থ : "আমি স্বয়ং এ উপদেশগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক"। (সূরা হিজর : আয়াত-৯)

আর এ বাণীর কার্যকারিতা গত ১৪শত বছর থেকে চলে আসছে।

আব্বাসী খলীফা মামুনুর রশীদের শাসনামলে কুরআন সংরক্ষণ সংক্রান্ত ঘটনাবলি নিঃসন্দেহে পাঠকদের মনঃপুত হবে।

মামুনুর রশীদ তার শাসনামলে জ্ঞান চর্চার মূল্যায়ন করত, যেখানে সকলেরই প্রবেশাধিকার ছিল। একটি বৈঠকে একজন ইহুদী উপস্থিত ছিল, তার জ্ঞানগর্ভ এবং সাহিত্যপূর্ণ আলোচনায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে খলীফা মামুন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দিল। কিন্তু ইহুদী তা প্রত্যাখ্যান করল। এক বছর পর ঐ ইহুদী আবার ঐ বৈঠকে উপস্থিত হলো কিন্তু এ সময়ে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে মামুনুর রশীদ তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমার হাতের লিখা সুন্দর, আমি বই লিখে বিক্রি করি। আমি পরীক্ষামূলকভাবে তাওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করেছি। সেখানে বহু স্থানে আমি আমার

---

[২৫] . ডঃ শওকী আবু খলীল লিখিত কাসাসুল কুরআন, অনুবাদ মাক্তাবা দারুস সালাম পৃঃ ৪৭৪।

নিজের পক্ষ থেকে কম বেশি করেছি এবং এ কপি নিয়ে ইহুদীদের গীর্জায় গিয়েছি। ইহুদীরা যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে তা ক্রয় করেছে। এরপর ইঞ্জিলের তিনটি কপি পরিবর্তন করে লিখে তা চার্চে নিয়ে গেলাম এবং খ্রিস্টানদের নিকট তা বিক্রি করলাম। এরপর কুরআন মাজীদের তিনটি কপি নিলাম এবং এখানেও ঐভাবে কম বেশি করে লিখলাম এবং মসজিদে নিয়ে গিয়ে তা মুসলমানদের নিকট বিক্রি করে দিলাম। কিন্তু এ তিনটি কপিই খুব তাড়াতাড়ি আমাকে ফিরিয়ে দেয়া হলো এ বলে যে, এটাতে পরিবর্তন করা হয়েছে, অথচ তাওরাত এবং ইঞ্জিলের সমস্ত কপি বিক্রি হয়েছে এবং কোনো কপিই ফেরত আসেনি। এ ঘটনার পর আমার বিশ্বাস জন্মাল যে, সত্যিই কুরআন মাজীদ আল্লাহ সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাই আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।[২৬]

---

[২৬]. মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি লিখিত মায়ারেফুল কুরআন, খঃ ৫, পৃঃ ২৭০।

ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাসনামলের পর

ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কুরআন মাজীদের যে কপিটি প্রস্তুত করিয়েছিলেন তা ছিল যের, যবর, পেশ এবং নোক্তা (ফোটা) বিহীন। আরবী ভাষীদের জন্য এ ধরনের কুরআন তেলাওয়াত করা ততটা কঠিন ছিল না। কিন্তু অনারবদের জন্য তা যথেষ্ট কষ্টকর ছিল। বলা হয়ে থাকে যে সর্বপ্রথম বসরার গভর্নর যিয়াদ ইবনে আবূ সুফিয়ান একজন আলেম আবুল আসওয়াদ আদদুয়ালীকে এ বিষয়ে একটি সমাধান খোঁজার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি অক্ষরগুলোর ওপর নোক্তা (ফোটা) দেয়ার পরামর্শ দিলেন এবং তা করা হলো। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান (৬৫-৮৬ হি:) তার শাসনামলে ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুরআন তেলাওয়াতকে আরো সহজতর করার জন্য ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার এবং নাসার বিন আসেম লাইসী ও হাসান বাসরী (রাহিমাহুমুল্লাহর) পরামর্শক্রমে যের, যবর, পেশ সংযোগ করেছে। আবার বলা হয়ে থাকে যে, হামযা এবং তাশদীদের আলামতসমূহ খালীল ইবনে আহমদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্থাপন করেছেন। (এ ব্যাপারেই আল্লাহই ভালো জানেন)।

সাহাবা এবং তাবেয়ীনগণের অভ্যাস ছিল যে, তাঁরা সপ্তাহে একবার কুরআন মাজীদ খতম করতেন। এ উদ্দেশ্যে তারা পূর্ণ কুরআন মাজীদকে সাত ভাগে ভাগ করেছেন, যাকে হিযব বা মানজীল বলা হয়। মূলত এই হিযব বা মানজীলের ভাগ সাহাবায়ে কিরামের যুগে হয়েছিল। অবশ্য কুরআন মাজীদকে ত্রিশ পারায় ভাগ করা, প্রত্যেক পারাকে চার ভাগে ভাগ করা অর্থাৎ, চতুর্থাংশ, অর্ধেক, তৃতীয়াংশ, এমনকি রুকুর আলামত, আয়াত নাম্বার, ওয়াকফ (থামার চিহ্ন) যোগ করা ইত্যাদি মাসহাফ উসমানী তথা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর যুগে একত্রিতকৃত কুরআনের পরে করা হয়েছে। যার সংযোজন একমাত্র কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত এবং মুখস্থ করাকে সহজ করার জন্য করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ অবতীর্ণের সময়কালের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই এবং শরীয়তের দৃষ্টিতেও এর কোনো বিশেষ বিধান নেই। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)।

নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ

কুরআন লিখন : নবী ﷺ-এর যুগ থেকেই কুরআন সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গত ১৪শত বছরের মধ্যে কুরআন মাজীদ লিখনের উন্নতির স্তরসমূহের প্রতি একবার দৃষ্টি দিলে তা দেখে মানব বিবেক আশ্চার্য হয় যে, প্রতিটি যুগের মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদকে অত্যন্ত সুন্দর করে লিখার ব্যাপারে কত ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। শতাব্দীর উন্নত স্তরসমূহ অতিক্রম করার পর আজ আমাদের সামনে পূর্ণাঙ্গ যের, যবর, পেশ এবং ওয়াকফ (থামার) চিহ্নসহ অত্যন্ত সুন্দর এবং সহজতর লিখনীর মাধ্যমে এমন একটি মাসহাফ (কুরআন) আমাদের মাঝে বিদ্যমান যা বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত সহজভাবে শেখা এবং শেখানো হয়। মূলত এ সমস্ত কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ হিকমত এবং সর্বময় ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের ওয়াদা করে রেখেছেন। নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এ বাস্তবতা প্রকাশ করা আমার (লিখকের) জন্য আনন্দের বিষয় যে, কীলানী বংশকেও আল্লাহ তাআলা কুরআন লিখার সৌভাগ্য দান করেছেন, যার শুরু সম্মানিত পিতা হাফেজ মুহাম্মদ ইদরীস কীলানীর (রাহিমাহুল্লাহর) পূর্ব পুরুষ মৌলবী মুহাম্মদ বখস (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃত ১৮৬১ ইং)[২৭]

মৌলবী মুহাম্মদ বখশ (রাহিমাহুল্লাহ) ছেলে মৌলবী ইমামুদ্দীন কীলানী (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃত ১৯১৯ ইং)

তার নাতী মৌলবী নূর এলাহী কীলানী (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃত ১৯৪৩ ইং)

এরপর তার পৌত্র হাফেজ মুহাম্মদ ইদরীস কীলানী (রহ) (মৃত ১৯৯২ ইং)

ব্যতীত কীলানী বংশের আরো কিছু সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকেও আল্লাহ তাআলা এ সৌভাগ্য দান করেছেন যাদের নাম এবং তাদের লিখিত কুরআন মাজীদের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ-

---

[২৭]. মাওলানা আবদুর রহমান কীলানী (রহ.) রিখা অনুযায়ী কীলানী বংশে সুন্দর হস্ত লিপির ধারা আমাদের (লিখকের) পূর্বপুরুষ হাজী মুহাম্মদ আরেফ থেকে শুরু হয়েছে, যে আওরঙ্গজেব আলমগীর (১৬৫৫-১৭০৫ইং) সময়ে আমাদের পিতৃ পুরুষদের বাসস্থান কীলানোয়ালা (জিলা গুজরা নোয়ালায়) বিচারপতি হিসেবে ছিলেন। তার ছেলে আমানুল্লাহ তার ছেলে হেদায়তুল্লাহরে পর তার ছেলে ফাইহল্লাহরও হাতের লিখা সুন্দর ছিল, তবে কুরআন মাজীদ লিখার ধারা ফাইজুল্লাহর ছেলে মৌলবী মুহাম্মদ বখশ কীলানী (রহ.) থেকে শুরু হয়েছে।

১. মৌলবী মুহাম্মদ বখশ কীলানী (রাহিমাহুল্লাহ) তিনি বেশ কিছু কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন।

২. মৌলবী মুহাম্মদ দীন কীলানী (রাহিমাহুল্লাহ) তাফসীর ওহীদী (নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান হায়দারাবাদী (রাহিমাহুল্লাহ) ছাড়াও তিনি আরো কিছু কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৮]

৩. মৌলবী নূর এলাহী কীলানী (রাহিমাহুল্লাহ) তিনি সাধারণ কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন যার সংখ্যা ১৫টি।[২৯]

৪. মুহাম্মদ সুলাইমান কীলানী (রাহিমাহুল্লাহু) তাফসীর আবুল হাসানাত এর ২৬তম পারা পর্যন্ত লিখেছেন, বাকি চার পারা অসুস্থতার কারণে লিখতে পারেননি।

৫. হাফেজ ইদরীস কীলানী (রাহিমাহুল্লাহ) তাফসীর সানায়ী (মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং তাফসীর আহসানুত তাফসীর (সায়্যেদ আহমদ হাসান দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখিত) লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩০]

৬. আবদুর রহমান কালীনী (রাহিমাহুল্লাহ) আশরাফুল হাওয়াসী (মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল লিখিত) লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া ফিরোজ সানায এবং তাজ কোম্পানীর বেশ কিছু সাধারণ কুরআন তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩১]

৭. আবদুল গাফুর কীলানী মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী লিখিত তাদাব্বুর কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও পারা পারা অনুবাদকৃত কুরআনও লিপিবদ্ধ করেছেন।

৮. আবদুল গাফফার কীলানী (রাহিমাহুল্লাহ) তাফহিমুল কুরআনের ১ম খণ্ড এবং বিভিন্ন সাধারণ কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন।

---

[২৮]. মৌলবী ইমামুদ্দীন (রহ.) এবং মৌলবী মুহাম্মদ দ্বীন এ উভয়ে আপন ভাই ছিল, তারা উভয়ে মিলে তাফসীর ওয়াহেদী লিপিবদ্ধ করেছেন।

[২৯]. মৌলবী নূর এলাহী কীলানী (রহ.) লিখনীর কিছু নমূনা লাহোর জাদুঘরের ১৯৯ এবং ২০০ নাম্বারে সংরক্ষিত আছে।

[৩০]. লিখকের সম্মানিত পিতা হাফেজ মুহাম্মদ ইদরীস কীলানী (রহ.) কুরআন মজীদ ব্যতীত প্রসিদ্ধ ৬টি হাদীস গ্রন্থ (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাযাহ) ও লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও মেশকাত এবং বুলুগুল মারামও লিপিবদ্ধ করেছেন।

[৩১]. মদিনাস্থ বাদশাহ ফাহাদ আল কুরআন একাডেমী থেকে প্রকাশিত ভারত ও পাকিস্তানের জন্য প্রকাশিত কুরআন মজীদও মাওলানা আবদুর রহমান কীলানী (রহ.) (মৃত ১৯৯৫ ইং) লিখিত।

৯. মুহাম্মদ ইউসুফ কীলানী (রাহিমহুল্লাহ) মাওলানা সায়্যেদ আবুল আলা মওদুদী লিখিত তাফহিমুল কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও বেশ কিছু সাধারণ কুরআন মাজীদও লিপিবদ্ধ করেছেন।

১০. খুরসীদ আহমদ কীলানী (রাহিমাহুল্লাহ) পারা পারা অনুবাদকৃত কুরআনও লিপিবদ্ধ করেছেন।

১১. রিয়ায আহমদ কীলানী ময়ীনউদ্দীন সাফেয়ী লিখিত আরবী তাফসীর জামেউল বায়ান লিপিবদ্ধ করেছেন।

১২. মুহাম্মদ ইয়াকুব কীলানী তাফসীর মাযহারী ব্যতীত বেশ কিছু সাধারণ কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৩. এনায়েতুল্লাহ কীলানী সাধারণ কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৪. আবদুর রউফ কীলানী সাধারণ কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৫. খালীলুর রহমান কীলানী সাধারণ কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৬. মুহাম্মদ সাঈদ কীলানী সাধারণ কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৭. আবদুল ওয়াহীদ কীলানী সাধারণ কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৮. আবদুল ওয়াকীল কীলানী সাধারণ কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৯. আবদুল মুয়েদ কীলানী সাধারণ কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন।

২০. আবদুল মুগীস কীলানী সাধারণ কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন।

কুরআন লিখন কোনো অতিরঞ্জন ছাড়াই বলা যায় যে, একটি বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার, কীলানী বংশে এর কল্যাণকর ধারা আলহামদুলিল্লাহ আজও আছে, কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো কম্পিউটারের যুগে কীলানী বংশসহ সমস্ত কুরআন লিখকদেরকে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছে, যদিও কিছু কিছু পুরাতন প্রকাশক সৌন্দর্যের জন্য আজও হাতের লিখনীকে কম্পিউটারের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। মূলকথা কুরআন মাজীদের প্রকাশনা এবং প্রচারণা আলহামদুলিল্লাহ দিন দিন বেড়ে চলছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা চালু থাকবে। অতএব, আল্লাহর জন্য অসংখ্য প্রশংসা।

কুরআন মাজীদের চ্যালেঞ্জ কি?

কুরআন মাজীদ সম্পর্কে কাফেরদের দাবি ছিল এই যে, এটা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব নয়; বরং মুহাম্মদের নিজস্ব আবিষ্কার। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে এর উত্তর এ দিয়েছেন যে, যদি কুরআন মাজীদ মুহাম্মদ ﷺ-এর নিজস্ব আবিষ্কার হয় তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা বা একটি কথা তোমরাও আবিষ্কার করে দেখাও। আল্লাহর বাণী-

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অর্থ : "তবে কি তারা বলে যে, এটা সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও : তাহলে তোমরাও এর অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর, আর যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে (তোমাদের সাহায্যার্থে) আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকতে পার তাদেরকে ডেকে আন।" (সূরা হূদ-আয়াত : ১৩)

দশটি সূরার পর আল্লাহ একটি সূরারও চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী-

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অর্থ : "এবং আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, যদি তোমরা তাতে সন্দিহান হও, তবে তার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও"।

(সূরা বাক্বারা-আয়াত : ২৩)

একটি সূরার পর আল্লাহ একটি আয়াতের চ্যালেঞ্জও দিয়েছেন, যে একটি সূরা তো অনেক দূরের কথা তোমরা এর অনুরূপ একটি আয়াতও তৈরি করতে পারবে না। আল্লাহর বাণী-

اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ. فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ.

অর্থ : "তারা কি বলে : এ কুরআন তাঁর নিজের রচনা? বরং তারা অবিশ্বাসী। তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে এর অনুরূপ কোনো রচনা উপস্থিত করুক না।" (সূরা তূর-আয়াত : ৩৩,৩৪)

সূরা বনী ইসরাইলে আল্লাহ এত কঠোর চ্যালেঞ্জ করেছেন যা অন্য কোথাও করেননি। আল্লাহর বাণী–

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا.

অর্থ : "হে মুহাম্মদ! তুমি বলে দাও, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না।"

(সূরা বনী ইসরাইল-আয়াত : ৮৮)

এখন প্রশ্ন হলো, গত ১৪শত বছর থেকে আরব এবং অনারবে বিদ্যমান কুরআন মাজীদের ঘোর দুশমনদের কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি।

বাস্তবতা হলো, কিছু উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় লিখিত হয়েছে যে, কিছু কিছু ইসলামের শত্রু কুরআনের সাথে মিল রেখে সূরা তৈরির চেষ্টা করেছে। যেমন-

১. মুসাইলামাতুল কাজ্জাব রাসূল ﷺ-এর যুগেই নবুয়তের দাবি করেছিল এবং বলেছিল যে, আমার ওপর অহী অবতীর্ণ হয়েছে। প্রমাণ হিসেবে নিম্নের সূরাটি পেশ করেছিল।

অর্থ : হে ঘেনর ঘেনরকারী ব্যাঙ তুমি যতই ঘেনর ঘেনর কর, তুমি কাউকে পানি পান করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না, আর না পানিকে নোংরা করতে পারবে।

২. মুসাইলামা কাজ্জাবের দাবীকৃত আরেকটি সূরা নিম্নরূপ :

অর্থ : হাতী, হাতী কী? তুমি জান হাতী কী? তার চোখ ছোট আর পেট বড়।

৩. শিয়াদের একটি দলের দাবি নিম্নোক্ত সূরা "বেলায়েত" কুরআন মাজীদের অন্তর্ভুক্ত-

অর্থ : বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, হে লোকেরা যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তোমরা ঈমান আন নবী এবং তাঁর ওলী (বন্ধুর) প্রতি, যাকে আমি প্রেরণ করেছি, তারা উভয়ে তোমাদের সঠিক পথের প্রতি আহ্বান করে। নবী এবং ওলী (নবীর বন্ধু) একে অপরের পরিপূরক। আর আমি সবকিছু জানি এবং সবকিছু সম্পর্কে অবগত। নিশ্চয় যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে ভরপুর জান্নাত, আর যারা তার সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন

করে আমার আয়াতসমূহকে যখন তা তাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয়, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামে বেদনাদায়ক স্থান। যখন কিয়ামতের দিন তাদেরকে ডাকা হবে এই বলে যে, কোথায় জালেম এবং রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, তিনি রাসূলদেরকে সত্যসহকারে সৃষ্টি করেছেন, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে বিজয়দান করবেন। আর স্বীয় রবের তাসবীহ পাঠ কর তাঁর প্রশংসাসহ, আর আলী সাক্ষীদাতাদের অন্তর্ভুক্ত।[৩২]

৪. ১৯৯৯ ইং ফিলিস্তিনের একজন ইহুদী ড : আনীস সুরস নিম্নোক্ত চারটি সূরা তৈরি করেছিল।

১. সূরা আল মুসলিমুন, (১১ আয়াত বিশিষ্ট)

২. সূরা আত তাজাসদ (১৫ আয়াত বিশিষ্ট)

৩. সূরা আল ঈমান (১০ আয়াত বিশিষ্ট)

৪. সূরাতুল ওসায়া (১৬ আয়াত বিশিষ্ট) এবং সে এ দাবি করেছিল যে, আমি কুরআন মাজীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এ সূরাগুলো তৈরি করেছি।[৩৩] এর মধ্যে সূরা মুসলিমুনের কিছু আয়াত নিচে উল্লেখ করা হলো-

অর্থ : "আলিফ, লাম, সোয়াদ, মীম, বল, হে মুসলমান! নিশ্চয় তোমরা পথভ্রষ্টতার মাঝে পতিত আছ, নিশ্চয় যারা আল্লাহ এবং তাঁর মাসীহ (ঈসা আ) কে অস্বীকার করে তাদের জন্য পরকালে রয়েছে জাহান্নামের আগুন এবং বেদনাদায়ক শাস্তি। ঐ দিন কিছু কিছু চেহারা লাঞ্ছিত এবং কাল হবে, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও, কিন্তু আল্লাহ যা চান তিনি তাই করেন।

৫. ২০০৫ ইং সালের শুরুতে ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা মিলে আমেরিকায় "ফোরকানুল হক" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল, যেখানে কুরআন মাজীদের অনুকরণে ৭৭৭টি সূরা লিখেছিল, ঐ সূরাসমূহের কিছু কিছু আয়াত এ গ্রন্থের উপযুক্ত আলোচনায় পাঠকগণ পেয়ে যাবেন। কুরআন মাজীদের অনুকরণে আয়াত এবং সূরা তৈরি করার এ সমস্ত উদাহরণ থেকে পরিষ্কারভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মাজীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে না হওয়ার দাবি (নাউজুবিল্লাহ) একটি বাতেল দাবি।

---

[৩২]. বিস্তারিত দ্রঃ ইরানী ইনকিলাব ইমাম খোমেনী, মাওলানা মুহাম্মদ মানজুর নো'মানী লিখিত শিয়িয়ত প্রকাশকঃ আল ফোরকান বুক ডিপো, লক্ষ্ণৌ পৃঃ ২৭৮)

[৩৩]. http://dialspace. dial.pipex.com/park/geq96/original/muslimoon.htm

বাস্তবতা হলো এই যে, কুরআন মাজীদে যে বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে তা এ রকম নয় যে, কোনো ব্যক্তি আরবী ভাষার শব্দ বা অক্ষর ব্যবহার করে এ ধরনের কিছু লাইন কখনো তৈরি করতে পারবে না। যেমন কুরআন মাজীদে আছে। চিন্তা করুন! যে সমাজে বিশুদ্ধ সাহিত্যপূর্ণ আরবী ভাষার স্বনামধন্য সাহিত্যিকরা ছিল, এমনকি ইমরুল কায়েসের মত বাকপটু কবি বিদ্যমান ছিল, তাদের জন্য আরবী ভাষায় কয়েকটি লাইন তৈরি করা কি এমন কঠিন কাজ ছিল? মূলত কুরআন মাজীদ যে বিষয়ের চ্যালেঞ্জ করেছিল তা ছিল এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত কোনো মানুষ একটি সূরা তো দূরের কথা একটি আয়াতও তৈরি করতে পারবে না, যা বিশুদ্ধতা, সাহিত্যিকতা, শ্রুতিমধুরতা, আকৃষ্টিতা, মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্যতা, অর্থের গভীরতা ইত্যাদি দিক থেকে কুরআন মাজীদের আয়াতের ন্যায় সমমানের হবে। এ চ্যালেঞ্জের সামনে সমগ্র আরব বিশ্ব অপারগ হয়ে লাজওয়াব হয়ে গিয়েছিল এবং অকপটে স্বীকার করে নিয়েছিল যে, এ কুরআন কোনো মানুষের কথা নয়। নিচে এর কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো-

১. জিমাদ আজদী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত শুনল তখন সাথে সাথে বলে উঠল, আমি এ ধরনের কথা কখনো শুনিনি, আমি গণকদের কথা শুনেছি, কবিদের কথা শুনেছি, যাদুকরদের কথা শুনেছি, কিন্তু এ বাণী সমুদ্রের অতল তলে পৌঁছে যাবে।

২. ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূরা ত্বা-হার আয়াতসমূহ শ্রবণে তার সমস্ত রাগ নিমিষে নিঃশেষ হয়ে গেল আর বলতে লাগল "কত উন্নত এবং উত্তম এ কথা"।

৩. বনী আবদুল আসহাল বংশের সর্দার উসাইদ ইবনে হুজাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন মুসআব ইবনে ওমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মুখে কুরআন মাজীদ শুনতে পেল তখন বলতে লাগল "আহা! কত উত্তম এবং উন্নত বাণী"।

৪. হজ্বের সময়ে কুরাইশ সর্দারদের একটি পরামর্শ বৈঠক দারুণ নাদওয়ায় অনুষ্ঠিত হল, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাঁকে যাদুকর, বা পাগল বা কবি বা গণক বলে আখ্যায়িত করে হাজীদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। লোকদের বিভিন্ন পরামর্শ সভায় ইসলামের নিকৃষ্ট দুশমন ওলীদ ইবনে মুগীরা এ সিদ্ধান্ত দিল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গণক, পাগল, কবি নয়, আল্লাহর কসম! তাঁর বেশি বললে যে কথা বলা যায় তাহলো এই যে, সে জাদুকর, তাঁর কথা শুনে বাপ-ছেলে, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কে ছিন্ন হয়ে যায় এবং এ কথার ওপর সবাইকে একমত করতে হবে।

৫. কুরাইশ সর্দার ওতবা ইবনে রাবীয়া রাসূল ﷺ-এর মুখে সূরা হা-মীম সাজাদার আয়াত শুনে এসে কুরাইশ নেতাদেরকে বলল, আল্লাহর কসম! আমি এমন এক বাণী শুনেছি যা ইতোপূর্বে আর কখনো শুনিনি, এ বাণী না কোনো কবির বাণী, না কোনো জাদুকরের বাণী। আমার পরামর্শ এই যে, তাঁকে তার অবস্থা মত থাকতে দাও, আল্লাহর কসম! এ বাণীর মাধ্যমে বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হবে, যদি সে আরবদের ওপর বিজয়ী হয়, তাহলে সরকার তোমাদের সরকার হবে, তাঁর সম্মান তোমাদের সম্মান হবে, আর আরবরা যদি তাঁকে হত্যা করে তাহলে বিনা বদনামীতে তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

৬. আল্লাহর দুশমন আবু জাহল এবং তার অপর দুই সাথি আবু সুফিয়ান এবং আখনাস ইবনে শারীক, এ তিনজন রাতের আধারে পৃথক পৃথকভাবে মক্কার হারামে রাসূল ﷺ-এর মুখে কুরআন মাজীদ শুনত, দ্বিতীয় দিনও শুনল এরপর তৃতীয় দিনও শুনল। তৃতীয় দিন আখনাস ইবনে শরীক আবু সুফিয়ানের ঘরে গেল এবং জিজ্ঞেস করল যে, বল মুহাম্মদ ﷺ-এর তেলাওয়াতকৃত বাণী সম্পর্কে তোমার কী অভিমত? আবু সুফিয়ান নির্দ্বিধায় বলে ফেলল এটা কোনো মানুষের মুখের বাণী হতে পারে না। আখনাস বলল : আমারও একই অভিমত। এরপর আখনাস আবু জাহলের নিকট গেল এবং জিজ্ঞেস করল মুহাম্মদের তেলাওয়াতকৃত বাণী কেমন? আবু জাহল বলল : আমাদের বংশ এবং বনী আবদে মানাফের সাথে দীর্ঘকাল ধরে প্রতিযোগিতা চলছে, নেতৃত্ব এবং উদারতায় আমরা উভয়ে সমান, এখন তারা দাবী করছে যে, আমাদের বংশে নবী জম্মগ্রহণ করেছে এর প্রতিরোধ আমরা কীভাবে করব? তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা কখনো তার প্রতি ঈমান আনব না।

৭. হাবশায় হিজরত করার সময় আবু বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ হিজরত করার ইচ্ছা পোষণ করে বের হয়েছিলেন। কিন্তু ইবনে দাগীনা তাকে মক্কায় ফিরিয়ে আনল এবং মক্কার হারামে এসে আবু বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে নিরাপত্তা দেয়ার ঘোষণা দিল। কুরাইশ সর্দাররা বলল, "ইবনে দাগিনা আমরা তোমার নিরাপত্তা দেয়াকে ভঙ্গ করছি না, কিন্তু তুমি আবু বকরকে বলে দাও যে, সে গেল ঘরের ভিতরে থেকে নামায আদায় করে এবং কুরআন তেলাওয়াত করে। সে যদি উঁচু কণ্ঠে নামায আদায় করে এবং কুরআন তেলাওয়াত করে তাহলে আমাদের বাচ্চারা এবং মহিলারা

ফেতনায় পড়ে যাবে। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কিছু দিন নিচু আওয়াজে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করলেন। এরপর আবার উঁচু আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন। যখন তিনি উঁচু আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করতেন তখন মুশরেকদের বাচ্চা বৃদ্ধ-বনিতা কুরআন শুনার জন্য একত্রিত হয়ে যেত, এতে মক্কার মুশরেকরা পেরেশান হয়ে গেল। ইবনে দাগিনাকে ডেকে তার নিকট অভিযোগ করল, ইবনে দাগিনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে উঁচু আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করল। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইবনে দাগিনাকে তার দেয়া নিরাপত্তা ফেরত দিল এবং বলল, আমি তোমার দেয়া নিরাপত্তা তোমাকে ফেরত দিলাম এবং আল্লাহর দেয়া নিরাপত্তায় আমি সন্তুষ্ট। (বুখারী)

৮. নবুয়তের ৫ম বছরের ঘটনা একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারামে বসে। উচ্চৈঃস্বরে সূরা নজম তেলাওয়াত করছিলেন, শ্রবণকারিদের মধ্যে মুসলমান কাফের উভয়েই উপস্থিত ছিল। কুরআন মাজীদের প্রতিক্রিয়ার এ অবস্থা ছিল যে, সমস্ত শ্রোতারা পিনপতন নিরব হয়ে কুরআন মাজীদ শুনেছিল। সূরা তেলাওয়াত শেষ করে যখন শ্রোতারা নিজেদের অজান্তেই সাজদা করে ফেলেছিল, কাফেরদের একথা স্মরণই ছিল না যে, তারা কি করছে। সাজদা করার পর কাফেররা তাদের এ কর্মের জন্য লজ্জিত হলো, কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের এ অলৌকিক প্রতিক্রিয়া তো ছিল আরবী ভাষীদের ওপর। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ার আরো আশ্চর্যজনক দিক হলো, এ কুরআন আরবদের উপর যেমন প্রভাব ফেলে এমনিভাবে অনারবদের মন মস্তিষ্কের ওপরও যথেষ্ট প্রভাব ফেলার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে।

কুরআন মাজীদের প্রতিক্রিয়ার রাশিয়ায় রাষ্ট্র প্রধান খরোশিফের এ ঘটনাটি পাঠকদেরকে অভিভূত করবে যে, মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান জামাল আবদুন নাসের রাশিয়ার রাষ্ট্র প্রধান খরোশীফের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেল, আর সাথে করে মিশরের প্রখ্যাত ক্বারী পরিচয় করিয়ে দিল এবং তার মুখ থেকে কালামুল্লাহ (আল্লাহর বাণী) শুনার জন্য নিবেদন করল, খরোশীফ বলল, আমিতো আল্লাহকেই মানী না কিন্তু এ বাণী শোনে নয়নাশ্রু নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি, তার কারণ আমি বুঝতে পারছি না।[৩৪]

---

[৩৪]. উর্দূ ডাইজেষ্ট, মার্চ ২০০৬ ইং।

খরোশীফ সত্যিই দুর্ভাগ্যবান মানুষ ছিল। তার মন মস্তিষ্কে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল, তাই সে তা বিবেচনা করার চিন্তাও করেনি যে, তার চোখে পানি আসার কারণ কী? কিন্তু এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, লোকেরা কুফরী অবস্থায়ও কুরআন মাজীদের অর্থ না জেনেই শুধু তেলাওয়াত শুনেই চোখে পানি এসে গেছে। তার অন্তরে ঢেউ সৃষ্টি হয়ে গেছে, মনমস্তিষ্ক জয় হয়ে গেছে, এরপর তখনই মস্তিষ্ক তৃপ্তি লাভ করেছে যখন ইসলাম গ্রহণ করেছে।

ঈমানদারদের বিষয়টি তো ভিন্ন যে, মক্কা এবং মদিনার হারামে রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদের নামাযে) কোনো অতিরঞ্জন ছাড়াই বলা যায় যে, হাজার নয়; বরং লক্ষ লক্ষ মুসলমান উপস্থিত থাকে। যাদের মধ্যে কুরআন মাজীদের আয়াতের অর্থ বুঝার মত লোক কমই থাকে, কিন্তু ইমামগণের সুললিত কণ্ঠে যখন কুরআন শুনে তখন চোখে অশ্রু ঝরতে থাকে, মনে দুনিয়ার সুখ সমৃদ্ধির কথা থাকে না, কান্না থামানো যায় না। আর যারা কুরআন মাজীদ বুঝে তেলাওয়াত করে তাদের বিষয়টিতো আরো ভিন্ন। তেলাওয়াত করার সময় তাদের মন এত নরম হয় যে, শব্দের উচ্চারণ করতে মনের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায়, মন মানসিকতা এমন হয় যে, মানুষ দুনিয়ার চাওয়া পাওয়া থেকে একেবারেই বিমুখ হয়ে যায়। মক্কার হারামের ইমাম শেখ সউদ আশ শুরাইমের (হাফিযাল্লাহ) পেছনে নামায আদায়কারিরা জানে যে, নামাযে সূরা তেলাওয়াত পূর্ণ করতে পারেন না, কণ্ঠ নিচু হয়ে যায়, নিজের অজান্তেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এটাই ঐ চ্যালেঞ্জ যা কুরআন মাজীদ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত জ্বিন ও ইনসানকে দেয়া হয়েছে। যদি তোমরা এটা বুঝ যে, কুরআন মাজীদ মুহাম্মদ ﷺ-এর স্বরচিত তাহলে তোমরাও এ ধরনের একটি সূরা বা কমপক্ষে একটি আয়াত রচনা করে দেখাও যা পাঠ করে মৃত অন্তর জাগ্রত হবে, যা শ্রবণে চোখ অশ্রুসজল হবে, শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যাবে, অন্তর নরম হয়ে যাবে, যা মানুষের মন থেকে দুনিয়ার চাওয়া পাওয়ার চিন্তাকে দূর করে দিবে। যা বার বার তেলাওয়াত করলে তেলাওয়াত করার বা শ্রবণ করার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করে দিবে, মানুষের অন্তর তার অজান্তে বলে উঠবে এ বাণীতো শুধু আমার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে, এর অপেক্ষায়ই আমি ছিলাম। এটা ব্যতীত আমার জীবন বৃথা ছিল, এর প্রতি ঈমান এনে আমি আমার জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছি।

কুরআন মাজীদের সাহিত্যিকতা ছাড়াও তার বিস্ময়কর আরো অনেক দিক রয়েছে।[৩৫] আর এর প্রতিটি বিষয়ই চ্যালেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। এ সমস্ত বিস্ময়কর বিষয়সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিস্ময়কর বিষয় হলো যে, অল্পবয়সী বাচ্চাদের পরিপূর্ণ কুরআন এমনভাবে মুখস্থ করে নেয়া যে, কোথাও একটি যের, যবর, পেশের ত্রুটি থাকে না। অথচ এ বাচ্চা স্পষ্ট আরবীতো দূরের কথা সাধারণ আরবী শব্দসমূহের অর্থ সম্পর্কেও অবগত নয়। ঐ বাচ্চাকে যদি তার মাতৃভাষার কোনো বইয়ের কয়েকটি পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে দেয়া হয়, তাহলে সে তা মুখস্থ করতে পারবে না। আর যদি মুখস্থ করেও তাহলে বেশি দিন পর্যন্ত তা মুখস্থ রাখতে পারবে না। অথচ কুরআন মাজীদ মুখস্থকারী হাফেজরা আজীবন তা পড়ে এবং পড়ায়, তা শুনে এবং শুনায়।[৩৬]

অল্প বয়সে, দশ বার বছর বয়সে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে নেয়া তো সাধারণ বিষয়। কিন্তু এর চেয়েও কম বয়সে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করার উদাহারণও রয়েছে।[৩৭]

অল্প বয়স ছাড়াও বয়স্ক হয়ে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করার উদাহরণও আছে। অথচ এ বয়সে মুখস্থ শক্তি লোপ পেতে থাকে।[৩৮] পরিশেষ কি কারণ আছে যে, আজ পৃথিবীতে তাওরাত, ইঞ্জিলের অনুসারীও যথেষ্ট রয়েছে কিন্তু এদের মধ্যে তাওরাত বা ইঞ্জিলের হাফেজ একজনও নেই। অথচ কুরআন মাজীদের হাফেজ কোনো অতিরঞ্জন ছাড়া বলা যেতে পারে যে, কোটি কোটি মন ও মস্তিষ্কে এত সহজে রেখাপাতকারী এবং মুখস্থ হওয়ার উপযুক্ত আয়াত যদি কেউ তৈরি করতে পারে তাহলে তৈরি করে দেখাক, ইহুদী স্কলার ডক্টর আনীস যে, "ফোরকানুল হক" লিখেছে তার প্রথম শব্দটিই এত অসামঞ্জস্য এবং

---

[৩৫]. কুরআন মজীদের অন্যান্য বিস্ময়কর বিষয় সমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত-
১. কুরআন মজীদে বর্ণিত ঐ সমস্ত কথাবার্তা যা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবতায় রূপ নিচ্ছে। ২. অতীত জাতিদের অবস্থা যা আজও কেউ মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারে নাই। ৩. বৈজ্ঞানিক দর্শন যা আজও কেউ মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে নাই আর ভবিষ্যতেও পারবে না। ৪. গায়েবের খবরসমূহ যেমন- দাব্বাতুল আরদ (মাটি থেকে প্রাণীর আগমন), ইয়াজুজ মাজুজের আগমন।

[৩৬]. আলহামদুলিল্লাহ লিখকের সম্মানিতা মা কোনো উস্তাদ ব্যতীতই শৈশবে কুরআন মজীদ মুখস্থ করেছে, আজীবন সন্তানদেরকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দিয়ে অতিক্রম করেছেন, আজ ৯০ বছর বয়সেও প্রতিদিন তিন পারা করে তেলাওয়াত করার অভ্যাস চালু রেখেছেন।

[৩৭]. ইসলামাবাদের মাদরাসা ফারুকীয়ায় চিন দেশের একজন শিশু পাঁচ বছর বয়সে কুরআন মজীদ মুখস্থ করতে শুরু করেছে এবং সাত বছর বয়সে আলহামদু লিল্লাহ পূর্ণ কুরআন মজীদ মুখস্থ করে নিয়েছে। (তাকভীর ২০ নভেম্বর ২০০২ ইং)

[৩৮]. লিখকের সম্মানিত পিতা হাফেজ ইদরীস কীলানী (রহ.) ৫৯ বছর বয়সে আলহামদু লিল্লাহ দু'বছরে কুরআন মজীদ মুখস্থ করেছেন, বয়স্ক হয়ে কুরআন মজীদ মুখস্ত করারও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

অস্পষ্ট যে, তা সহজে মুখে উচ্চারণ করা যায় না এবং মানবিক স্বভাবও তা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়।[৩৯] মূলত কাফেরদের কুরআনের সাথে দুশমনীর মূল কারণ এ চ্যালেঞ্জটি যা ১৪ শত বছর থেকে তাদেরকে অপারগ এবং লা-জওয়াব করে রেখেছে। হিংসা বিদ্বেষের কারণে তারা সবসময় অস্থিরতায় ভুগছে কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। যার বহিঃপ্রকাশ তাদের মৌখিক ঠাট্টা বিদ্রূপের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো কুরআন মাজীদকে বাস্তবে অবমাননা এবং বেয়াদবীর মাধ্যমেও করে থাকে।

অতএব, কোনো মুসলমানের 'ফোরকানুল হক' বা অনুরূপ কোনো লিখনী দেখে এ ভুলে পতিত হওয়া ঠিক হবে না যে, কুরআন মাজীদের দেয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হয়েছে, বা তার গুরুত্ব কমে গেছে। ঐ চ্যালেঞ্জ আজও আলহামদুলিল্লাহ ঐ ভাবেই বিদ্যমান আছে, যেমন নবী ﷺ-এর যুগে বিদ্যমান ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই বিদ্যমান থাকবে।

لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۭ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ.

অর্থ : "কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না-অগ্রতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসা আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ-৪২)

'ফোরকানুল হকের' ফেতনা

কাফের মুশরেকদের কুরআনের সাথে দুশমনী এখন কোনো গোপন বিষয় নয়, আর সময় অতিক্রমের সাথে সাথে এ দুশমনী আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। নিকট অতীত এবং বর্তমানের মুশরেক ও ইহুদী নাসারাদের কুরআনের সাথে দুশমনীর কিছু উদাহরণ নিচে পেশ করা হলো-

১. ব্রিটেনের সাবেক প্রধান উইলিয়াম-ই গাল্ডস্টোন সংসদে এ বক্তব্য পেশ করেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন মুসলমানদের হাতে, বা তাদের অন্তরে বা মাথায় থাকবে, ততক্ষণ ইউরোপ মুসলিম দেশসমূহে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না, আর যদি প্রতিষ্ঠিত করেও তাহলে তা স্থায়ী করতে সফল হবে না। এমনকি ইউরোপের নিজে টিকে থাকাও নিরাপদ হবে না।[৪০]

২. ১৯০৮ ইং ব্রিটেনের মন্ত্রী নোআবাদিয়াত এ বক্তব্য পেশ করেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের নিকট কুরআন মাজীদ থাকবে, ততক্ষণ তারা

---

[৩৯]. উল্লেখ্য ফোরকানুল হকের প্রথম সূরা ফাতেহার শুরু নিম্নোক্ত কুদ্দুসের নামে যে শুধু একমাত্র ইলাহ।
[৪০]. আনোয়ার বিন আখতার লিখিত উম্মত মুসলিমা কে দিলখোরাস হালাত পৃঃ ২০৪।

আমাদের পথ আগলে থাকবে, আমাদের উচিত কুরআনকে তাদের জীবন থেকে দূর করে দেয়া।[৪১]

৩. অবিভক্ত ভারতের ইউপির গভর্নর স্যার উইলিয়াম মিউর কুরআন মাজীদ সম্পর্কে তার কু-মনোভাবকে এভাবে প্রকাশ করছে যে, দুটি জিনিস মানবতার দুশমন, মুহাম্মদ ﷺ-এর তলোওয়ার এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর কুরআন।[৪২]

৪. আলজেরিয়ার ওপর ফ্রান্সের উপনিবেশিক শাসনের শতবছর পূর্তিতে ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়ক তার এক বক্তব্যে বলেছে, মুসলমানদের রাত দিন থেকে কুরআন বের করা এবং আরবী ভাষার সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করা জরুরি। যাতে করে আমরা সহজে তাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারি।[৪৩]

৫. ১৯৮৪ ভারতে হিন্দুরা নিয়মিত একটি আন্দোলন শুরু করেছে যে, হয় কুরআন ছাড় না হয় ভারত ছাড়। ১৯৮৯ ইং কলকাতার একটি আদালতে হিন্দুরা মামলা করে যে, কুরআন মাজীদের ওপর নিয়মানুবর্তিতা আরোপ করতে হবে।[৪৪]

৬. নেদারল্যান্ডের এক ফ্লিম নির্মাতা 'এত্বায়াত' নামে একটি ফ্লিম তৈরি করে। সেখানে একজন পতিতার পেটে সূরা নূরের এ আয়াতটি লিখে দিয়েছে :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : "ব্যভিচারী ব্যভিচারিণী তাদের প্রত্যেককে একশ বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও, মুমিনদের দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা নূর-আয়াত : ২)

---

[৪১]. মরিয়ম জামিলা লিখিত ইসলাম এক নাযরিয়া, এক তাহরিক পৃঃ ২২০।

[৪২]. শাইখ মুহাম্মদ আকরাম লিখিত হাওজে কাউসার পৃঃ ১৬৩)

[৪৩]. মাহেনামা মোহকামাত, জুন ১৯৮৯ইং পৃঃ ৩১)

[৪৪]. হাফত্তা রোজা তাকভীর, করাচী, ১ম ডিসেম্বর ২০০৪ ইং।

এর সাথে একজনের পিঠে বেত্রাঘাতের জখম অবস্থায় দেখানো হয়েছে। এ ফ্লিমের মূল উদ্দেশ্য হলো এই যে, ইসলামের এ শাস্তি একটি অবিচার, জুলুম।

৭. বর্তমান সময়েও আমেরিকান এক বুদ্ধিজীবী ওয়াশিংটন টাইমে কুরআন মাজীদ সম্পর্কে তার কু-মনোভাব এভাবে প্রকাশ করেছে যে, মুসলমানদের সন্ত্রাসবাদীতার মূল হলো স্বয়ং কুরআন মাজীদের শিক্ষা। একথা বলা ঠিক নয় যে, মুসলমানদের মধ্যে একজন সন্ত্রাসী এবং অল্প সংখ্যক উচ্চাভিলাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদেরকে বন্দী করে রেখেছে; বরং মূল বিষয়টি কুরআনী শিক্ষার ফল। এ সমস্যার সমাধান এটাই যে, মধ্যমপন্থি মুসলমানদেরকে কুরআন মাজীদের শিক্ষা পরিবর্তন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।[৪৫]

৮. ৭ জুলাই ২০০৫ ইং লন্ডনে ঘটে যাওয়া বোমাবাজীর ওপর কথা বলতে গিয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এ বক্তব্য পেশ করেছে যে, ইসলামী সন্ত্রাসীরা ইরাকে ক্ষমতা দখলের জন্য পাশ্চাত্য পরিকল্পনার পরিবর্তে শয়তানী দর্শন এ হামলায় উদ্বুদ্ধ করেছে। (হে আল্লাহ তুমি তাদের ওপর অভিসম্পাত কর)।[৪৬]

৯. ইটালীর প্রসিদ্ধ সাংবাদিক খাতুন এবং ইয়ানা ফালাসী এ বক্তব্য রেখেছে যে, মুসলমানদের পবিত্র কিতাব কুরআন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। একথা বলা ভুল হবে যে সন্ত্রাসী অল্প কিছু মুসলমান; বরং সমস্ত মুসলমানই এ চেতনা রাখে।[৪৭]

কুরআনের সাথে দুশমনীর এ কথাগুলোতে কাফের নেতাদের মুখ দিয়ে বের হয়েছে কিন্তু যে দুশমনী তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে তা আরো মারাত্মক।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۭ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚۖ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ۭ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.

---

৪৫. মাহেনামাহ মোহাদ্দেস, লাহোর, মার্চ ২০০৫ইং, পৃঃ ২২।
৪৬. হাফতা রোজা তাকভীর, করাচী, ২১ জুলাই ২০০৫ ইং।
৪৭. মাহেনামা তায়েবাত, লাহোর, আগষ্ট ২০০৫ ইং।

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে বাদ দিয়ে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। তারা তোমাদের ব্যাপারে তাই কামনা করে যা তোমাদের জন্য কষ্টদায়ক। কোন কোন সময় তাদের মুখ থেকেই এই বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়ে যায়। তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে তা আরো জঘন্য। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আয়াত বর্ণনা করেছি যদি তোমরা অনুধাবন করতে পার।

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১১৮)

নবী ﷺ-এর যুগে হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে প্রচার প্রপাগাণ্ডার ক্ষেত্রে কাফেরদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত নয়; বরং মুহাম্মদ ﷺ নিজেই তা রচনা করেছে। আজও কাফেরদের মূল লক্ষ্য এ বিষয়েই যে, এ কুরআন মুহাম্মদ (সা)-এর নিজস্ব রচনা বলে প্রমাণ করা, যাতে করে ইসলামের সবকিছু নিজে নিজেই নষ্ট হয়ে যায়।

এ উদ্দেশ্যে কুরআন মাজীদে বার বার পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে আরবী ভাষায় পরিবর্তনকৃত কুরআন প্রকাশ করা হয়েছে, এর পর হিব্রু ভাষায় পরিবর্তনকৃত কুরআন প্রকাশ করা হয়েছে, ইহুদী নাসারাদের এ কু-কামনাকে নস্যাৎ করার জন্য সৌদী আরব সরকার আগে ১৪০৫ হিজরীতে বাদশাহ ফাহাদ কুরআন একাডেমী নামে একটি বিরাট প্রকল্প স্থাপন করেছে, যা প্রতি বছর তিন কোটি কুরআন মাজীদ ছেপে সমগ্র বিশ্বে ফ্রি বণ্টন করার সৌভাগ্য লাভ করেছে।[৪৮] এই বাদশাহ ফাহাদ কুরআন একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহুদী নাসারাদের উদ্দেশ্য ধুলায় ভূলণ্ঠিত হলো।

ইহুদী নাসারা তাদের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য এখন একটি নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। আজ থেকে মোটামুটি দশ বছর পূর্বে (৯/১১ ঘটনার পাঁচ ছয় বছর পূর্বে) দু'জন ফিলিস্তিনী ইহুদী আল মাহদী এবং সাফী আরবী ভাষায় কুরআন মাজীদের আদলে একটি কিতাব রচনা করে, তার নামসমূহ কুরআন মাজীদের সূরাসমূহের নামের অনুরূপ করে রাখা হয়েছে। যেমন : সূরা ফাতেহা, সূরা সালাম, সূরা নূর, সূরাতুল ঈমান, সূরাতুত তাওহীদ, সূরাতুল মাসীহ, সূরাতুন নিসা, সূরাতুন নিকাহ, সূরাতু তালাক, সূরাতুস সিয়াম, সূরাতুস সালা ইত্যাদি। এ সূরাসমূহে কুরআন মাজীদ থেকে নেয়া হয়েছে। কিতাবটির

[৪৮]. উল্লেখ্য বাদশাহ ফাহাদ কুরআন একাডেমী আরবী ছাড়াও উর্দু, বাংলা, ইংরেজি, ফ্রান্সী, আলবেনী, কোরীথাই, জার্মান, রাসিয়া, চায়না, তুর্কী, পোর্তোগালী, ইন্দোনেসী ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদও প্রকাশ করছে, বর্তমানে বাদশাহ ফাহাদ একাডেমী অন্ধ লোকদের কুরআন তেলাওয়াতের জন্য কুরআন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। (আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন)।

নামকরণ করা হয়েছে 'ফোরকানুল হক'। প্রথম প্রকাশনায় আরবী এবং ইংরেজি ভাষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠার অর্ধেক আরবী আর অর্ধেক ইংরেজি অনুবাদ। ১৫×২০ সে : মি : আকারে ৩৬৬ পৃ : কিতাবটি অ্যামেরিকান ইহুদী কোম্পানী " projec : omega 2001", এবং "Wise press" প্রকাশ করেছে। যার বিক্রয় মূল্য ১৯.৯৯ ডলার। প্রকাশকের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে এটা ফোরকানুল হকের প্রথম পারা। এরপর আরো ১১ পারা প্রকাশিত হবে। ফোরকানুল হকের এ সংক্ষিপ্ত পরিচিতির পর আমরা তার বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু আলোকপাত করতে চাই।

ফোরকানুল হকের বিভিন্ন দিক : ফোরকানুল হকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার আগে এ বিষয়টি বর্ণনা করা জরুরি যে, ফোরকানুল হককে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীকৃত কিতাবের আদলে পেশ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ : এক স্থানে লিখা হয়েছে :

অর্থ : ফোরকানুল হককে আমি অবতীর্ণ করেছি যাতে করে পথভ্রষ্টদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসি। (সূরা মাসীহ-৬)

উল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকে ফোরকানুল হকের লিখকদের নিম্নোক্ত দাবিসমূহ প্রমাণিত হচ্ছে, চাই তারা তা বাস্তবে করে থাকুক আর নাই করুক :

১. বক্তা আল্লাহর নবী।

২. জিবরাঈল অহী নিয়ে তার নিকট আসে।

৩. ফোরকানুল হকে যা কিছু লিখা হয়েছে তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।

কুরআন মাজীদের আলোকে এ তিনটি দাবির বিধান এ রকম-

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ.

অর্থ : "আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে যে, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে? অথবা এরূপ বলে, আমার ওপর অহী নাযিল করা হয়েছে অথচ প্রকৃত পক্ষে তার উপর কেনো ওহী নাযিল করা হয়নি।

(সূরা আনআম-৯৩)

অতএব, ফোরকানুল হকে যা কিছু লিখা হয়েছে তা পরিষ্কার মিথ্যা, অপবাদ এবং বাতেল। এ সমস্ত ইবলিসী কথাবার্তা এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো এই যে, হয়ত বা এর মাধ্যমে ইহুদী নাসারাদেরকে নিজেদের বন্ধু এবং সমমনের বলে বিশ্বাসকারিদের চোখ খুলে যাবে এবং তাদের অনুভূতি হবে যে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দুশমন তারা কখনো মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না

এখন ফোরকানুল হকের ইবলিসী দিকসমূহের কিছু দিক আলোচনা হবে

১. শিরকী দিক

ফোরকানুল হকের প্রতিটি সূরার শুরু নিম্নোক্ত বাক্যের দ্বারা শুরু হয়েছে-

অর্থ : আমি শুরু করছি বাপের নামে, কালিমার নামে এবং রুহুল কুদ্দুসের নামে যে শুধু একমাত্র ইলাহ।

এটাই ত্রিত্ববাদের আকীদা (বিশ্বাস) যা এত অস্পষ্ট এবং বুঝার অনুপোযুক্ত যে, আজও কোনো বড় খ্রিস্ট আলেম এর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।

২. আল্লাহর অবমাননা

ফোরকানুল হকের বিভিন্ন স্থানে কুরআন মাজীদ এবং বিধি-বিধানের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলাকে মারাত্মকভাবে অবমাননা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়।

অর্থ : এবং যখন শয়তান বলল : (নাউযুবিল্লাহ) হে মুহাম্মদ ﷺ আমি তোমাকে আমার রিসালাত এবং অহীর জন্য সমস্ত লোকদের মধ্য থেকে বাছাই করেছি, অতএব আমি তোমাকে যা দিচ্ছি সে অনুযায়ী আমল কর, আর আমার নেআমতসমূহকে স্মরণ কর এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অপারগতা প্রকাশ কর। (সূরা আল গারানিক-৯) উল্লেখ্য সূরা আরাফের ১৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা মূসা (আ :)-কে সম্বোধন করে বলেছেন :

অর্থ : "আমি তোমাকেই আমার রিসালাত ও আমার সাথে বাক্যালাপের জন্য লোকদের মধ্যে হতে মনোনীত করেছি, অতএব এখন আমি তোমাকে যা কিছু দেই তা তুমি গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

৩. নবীগণের অবমাননা

নবীগণের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ, তাদেরকে অবমাননা, তাদেরকে হত্যা করা ইহুদীদের এমন এক অপরাধ যার কথা কুরআন মাজীদে বারবার বর্ণনা করা হয়েছে, আর এর একটি জীবন্ত উদাহরণ ফোরকানুল হক। যার একটি আয়াত এই-

অর্থ : আর যখন মুহাম্মদ ﷺ শয়তানের সাথে একাকী হলো তখন বলল : আমি তোমার সাথে আছি। অতএব মুহাম্মদ ﷺ আমাকে পরিত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করল। (সূরা আল গারানিক)

অন্য এক স্থানে লিখা হয়েছে-

অর্থ : এক নিরক্ষর কাফের ব্যক্তি (নাউজুবিল্লাহ) নিরক্ষকদেরকে শিক্ষা দিয়েছে ফলে তাদের অজ্ঞতা এবং মূর্খতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

(সূরা আশশাহাদাত-৪)

৪. জিবরাঈল (আ :)-এর অবমাননা

কুরআন অবতীর্ণের সময়কাল থেকেই আহলে কিতাব (ইহুদী নাসারারা) জিবরাঈল (আঃ)-এর দুশমন ছিল। তাদের দাবি হলো জিবরাঈল (আঃ) ইসহাকের বংশ ছেড়ে ইসমাঈলের বংশে কেন গেল? তাই তারা ফোরকানুল হক নিজেদের হিংসা ও বিদ্বেষের কথা এভাবে প্রকাশ করেছে।

অর্থ : মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট মিথ্যা ও চক্রান্তমূলক অহী করা হয়েছে যা শয়তান তার নিকট নিয়ে এসেছে। (সূরাতুল গারানিক-১৫)

এ শয়তানী আয়াতে জিবরাঈল (আঃ) কে শয়তান (নাউযু বিল্লাহ) এবং কুরআনুল কারীমকে মিথ্যা এবং চক্রান্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)।

৫. জিহাদ হারাম

নিঃসন্দেহে জিহাদ শব্দটি আজ সমগ্র বিশ্বে কাফেরদের জন্য জীবন আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জিহাদ কাফেরদের ঘুমকে হারাম করে দিয়েছে, মনে হচ্ছে যেন ফোরকানুল হক লিখার মূল উদ্দেশ্যই হলো মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে নিরুৎসাহিত করা।

এ সম্পর্কে কিছু ইবলিসী অনর্থক কথাবার্তা রয়েছে। যেমন-

ক. অর্থ : তারা আমাদের দিকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে যে, আমি মুমিনদের কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জীবন ক্রয় করে নিয়েছি, আর আমার পথে যুদ্ধ করবে, ইঞ্জিলের আলোকে এ অঙ্গিকার পূর্ণ করা আমার দায়িত্ব, সাবধান হও, এ ধরনের অপবাদদাতারা মিথ্যুক।

পরে আরো বলা হয়েছে।

অর্থ : আমি পাপিষ্ঠদের জীবন ক্রয় করিনা পাপিষ্ঠদের জীবন মারদুদ শয়তান ক্রয় করে। আরো একটি উদাহরণ দ্র :

খ. অর্থ : তোমরা কি ধারণা করছ যে, আমি বলেছি, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর আর মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত কর,[৪৯] অথচ আমার পথে কোনো যুদ্ধ নেই, আর না আমি মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছি; বরং পাপিষ্ঠদেরকে মারদুদ শয়তান যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছে। (নাউযু বিল্লাহ) (সূরা আল মাওয়েজা-২)

---

[৪৯]. আর মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত কর (সূরা আনফালের ৬৫ নং আয়াতে এশব্দ বর্ণিত হয়েছে)।

গ. অর্থ : আর বিজয়ী হয়ে গেছে (আহলে কিতাবদের জান্নাত) মুসলামনদের এবং জান্নাতের ওপর যার অঙ্গিকার তাদের সাথে করা হয়েছে এবং যার জন্য তারা আনন্দ এবং সুস্বাদ অনুভব করে, ঐ পথে জীবন দেয়, মূলত সেটা ব্যভিচারী এবং পাপিষ্ঠদের জান্নাত। (সূরা রূহ-৩)

৬. গণীমতের মালের নিন্দা

জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত গণীমতের মালের বিষয়টিও কাফেরদের জন্য বেদনাদায়ক, এটাকে তারা কোথাও ডাকাতি, কোথাও চুরি, কোথাও লুট, কোথাও জুলম বলে আখ্যায়িত করেছে শুধু একটি উদাহণ দেখলেই বিষয়টি বুঝা যাবে।

অর্থ : আর তোমাদেরকে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আর গণীমতের মাল হিসেবে যা পাও তা ভক্ষণ কর, তা হালাল এবং পবিত্র। এটা জালেমদের কথা (নাউজুবিল্লাহ্) (সূরা আল আতা-৭)

৭. কুরআন মাজীদের অবমাননা

ইহুদী নাসারারা মৌখিক এবং লিখিত কোনো পন্থা অবলম্বন কোনো প্রকার ত্রুটি করেনি, ফোরকানুল হকের ইবলিসী কথাবার্তা তার মুখ দিয়ে বের হয়েছে বলে এক স্থানে প্রমাণিত হয়েছে, তাই সে একস্থানে লিখেছে-

অর্থ : হে লোকেরা তোমাদের নিকট শয়তানের পথভ্রষ্টদেরকে আয়াত পড়ে শুনানো হচ্ছে, যাতে করে সে তোমাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যেতে পারে। অতএব তোমরা শয়তানের নির্দেশ অনুসরণ করবে না এবং তাকে তোমাদের নিকৃষ্ট দুশমন হিসেবে জান। (সূরা আল আত্বা-১৫)

৮. কুরআন মাজীদে পরিবর্তন

আহলে কিতাবরা আসমানী কিতাবসমূহে পরিবর্তনের একটি স্বাভাবিক অপরাধ প্রবণতা তাদের মধ্যে আছে, তাওরাত এবং ইঞ্জিলের পর কুরআন মাজীদের তার নিকৃষ্টতম পরিবর্তনের অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, শাব্দিক পরিবর্তনকে উদাহরণ তো পাঠ করা ইতিপূর্বে দেখেছে, আর বিধি-বিধানে পরিবর্তনের একটি উদাহরণ আমরা এখানে পেশ করলাম-

অর্থ : তোমরা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছ যে, আমি নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ হারাম করেছি, আমি যা হারাম করেছিলাম তা আমি রহিত করে দিয়েছি। অতএব এখন আমি হারাম মাসসমূহে বড় যুদ্ধ করা হালাল করে দিয়েছি।

(সূরা আসসালাম-১১)

৯. মুসলমানদের সাথে শত্রুতা

ফোরকানুল হকে মুসলমানদেরকে কোথাও বলা হয়েছে-

অর্থ : হে পথভ্রষ্ট লোকেরা (সূরা আসসালাম-১)

আবার কোথাও বলা হয়েছে-

অর্থ : হে কাফেররা (সূরা তাওহীদ)

আবার কোথাও বলা হয়েছে-

অর্থ : হে মুনাফেকরা। (সূরা মাসীহ-১)

আবার কোথাও বলা হয়েছে-

অর্থ : হে অপরাধিরা (সূরা আল মাওয়েজা-১)

আবার কোথাও বলা হয়েছে-

অর্থ : হে মিথ্যা আরোপকারিরা (সূরা আল ইফক-১৭)

আবার কোথাও বলা হয়েছে-

অর্থ : হে অজ্ঞ লোকেরা (সূরা আল খাতাম-১)

আবার কোথাও বলা হয়েছে-

অর্থ : হে পরিবর্তনকারিরা (সূরা আল আসাতীর-১)

বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আর আহলে কিতাবদেরকে হে ঈমানদাররা বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদে যেভাবে বনী ইসরাঈলদেরকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এমনিভাবে ফোরকানুল হকে মুসলমানদের উপর অসংখ্য অপবাদ দেয়া হয়েছে, আর যে বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি বড় করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে তাহল এই যে, মুসলমানরা হত্যাকারী, ডাকাত, চোর, সন্ত্রাসী এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী। কিছু উদাহরণ নিচে পেশ করা হলো-

ক. অর্থ : "তোমরা গীর্জা এবং উপাসনালয়সমূহ বিনষ্ট করেছ, যেখানে আমার নাম স্মরণ করা হতো। আর তোমরা আমাদের ঐ মুমিন বান্দাদের উপসনালসমূহ বিনষ্ট করেছ যারা তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেছে, তোমাদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করেছ। অতএব তোমরা যুলুমকারী। (সূরা আল আসাত্বীর-৪)।

খ. অর্থ : তোমরা বলেছ : দ্বীনের মধ্যে জবরদস্তি নেই, কিন্তু আমার মুমিন বান্দাদের ওপর কুফরী চাপিয়ে দেয়ার জন্য জবরদস্তি করছ, যে ব্যক্তি

ইসলাম গ্রহণ করেছে সে নিরাপত্তা লাভ করেছে, আর যে ব্যক্তি সত্য দ্বীনের ওপর অটল ছিল তাকে পাপিষ্ঠদের ন্যায় হত্যা করা হয়েছে।

(সূরা মুলুক-আয়াত : ১)।

গ. অর্থ : তোমাদের কর্ম পদ্ধতি, কুফরী করা, শিরক করা, ব্যভিচার করা, যুদ্ধ করা, হত্যা করা, লুটপাট করা, নারীদেরকে বন্দী করা, অজ্ঞতা এবং নাফরমানী করা। (সূরা আল কাবায়ের-৩, পৃ: ২৪১)

উল্লিখিত ইবলিসী কথাবার্তাসমূহে যেভাবে মুসলমানদের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করা হয়েছে ফোরকানুল হকের অধিকাংশ অংশে এ ধরনের ইবলিসী কথাবার্তায় ভরপুর।

১০. সত্য গোপন করা

আহলে কিতাবদের অপরাধসমূহের মধ্যে একটি অপরাধ হলো সত্য গোপন করা। ফোরকানুল হকেও এ উদাহরণ বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ নিম্নরূপ-

সূরা নিসার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا .

অর্থ : "তবে নারীদের মধ্যে তোমাদের পছন্দমত দুটি ও তিনটি ও চারটি বিয়ে কর। কিন্তু যদি তোমরা আশংকা কর যে ন্যায় বিচার করতে পারবে না তবে মাত্র একটি অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী (ক্রীতদাসীকে বিয়ে কর) এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী।" (সূরা নিসা-আয়াত : ৩)

ফোরকানুল হকের লিখক কুরআন মাজীদের এ আয়াতটিকে এভাবে লিখেছে-

অর্থ : তোমরা আশংকা কর যে ন্যায় বিচার করতে পারবে না" এই অংশটুকু বাদ দিয়েছে।

যেখানে একাধিক বিয়ের জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো "ন্যায় বিচার" এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ন্যায় বিচার ব্যতীত দুই বা তিন বা চার বিয়ের কথা উল্লেখ করে তারা বুঝাল যে, মুসলমানদের শরীয়ত একটি অবিচারমূলক শরীয়ত।

১১. ভালবাসা এবং নিরাপত্তার চক্রান্ত

ফোরকানুল হকে ইহুদী নাসারাদেরকে

অর্থ : হে ঈমানদাররা! বলে সম্বোধন করা হয়েছে।[৫০]

আর ফোরকানুল হকের দিকনির্দেশনাকে 'সত্য দিন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৫১]

বিভিন্ন স্থানে এ দাবি করা হয়েছে যে, ইহুদী নাসারারা ভালবাসা, ন্যায় বিচার, শান্তি ও নিরাপত্তার ধারক ও বাহক।

যেমন-

অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! আমি ভালবাসা, দয়া, অনুগ্রহ, ন্যায় বিচার এবং নিরাপত্তার নির্দেশ দিয়ে থাকি। (সূরা মুহাম্মদ (আল কতল)-৩)

অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে

অর্থ : নিশ্চয় দ্বীনে হকই ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব, দয়া ও শান্তির দ্বীন। (সূরা আল আজহা-৫)

ভালবাসা, ভাতৃত্ব, দয়া ও শান্তির ধারক, আফগানিস্তান ও ইরাকে সাধারণ জনতার সাথে যে ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব, দয়া ও নিরাপত্তার সাথে যে আক্রমণ করেছে বা আফগানিস্তান ও ইরাকের জেলসমূহ এবং কিউবার বন্দীশালায় মুসলমান বন্দীদের সাথে যে ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও নিরাপত্তামূলক আচরণ করা হচ্ছে তা সমগ্র বিশ্ব অবলোকন করছে।

১২. দলীয় গোড়ামী

সমগ্র পৃথিবীর সামনে আজ আলোকিত চিন্তা, নিরপেক্ষতা এবং ক্ষমতার বড়াইকারী "উন্নত বিশ্ব" ভিতরে ভিতরে কতটা দলীয় গোড়ামীর অন্ধত্ব এবং উন্মাদনায় মত্ত তার অনুমান ফোরকানুল হকের এ দুটি লাইন থেকে অনুমান করুন।

অর্থ : সত্য ইঞ্জিল এবং সত্য ফোরকানুল হকই সত্য দ্বীন, আর যে ব্যক্তি এ দ্বীন ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন অন্বেষণ করবে তা তার কাছ থেকে কখনো গ্রহণ করা হবে না। (সূরা আল জুযিয়াহ-১৩)

অর্থ : আমি সত্য দ্বীনের কথা স্মরণ করানোর জন্য ফোরকানুল হক অবতীর্ণ করেছি, যা সত্য ইঞ্জিলের সত্যায়নকারী, যাতে করে তাকে অন্যান্য সমস্ত দ্বীনের ওপর বিজয়ী করতে পারি। যদিও কাফেররা (মুসলমানরা) তা অপছন্দ করে। (সূরা আর আযহা-৬)

---

[৫০]. সূরা আল ইঞ্জিল-৬।

[৫১]. সূরা আল আযহা-৫।

দ্বিতীয় আয়াত থেকে শুধু একথাই প্রমাণিত হয় না যে, ইহুদী নাসারারা তাদের দলীয় ব্যাপারে কত গোড়ামী এবং উম্মাদনায় মত্ত্ব আছে; বরং এ কথাও বুঝা যায় যে, তারা সর্বশক্তি প্রয়োগে ইসলামকে পাঠ করে বুঝতে পারে যে বর্তমান যুগের আলোকিত চিন্তার মূল উৎস কোথায়?

ক. পর্দা নারীজাতির জন্য একটি লাঞ্ছনা এবং অবমাননা

'আল মাহদী ফোরকানুল হকে লিখেছে–

অর্থ : তোমরা তোমাদের নারীদের মাঝে এ বলে প্রচ্ছন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছ যে, যখন কেউ কোনো প্রশ্ন করবে তখন পর্দার আড়াল থেকে প্রশ্ন করবে, আর এটা আমার সৃষ্টিকে লাঞ্ছনা এবং অবমাননা করা। (সূরা নিসা–১০)

খ. নারীদেরকে ঘরে বসিয়ে রাখা অবিচার

ঐ সূরায় পরবর্তীতে লিখা হয়েছে :

অর্থ : তোমরা নারীদের একথা দিয়ে বন্দী করে রেখেছে যে, "তোমরা তোমাদের ঘরে থাক" সতর্ক হও ঘরে বসে থাকার নির্দেশ নিকৃষ্ট নির্দেশ, যা জালেমরা দিয়েছে।

গ. পুরুষদের শাসক নির্ধারণ করা জন্তু এবং হিংস্রতা

অর্থ : তোমরা বল যে পুরুষ নারীদের ওপর কতৃত্বশীল, আর যে সমস্ত নারীদের ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে উপদেশ দাও, তাদেরকে বিছানা থেকে পৃথক করে দাও, তাদেরকে প্রহার কর, তাহলে মানুষ, বন্য পশু, হিংস্র প্রাণী এবং চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে পার্থক্য কী থাকল?

(সূরা নিসা : আয়াত-৪)

ঘ. উত্তরাধিকারে নারীকে অর্ধেক সম্পদ দেয়া, দুইজন নারী সাক্ষীকে একজন পুরুষ সাক্ষীর সমান নির্ধারণ করা সম্পর্কে

অর্থ : তোমাদের শরীয়তে নারী পুরুষের অর্ধেক সম্পদ পায়। কেননা, (কোরআনে বলা হয়েছে) পুরুষ নারীর দ্বিগুণ সম্পদ পাবে। তোমাদের শরীয়তে নারীর সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক। কেননা। (কুরআনে বলা হয়েছে) যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী না পাওয়া যায় তাহলে দু'জন নারী এবং একজন পুরুষ সাক্ষ্য দিবে, তাহলে নারীর ওপর পুরুষের একগুণ মর্যাদা বেশি, আর এটা জালেমদের ন্যায় বিচার।

ঙ. তালাক হারাম

অর্থ : আর আমি বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি তালাক এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হবে না। (সূরা আতুহুর-৯)

ছ. একাধিক বিয়ে ব্যভিচার

অর্থ : তোমরা বলেছ যে, বিয়ে কর ঐ সমস্ত নারীদেরকে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয়, দুই, তিন, চারটি পর্যন্ত, অথবা ঐ সমস্ত কৃতদাসীদেরকে যারা তোমাদের অধিনস্ত, একথা বলে তোমরা বর্বরতার অভ্যাস ব্যভিচারের আবর্জনা এবং পাপের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছ, তাই তোমরা পবিত্র হতে পারবে না।

(সূরা আল মিযান–৯)

জ. নারী পুরুষের পার্থক্যপূর্ণ অধিকারের দুর্ণাম

নিম্নোক্ত ইবলিসী কথাবার্তাসমূহে শুধু বিয়েকে গোলামী হিসেবেই দেখায়নি; বরং নারী পুরুষের পার্থক্য পূর্ণ অধিকারকে সরাসরি যুলুম হিসেবেও পেশ করা হয়েছে, যেহেতু পুরুষরা চারজন স্ত্রী রাখতে পারবে তাহলে নারী কেন চারজন স্বামী রাখতে পারবে না।

অর্থ : তোমরা নারীদেরকে তোমাদের যৌনকামনা পূরণের মাধ্যম করে রেখেছে। তোমরা যেভাবে খুশী সেভাবে তাকে চাও। কিন্তু নারী তোমাদেরকে যেভাবে খুশী সেভাবে চাইতে পারে না, তোমরা নারীকে যখন খুশী তখন তালাক দিতে পার, অথচ তারা তোমাদেরকে তালাক দিতে পারে না। তোমরা তাদেরকে প্রহার করতে পার, কিন্তু তারা তোমাদেরকে মারতে পারবে না, তোমরা একজন নারীর সাথে দু'জন, তিনজন, চারজন বা একজন ক্রীতদাসী রাখতে পার, কিন্তু তারা দ্বিতীয় স্বামী রাখতে পারে না। তোমরা তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল, কিন্তু তারা তোমাদের ওপর কর্তৃত্বশীল নয় এমন কি তারা তাদের নিজেদের কোনো বিষয়েও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারলে না। (সূরা নিসা : আয়াত-৮-৯)

ঝ. খুনের বদলা খুন একটি ধ্বংসাত্মক কাজ

কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন-

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ "হে জ্ঞানবান লোকেরা! (কেসাসের মধ্যে) প্রতিশোধ গ্রহণে তোমাদের জন্য জীবন আছে। (সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-১৭৯)

অর্থ : আমি তোমাদের কেসাসের (হত্যার বিনিময়ে হত্যা করার নির্দেশ) দিইনি, হে জ্ঞানী ব্যক্তিরা তোমাদের জন্য কেসাসে (হত্যার বিনিময়ে হত্যার মধ্যে) রয়েছে ধ্বংস ও বরবাদ। (সূরা আল মোহতাদীন-৭)

ফোরকানুল হকের ইবলিসী কর্থাবার্তা পড়ার পর অনুমান করা দুষ্কর নয় যে, ইহুদী নাসারাদের অন্তরে কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে গুপ্ত হিংসা বিদ্বেষ প্রকাশ্যে গ্রন্থাকারে বের হয়েছে।

সমস্ত ইবলিসী কর্থাবার্তা সম্পর্কে আমরা পাঠকদেরকে যেদিকে দৃষ্টি ফেরাতে চাই তাহল এই যে, আল্লাহ তাআলাকে, রাসূল ﷺ এবং জিবরাইল (আ) কে (নাউযুবিল্লাহ। আবারো নাউজু বিল্লাহ) বার বার শয়তান বলে আখ্যায়িতকারী ইহুদী নাসারা মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে? (নাউজুবিল্লাহ) কুরআন মাজীদকে শয়তানের আয়াত হিসেবে উল্লেখকারী অভিশপ্ত ইহুদী নাসারারা মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে? ফোরকানুল হকের শয়তানী আয়াতসমূহ বিশ্বাসকারী ইহুদী নাসারা এবং কুরআন মাজীদে আল্লাহর অবতীরণকৃত আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাসকারী মুসলমানদের উদ্দেশ্য কি এক হতে পারে? সূর্য আলোহীন হতে পারে, চাঁদ টুকরা টুকরা হতে পারে, আকাশ বিদীর্ণ হতে পারে, পৃথিবী ফাটতে পারে কিন্তু মুসলমান এবং কাফেরদের মাঝে বন্ধুত্ব হতে পারে না।

উল্লেখ্য, ইহুদী নাসারাদের মুসলমানদের সাথে দুশমনীর বিষয়টি প্রকাশিত এ কয়েকটি আয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা আরো বিস্তৃত।

মিশরীয় সংবাদপত্র 'আল উসবু' ইহুদী নাসারাদের গোপন দলিলসমূহের উদ্ধৃতিতে ফোরকানুল হক লিখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছে। আমি সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে ঐ নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যের কথাও আলোচনা করছি-

১. মুসলমানদেরকে এ বিশ্বাস করানো যে কুরআন মাজীদ আসমানী কিতাব নয়; বরং মানব রচিত গ্রন্থ।
২. পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসমূহকে একথা বিশ্বাস করানো যে, কুরআন মাজীদ নীতিবাচক দৃষ্টিসম্পন্ন একটি গ্রন্থ যা মানব সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তার বিরোধী। আর ফোরকানুল হক ইতিবাচক দৃষ্টি সম্পন্ন একটি গ্রন্থ যেখানে মানবাধিকার, নারীর অধিকার গণতন্ত্রকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে।
৩. পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসমূহকে একথা বিশ্বাস করানো যে, ফোরকানুল হক ভালবাসা, ভাতৃত্ব এবং নিরাপত্তার ধারকবাহক।
৪. পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াকে প্রতিরোধ করা।
৫. ইহুদী নাসারাদের সম্মিলিত সংস্কৃতিকে সমগ্র বিশ্বে বিজয়ী করা।

ফুরকানুল হকের গোপন দলিল নিম্নরূপ-

১. প্রথমে ফোরকানুল হক ইউরোপ এবং ইসরাঈলে বণ্টন করা হবে এরপর আস্তে আস্তে অন্যান্য দেশসমূহে বণ্টন করা হবে।[৫২]

২. জন্মসূত্রে মুসলমানদেরকে বাধ্য করা হবে তারা যেন কুরআন মাজীদ পরিত্যাগ করে ফোরকানুল হককে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে, আর যারা তা গ্রহণ করতে না চাইবে তাদের ওপর যুলম ও নির্যাতনের সমস্ত পন্থা অবলম্বন করা হবে।

৩. তিন চার বছর পর ইউরোপ, আমেরিকা এবং ইসরাঈলের সেনারা মুসলিম দেশসমূহকে অবরোধ করবে যাতে করে মুসলিম দেশসমূহ ফোরকানুল হকের ওপর আমল করতে বাধ্য হয়।

৪. আগামী বিশ বছরে পৃথিবীকে ইসলামমুক্ত করা হবে, যাতে করে একজন মুসলমানও এমন না থাকে যার চিন্তা চেতনায় ইসলাম থাকবে।[৫৩]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ : দিনের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি নেই। বিভ্রান্তি হতে সুপথ প্রকাশিত হয়ে গেছে। সুতরাং যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত রশি ধারণ করল যা কখনো ছিড়বে না। আল্লাহ তা'আলা শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (সূরা আল-বাক্বারা-আয়াত : ২৫৬)

আল কুরআনের আলোকে আক্বীদা (বিশ্বাস)

১. ঈমানের রুকনসমূহ
২. তাওহীদে বিশ্বাস
৩. রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস
৪. কুরআন এবং তার পূর্ববর্তী কিতাসমূহের প্রতি বিশ্বাস
৫. মৃত্যুর পরবর্তী জীবন।

---

[৫২] . কুয়েত ভিত্তিক সাহায্যকারী সংস্থা এহইয়াউততুরাসের রিপোর্ট অনুযায়ী কুয়েতের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসমূহ এবং ইউনিভার্সিটিসমূহে ছাত্রদের মাঝে ফোরকানুল হক উপহার হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। (হাফতা রোযা সহিফা আহলে হাদীস, ২৮ জানুয়ারী ২০০৫ ইং।

[৫৩] . মিশরীয় পত্রিকা আল উসবুর রিপোর্টের বিস্তারিত করাচীর প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকী আহলে হাদীসে ১২-১৮ জানুয়ারী ২০০৫ইং থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.

ঈমানের রুকনসমূহ-اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ

প্রশ্ন-১ : ঈমানের রুকন ছয়টি

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا * غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থ : "রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও বিশ্বাস রাখে-

১. আল্লাহর প্রতি　　২. তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি

৩. তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি　　৪. তার পয়গম্বরগণের প্রতি ।

তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মাঝে কোনো পার্থক্য করি না । তারা বলে আমরা শুনেছি এবং গ্রহণ করেছি । আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই হে আমাদের পালনকর্তা, আর তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে ।"

(সূরা বাকারা-আয়াত : ২৮৫)

প্রশ্ন-২ : ঈমানের পঞ্চম রুকন পরকালের প্রতি বিশ্বাস

وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

অর্থ : যারা বিশ্বাস স্থাপন করে যা তোমরা ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে ।" (সূরা বাকারা : আয়াত-৪)

প্রশ্ন-৩ : ঈমানের ৬ষ্ঠ রুকন হলো ভাগ্যের প্রতি ঈমান রাখা

اَلَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا.

অর্থ : যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই । তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে ।

(সূরা আল ফোরকান-আয়াত : ২)

২.

তাওহীদে বিশ্বাস-اَلتَّوْحِيْدُ

প্রশ্ন-৪ : সংক্ষেপে আল্লাহর পরিচয়

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .اَللّٰهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ .وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

অর্থ : "বল তিনিই আল্লাহ একক, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

(সূরা আল ইখলাস-আয়াত : ১-৪)

প্রশ্ন-৫ : যদি এক উপাস্য ব্যতীত আরো কোনো উপাস্য থাকত তাহলে সব ধ্বংস হয়ে যেত।

لَوْ كَانَ فِيْهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.

অর্থ : "যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু মাবুদ থাকত আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র মহান। (সূরা আল আম্বীয়া-আয়াত : ২২)

৩.

রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস-اَلرِّسَالَةُ

প্রশ্ন–৬ : মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ রাসূল প্রেরণ করেছেন

প্রশ্ন–৭ : কুরআন পার্থক্য ছাড়া রাসূলগণের প্রতি ঈমানের শিক্ষা দেয়

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

অর্থ : "রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও, বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি, তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মাঝে কোনো পার্থক্য করি না। তারা বলে আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য গ্রহণ করেছি। আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই হে আমাদের পালনকর্তা, আর তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (সূরা বাকারা-আয়াত : ২৮৫)

প্রশ্ন-৮ : রাসূল ﷺ সর্বশেষ নবী ও রাসূল

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

অর্থ : "মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"

(সূরা আহযাব-আয়াত : ৪০)

প্রশ্ন-৯ : ঈসা (আঃ) আল্লাহর বিশেষ কুদরতে সৃজিত

প্রশ্ন-১০ : সব নবীর প্রতি ঈমান আনা যেমন ফরয, ঈসা (আঃ)-এর ঈমান আনাও তেমন ফরয

اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ ۗ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ.

অর্থ : "নিশ্চয় মারইয়াম তনয় ঈসা মাসীহ্ আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের প্রতি সঞ্চারিত করেছিলেন এবং তাঁর আদিষ্ট আত্মা। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন।"

(সূরা নিসা-আয়াত : ১৭১)

প্রশ্ন-১১ : ঈসা (আ:) আল্লাহ্র ছেলে নয় এবং মারইয়াম আল্লাহ্র স্ত্রীও নন।

প্রশ্ন-১২ : ঈসা (আ:) কে যারা আল্লাহ্র ছেলে বলে তারা কাফের।

প্রশ্ন–১৩ : জিবরাইল (আ:)ও আল্লাহ্র ছেলে বা মেয়ে নন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۗ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থ : "যারা বলে, 'আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন, তারা তো কুফরী করেছেই– যদিও এক ইলাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই। তারা যা বলে তা হতে বিরত না হলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদের ওপর অবশ্যই যন্ত্রণাদায় শাস্তি আসবে।" (সূরা মায়েদা-আয়াত : ৭৩)

◆ কিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আ:) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। মুসলমানদের সাথে মিলে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং নিজ হাতে তাকে হত্যা করবেন। ঈসা (আ:)-এর আগমনের পর সমগ্র বিশ্বে ইসলামের বিজয় হবে, সর্বত্র নিরাপত্তা, শান্তি, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্বের সুবাতাস বইবে। ঈসা (আ:) চল্লিশ বছর পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।

উল্লেখ্য : ঈসা (আ:) আগমনের পর মুহাম্মদ ﷺ-এর শরীয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।

৪.

اَلْقُرْاٰنُ وَالْكُتُبُ السَّابِقَةُ

আল কুরআন এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ

প্রশ্ন-১৪ : কুরআন মাজীদ পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহ (তাওরাত, যবুর এবং ইঞ্জিল) এর সত্যায়নকারী।

প্রশ্ন-১৫ : কুরআন মাজীদ পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের মূল শিক্ষার সংরক্ষক যা আহলে কিতাবরা পরবর্তীতে নিজেরা পরিবর্তন করেছে।

وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ.

অর্থ : আমি আপনার ওপর অবতীর্ণ করেছি সত্যসহ এ কিতাব, যা সত্যায়নকারী পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের এবং সংরক্ষণকারী তাতে যা আছে তার। সুতরাং আপনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করুন আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছি নির্দিষ্ট শারীআত ও নির্দিষ্ট পথ। আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে অবশ্যই তিনি তোমাদের সবাইকে এক সম্প্রদায় করে দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যাচাই করতে চান যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার মাধ্যমে। অতএব তোমরা সৎ কাজের প্রতি ধাবিত হও। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তারপর তিনি তোমাদের জানাবেন সে বিষয় যাতে তোমরা মতপার্থক্য করতে। (সূরা মায়েদাহ-৪৮)

প্রশ্ন-১৬ : কুরআন শুধু পূর্ববর্তী কিতাবে সত্যায়নই করে না; বরং তাতে বর্ণিত মাসায়েলের বর্ণনাকারী।

وَ مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

অর্থ : "আর এ কুরআন কল্পনা প্রসূত নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এটাতো ঐ কিতাবের সত্যায়নকারী যা এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আবশ্যকীয় বিধানসমূহের বিস্তারিত বর্ণনাকারী। এতে কোনো সন্দেহ নেই, এটা বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

(সূরা ইউনুস-আয়াত : ৩৭)

৫.

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন-اَلْحَيَاةُ بَعْدَ الْمَوْتِ

প্রশ্ন-১৭ : মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হবে

وَ قَالُوْٓا ءَ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا. قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا . اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا.

অর্থ : "তারা বলে আমরা অস্তিত্বে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্থিত হব? বল, তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লৌহ, অথবা এমন সৃষ্টি যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন তারা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে? বল, তিনিই, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতপর তোমার সামনে মাথা নাড়াবে ও বলবে ওটা কবে? বল সম্ভবত শীঘ্রই"। (সূরা বনী ইসরাঈল-আয়াত : ৪৯-৫১)

يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ.

অর্থ : "তিনিই মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবিত করেন এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।" (সূরা রূম-আয়াত : ১৯)

اَلْاَوَامِرُ فِيْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন মাজীদের আলোকে নির্দেশাবলি

১. ইসলামের রুকনসমূহ
২. বংশীয়ধারা
৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক
৪. একাধিক বিয়ে
৫. পর্দা
৬. দাড়ি
৭. কিসাস (হত্যার বিনিময়ে হত্যা)
৮. ইসলামী দণ্ডবিধি
৯. আল্লাহর পথে জিহাদ
১০. সৎকাজের আদেশ এবং
অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ।

১.

ইসলামের রুকনসমূহ-اَرْكَانُ الْاِسْلَامِ

প্রশ্ন-১৮ : ইসলামের প্রথম রুকন তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا * غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

অর্থ : "রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও বিশ্বাস রাখে।

১. আল্লাহর প্রতি

২. তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি

৩. তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি

৪. তার পয়গম্বরগণের প্রতি।

তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মাঝে কোনো পার্থক্য করি না। তারা বলে আমরা শুনেছি এবং গ্রহণ করেছি। আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই হে আমাদের পালনকর্তা, আর তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

(সূরা বাকারা-আয়াত : ২৮৫)

প্রশ্ন-১৯ : ইসলামের দ্বিতীয় রুকন নামায আর তৃতীয় রুকন যাকাত

فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ؕ وَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

অর্থ : "অতএব, যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং নামায আদায় করতে থাকে ও যাকাত দিতে থাকে তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই হয়ে যাবে। আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য বিধানাবলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি।

(সূরা তাওবা-আয়াত : ১১)

প্রশ্ন-২০ : ইসলামের চতুর্থ রুকন রোযা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

অর্থ : " হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের ওপরও রোযাকে ফরয করা হলো, যেন তোমরা সংযমশীল হতে পার।"

(সূরা আল বাকারা-আয়াত : ১৮৩)

প্রশ্ন–২১ : ইসলামের চতুর্থ রুকন হজ্জ

فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ .

অর্থ : "এবং আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা সেসব মানুষের অবশ্য কর্তব্য, যারা শারীরিক ও আর্থিকভাবে ঐ পথ অতিক্রমে সমর্থ্য। যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগত হতে প্রত্যাশামুক্ত।" (সূরা আল ইমরান-আয়াত : ৯৭)

২.

পরিবার পদ্ধতি-نِظَامُ الْأُسْرَةِ

ক. বিয়ে পরিবার পদ্ধতির ভিত্তি-بِنَاءُ الْأُسْرَةِ

প্রশ্ন–২২ : বিয়ে নবীগণের রেখে যাওয়া সুন্নত

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ أَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ.

অর্থ : তোমার পূর্বে আমি তো অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ। (সূরা রা'দ-আয়াত : ৩৮)

প্রশ্ন–২৩ : আল্লাহ তাআলা বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন–২৪ : অভাব এবং বেকারত্বের কারণে বিয়েতে দেরি করা কারো জন্য বৈধ নয়

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ : " তোমাদের মধ্যে যারা বিপত্নীক পুরুষ বা বিধবা স্ত্রী তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর-আয়াত : ৩২)

১. উল্লিখিত আয়াতে অবিবাহিত নারী-পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যে তারা যেন বিয়ে করে এবং এক্ষেত্রে দেরি না করে। যদি কোনো নারী বা পুরুষের অভিভাবক না থাকে এবং তার নিকটআত্মীয়ও যদি না থাকে তাহলে সমগ্র মুসলিম সমাজ এ আয়াত দ্বারা সম্বোধিত হবে। তারা তাদের মাঝের অবিবাহিত নারী-পুরুষদেরকে বিয়ের জন্য সাহায্য করবে।

২. বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবককে সম্বোধন করার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হলো যে, মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি অপরিহার্য।

প্রশ্ন–২৫ : বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো বংশ বিস্তার

প্রশ্ন–২৬ : বিয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো সমাজকে বেহায়াপনা এবং অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করা

প্রশ্ন–২৭ : বিয়ে ব্যতীত নারী পুরুষের গোপন সম্পর্কে স্থাপন করা হারাম।

প্রশ্ন–২৮ : বিয়ে করার বিধান হলো আজীবন নারী-পুরুষ একসাথে থাকার নিয়ত থাকা।

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ.

অর্থ : "অতএব তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে এবং ন্যায়সঙ্গত মহার আদায় করে ব্যভিচারিণী ও গুপ্ত প্রেমিকা ব্যতীত সতী-সাধ্বীদেরকে বিয়ে কর। (সূরা নিসা-আয়াত : ২৫)

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : "তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ। অতএব, তোমরা যখন ইচ্ছা তখন স্বীয় ক্ষেত্রে গমন কর এবং স্বীয় জীবনের জন্য পাথেয় পূর্বেই প্রেরণ কর আর আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রেখ, তোমরা তার সাথে মিলিত হবে। আপনি মুমিনদের সুসংবাদ দিন। (সূরা আল বাকারা-আয়াত : ২২৩)

- ইহুদীরা বলত, পেছন দিক থেকে স্ত্রী সহবাস করলে সন্তান টেরা হবে। উল্লিখিত আয়াতে ইহুদীদের ঐ কথার খণ্ডন করা হয়েছে, স্ত্রীর সাথে সামনে পেছন উভয় দিক থেকেই সহবাস করা বৈধ, তবে পায়খনার রাস্তা দিয়ে সহবাস করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পায়খানার রাস্তা দিয়ে স্ত্রী সহবাসকারী অভিশপ্ত। (আহমদ)

প্রশ্ন–২৯ : বৈবাহিক জীবনে আল্লাহ শান্তি রেখেছেন।

প্রশ্ন–৩০ : বিয়ের পর আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

অর্থ : "এবং তাঁর নির্দেশনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গী, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।
(সূরা রূম : আয়াত-২১)

♦ স্বামী স্ত্রীর মাঝে আল্লাহর দেয়া ভালবাসা এবং আন্তরিকতার সীমা আস্তে আস্তে নিজে থেকে সম্প্রসারিত হতে হতে উভয় পরিবারের সদস্যদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর এখান থেকে এমন একটি সমাজ গড়ে উঠে যে, এর জন্য পরস্পরের প্রতি দয়া, ভালবাসা এবং ত্যাগের মানসিকতা তৈরি হতে থাকে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ইসলামী বিধানে বিয়ের নির্দেশ সমাজে আন্তরিকতা সৃষ্টিতে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন–৩১ : সন্নাসী জীবনযাপন করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন ।

وَ جَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّ رَحْمَةً ۭ وَ رَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا.

অর্থ : "আর সন্নাসবাদ এটাতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল। আমি তাদেরকে এর বিধান দিইনি অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। (সূরা হাদীদ-আয়াত : ২৭)

প্রশ্ন–৩২ : নারী এবং পুরুষ কারোরই গর্ভপাত করার অধিকার নেই।

وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ۭ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا.

অর্থ : "তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্র্যের-ভয়ে হত্যা করো না, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (সূরা বনী ইসরাইল-আয়াত : ৩১)।

اَلرَّجُلُ فِىْ نِظَامِ الْاُسْرَةِ

খ. পরিবারে পুরুষের ভূমিকা

প্রশ্ন–৩৩ : পুরুষ পরিবারের কর্তা।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ.

অর্থ : "পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল। কেননা, আল্লাহ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট দান করেছেন এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।
(সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

অর্থ : "আর নারীদের ওপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (সূরা-বাকারা-আয়াত : ২২৮)

প্রশ্ন–৩৪ : শৃঙ্খলা রক্ষায় নারীর জন্য পুরুষের অনুসরণ করা ওয়াজিব।

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ.

অর্থ : "আর নেককার স্ত্রীলোকেরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তারা তা হেফাযত (সংরক্ষণ) করে।
(সূরা নিসা-আয়াত : ৩৪)

প্রশ্ন–৩৫ : স্বামী তার স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য ৩টি পন্থা অবলম্বন করবে।

وَ الّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا.

অর্থ : "আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তারা তাতে বাধ্য হয়ে যায় তবে আর তাদের জন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার ওপর শ্রেষ্ঠ। (সূরা নিসা-আয়াত-৩৪)

প্রশ্ন-৩৬ : এক তালাকের পর নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীকে রাখা যাবে।

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَ لَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا.

অর্থ : "আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও আর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও, অথবা সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখ না। আর যারা এমন করে নিশ্চয় তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আর তোমরা আল্লাহর আয়াতকে খেলাচ্ছলে গ্রহণ করো না। (সূরা আল বাকারা-আয়াত : ২৩১)

প্রশ্ন-৩৭ : স্ত্রীর ইচ্ছা থাক বা না থাক রেজয়ী তালাকের ইদ্দতের পর স্বামী তাকে নিতে পারবে

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا.

অর্থ : "আর যদি তারা সদ্ভাবে চলতে চায় তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। (সূরা বাকারা-আয়াত : ২২৮)

اَلْمَرْاَةُ فِيْ نِظَامِ الْاُسْرَةِ

গ. পরিবারে নারীর অধিকার

প্রশ্ন–৩৮ : পারিবারিক নিয়মে নারী পুরুষের অধিকার।

وَ الّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا.

অর্থ : "আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও। তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তারা তাতে বাধ্য হয়ে যায় তবে আর তাদের জন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার ওপর শ্রেষ্ঠ। (সূরা নিসা-আয়াত-৩৪)

প্রশ্ন–৩৯ : অধিনস্থ হওয়ার কারণে নারী পুরুষের অনুসরণ করা ওয়াজিব।

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَ لَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا.

অর্থ : "আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও আর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও। অথবা সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখ না। কেননা, যারা এমন করে নিশ্চয় তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আর তোমরা আল্লাহর আয়াতকে খেলাচ্ছলে গ্রহণ করো না। (সূরা আল বাকারা-আয়াত : ২৩১)

প্রশ্ন–৪০ : স্ত্রী স্বামীর সম্পদ, পরিবার এবং তার সম্ভ্রম সংরক্ষণের অধিকার রাখে।

وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا.

অর্থ : "আর নারীদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। কিন্তু যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে পরে কিয়াদংশ তোমাদেরকে প্রদান করে তবে বিবেচনা মত তৃপ্তির সাথে ভোগ কর। (সূরা নিসা : আয়াত-৪)

প্রশ্ন-৪১. নারী তার ঘরোয়া দায়িত্বের কারণে ভালবাসা, আদর ও দয়া পাওয়ার হকদার

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا.

অর্থ : "আর নারীদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। কিন্তু যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে পরে কিয়াদংশ তোমাদেরকে প্রদান করে তবে বিবেচনা মত তৃপ্তির সাথে ভোগ কর। (সূরা নিসা : আয়াত-৪)

প্রশ্ন-৪২ : স্ত্রী ইচ্ছা করলে খোলা তালাক নিতে পারবে

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : যাদের বিবাহের সামর্থ নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে। তোমাদের দাসিগণ সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের ওপর জবরদস্তির পর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা নূর : আয়াত-৩৩)

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا.

অর্থ : তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার হতে একজন ও তার (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

- চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো- মনিব এবং ক্রীতদাসের মধ্যে এমন লিখিত চুক্তি যা পূর্ণ করার পর ক্রীতদাস মনিবের গোলামী থেকে স্বাধীন হতে পারবে।

৩.

আত্মীয়তার সম্পর্ক - صِلَةُ الرَّحِمِ

প্রশ্ন-৪৩ : পরকালীন কল্যাণ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারিদের জন্য।

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ.

অর্থ : "এবং যারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর হিসাবের আশঙ্কা করে (তাদের জন্য রয়েছে পরকালীন কল্যাণ) (সূরা রা'দ : আয়াত-২১)

- মানব সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো "মায়ের উদর"। এ জন্য আত্মীয়তার হক আদায় করাকে (সিলা রহমী) বলা হয়। উদরের সম্পর্কের প্রথম তালিকায় আসে আপন ভাই, বোন, এরপর আত্মীয়তা অনুযায়ী তাদের অধিকার হবে। আত্মীয়তা সম্পর্কের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর হাদীসসমূহ নিম্নরূপ।

১. আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার সম্পর্ককে সম্বোধন করে বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব। (বোখারী)

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক আরশের সাথে ঝুলন্ত। আর তিনি ঘোষণা করছেন- যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে, আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক রাখবেন। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। (বোখারী ও মুসলিম)

৩. যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার হায়াত এবং রিযিক বৃদ্ধি করা হোক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে। (বোখারী ও মুসলিম)

৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে বংশে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, সম্পদ বৃদ্ধি পায়, হায়াতে বরকত হয়। (তিরমিযী)

৫. ঐ ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করল না, যে ব্যক্তি দায়সারাভাবে এ সম্পর্ক রেখে যাচ্ছে; বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক সেই রক্ষা করল যে ব্যক্তির সাথে অন্যরা সম্পর্ক রক্ষা না করলেও সে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। (বোখারী)

৬. এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমি আমার আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলি আর তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালো আচরণ করি আর তারা আমার সাথে খারাপ আচরণ করে। আমি তাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখি, আর তারা আমার সাথে বেয়াদবী করে। নবী ﷺ বললেন, যদি তোমার কথা সঠিক হয় তাহলে তুমি তাদের মুখে আগুন ঢালছ যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে এ আচরণ করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী ফেরেশতা তোমাকে সাহায্য করতে থাকবে। (মুসলিম)

৭. যে ব্যক্তি তোমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখ। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে সাহায্য কর আর যে তোমার প্রতি যুলম করে তুমি তাকে ক্ষমা কর। (আহমদ)

৮. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বোখারী ও মুসলিম)

৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং অবিচার করা ব্যতীত এমন কোনো পাপ নেই, যার শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেও দিবেন এবং পরকালেও দিবেন। (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

১০. কোনো মুসলমানের জন্য জায়েজ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে। আর যে ব্যক্তি তিন দিনের অধিক সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল সে জাহান্নামে যাবে। (আহমদ আবু দাউদ)

১১. যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে এক বছরের বেশি সময় ধরে সম্পর্কে ছিন্ন করে থাকল সে যেন তার ভাইকে হত্যা করল। (আবু দাউদ)

১২. (কিয়ামতের দিন) আমানত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককে আনা হবে, তারা পুলসিরাতের ডানে এবং বামে অবস্থান নিবে। (মুসলিম)

আর যে ব্যক্তি আমানত এবং আত্মীয়তার হক আদায় করবে না তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন)।

৪.

একাধিক বিয়ে-تَعَدُّدِ الْاَزْوَاجِ

প্রশ্ন–৪৪ : ইসলামে এক সাথে চারজন নারীকে বিয়ে করা বৈধ।

প্রশ্ন–৪৫ : একাধিক বিয়ের জন্য শর্ত হলো (ন্যায়পরায়ণতা) রক্ষা করা।

প্রশ্ন-৪৬ : যে ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করতে পারবে না তার জন্য শুধু একটি বিয়ে করা বৈধ।

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا.

অর্থ : "আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পালন করতে পারবে না, তাহলে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভালো লাগে তাদেরকে বিয়ে করে নাও- দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশংকা কর যে, তাদের মাঝে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই। অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে। এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। (সূরা নিসা : আয়াত-৩)

১. জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা নয়জন, দশজন নারীকে বিয়ে করত, ইসলাম চারজন পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করে এ অবিচারের রাস্তা বন্ধ করেছে।

২. কোনো কোনো লোক এতিম মেয়েদের সৌন্দর্য এবং সম্পদের কারণে তাদেরকে বিয়ে করে। কিন্তু তাদের অভিভাবক, উত্তরসূরী না থাকার কারণে তাদের প্রতি বিভিন্নভাবে যুলুম করে। ইসলাম এতিমদের সাথে সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছে। এতে ঈমানদারগণ যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে লাগল এবং এতিম মেয়েদেরকে বিয়ের করার ব্যাপারে ভয় করতে ছিল তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

৫.

পর্দা-اَلْحِجَابُ

প্রশ্ন-৪৭ : নারীদের পর্দার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন-৪৮ : পর্দা নারী-পুরুষের কুমন্ত্রণার প্রতিবন্ধক

وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ .

অর্থ : "তোমরা তাঁর পত্নীগণের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে, এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতা। (সূরা আহযাব : আয়াত- ৫৩)

- যে নির্দেশ নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের জন্য এ নির্দেশ উম্মতের জন্য আরো গুরুত্ববহ।

প্রশ্ন-৪৯ : নারীদের চেহারাও পর্দার অন্তর্ভুক্ত।

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ .

অর্থ : "তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে।

(সূরা নূর : আয়াত-৩১)

- সাধারণত প্রকাশমান এর অর্থ হলো- নারীদের বোরকা এবং জুতা যা পুরুষের আকর্ষণের কারণ হতে পারে, তাই তাদের ব্যাপারে সৌন্দর্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন)।

প্রশ্ন-৫০ : সকল নারীর পর্দার বিধান একই রকম।

প্রশ্ন-৫১ : পর্দা নারীর সম্মান এবং সম্ভ্রম রক্ষক।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

অর্থ : "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে এবং কন্যাগণকে ও মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না, আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব-আয়াত : ৫৯)

প্রশ্ন–৫২ : আবরিত পোশাক আল্লাহভীতির বহিঃপ্রকাশ

يٰبَنِيٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ .

অর্থ : "হে বনী আদম, আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবরিত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটা আল্লাহর নির্দশনাবলি যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা আ'রাফ-আয়াত : ২৬)

প্রশ্ন-৫৩ : নারী-পুরুষের সংমিশ্রিত অনুষ্ঠান এবং বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে যাওয়া হারাম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ .

অর্থ : "হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ কর না। (সূরা আহযাব- আয়াত : ৫৩)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ . فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ .

অর্থ " হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ কর না আর যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও তাহলে তোমরা ফিরে যেও। এটাই তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার মাধ্যম। তোমরা যা কর আল্লাহ সে ব্যাপারে ভালোভাবে অবগত। (সূরা নূর-আয়াত : ২৭-২৮)

প্রশ্ন-৫৪ : যে কোনো শারঈ কারণে বে-পর্দা নারীকে দেখা নিষেধ।

প্রশ্ন–৫৫ : দৃষ্টিকে সংরক্ষণ করার মাধ্যমেই লজ্জাস্থান সংরক্ষিত হবে।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ

اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ .

অর্থ : "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্রতা, নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন। (সূরা নূর : আয়াত-৩০)

প্রশ্ন–৫৬ : নারী ইচ্ছা করে পুরুষের চোখে চোখে কথা বলা যাবে না।

প্রশ্ন–৫৭ : যে নারী চোখ সংরক্ষণ করবে সে লজ্জাস্থানও সংরক্ষণ করবে।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

অর্থ : "আপনি ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। (সূরা নূর : আয়াত-৩০)

প্রশ্ন–৫৮ : পর্দারত অবস্থায়ও নারী এমন কিছু করবে না যা পুরুষকে আকৃষ্ট করে।

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَتُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

অর্থ : "তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে, মুমিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তওবা কর, যাতে তোমরা সফল কাম হও। (সূরা নূর-আয়াত : ৩১)

প্রশ্ন-৫৯ : নারীর বে-পর্দা হয়ে থেকে বের হওয়া জাহেলি যুগের কাজ।

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى .

অর্থ : "তোমরা গৃহ অভ্যন্তরে অবস্থান করবে, জাহেলিয়াতের যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। (সূরা আহযাব : আয়াত-৩৩)

প্রশ্ন–৬০ : বৃদ্ধা নারী পর্দার প্রতি আগ্রহী থাকা সওয়াবের কাজ হবে।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۢ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرًا لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

অর্থ : "বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে তাদের জন্য দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম; আল্লাহ সর্ব শ্রোতা সর্বজ্ঞ"। (সূরা নূর-আয়াত : ৬০)

প্রশ্ন–৬১ : যাদের সাথে পর্দা করতে হবে না তারা নিম্নরূপ।

১. স্বামী,	২. পিতা,	৩. শ্বশুর,
৪. পুত্র,	৫. স্বামীর পুত্র,	৬. কন্যার পুত্র
৭. ভ্রাতা,	৮. ভ্রাতুষ্পুত্র,	৯. ভগ্নিপুত্র

এ সমস্ত আত্মীয় ব্যতীত অন্য সমস্ত আত্মীয় গাইর মাহরাম (তাদের সাথে বিয়ে বৈধ) তাদের সাথে পর্দা করতে হবে।

প্রশ্ন–৬২ : উল্লিখিত আত্মীয় ভিন্ন যাদের সাথে সচরাচর দেখা সাক্ষাত হয়, লজ্জাশীল ভদ্র নারী, ক্রীতদাসী, অল্পবয়সী মেয়েদের সামনে সাজ সজ্জা প্রকাশ করা যাবে।

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ.

অর্থ : "এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নি পুত্র, স্ত্রী লোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামমুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। (সূরা নূর-আয়াত : ৩১)

১. উল্লেখ্য, চাচা, মামা, দুধসূত্রের আত্মীয়ও মাহরাম (তাদের সাথে বিয়ে অবৈধ)

২. হাদীসে বর্ণিত পর্দা সংক্রান্ত বিধি-বিধানসমূহ নিম্নরূপ।

ক. নবী ﷺ বলেছেন, নারীর সর্বাঙ্গ পর্দা, যখন সে বে-পর্দা হয়ে বের হয় তখন শয়তান তাকে তৃপ্তিসহকারে দেখে নেয়।

খ. চোখের ব্যভিচার গাইর মাহরামদের (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ তাদের) দিকে তাকালে। (মুসলিম)

গ. ইহরাম অবস্থায় পর্দা না করার জন্য নারীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (তিরমিযী)

এ নির্দেশ থেকে একথা স্পষ্ট যে, ইহরাম ব্যতীত অন্য সময় পর্দা করা নির্দেশিত। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেছেন, হজ্জের সময় যখন আরোহীরা আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত তখন আমরা চেহারা এবং মাথায় চাঁদর দিতাম কিন্তু যখন আরোহীরা আমাদেরকে অতিক্রম করে চলে যেত তখন আমরা চেহারা থেকে পর্দা সরিয়ে দিতাম। (আহমদ, ইবনে মাযাহ) চেহারায় পর্দা করার ব্যাপারে এটা স্পষ্ট দলিল।

ঘ. ইফকের ঘটনায় (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা) গলার হার হারানোর ঘটনা সম্পর্কে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল আমাকে পর্দার বিধানের আগে দেখেছিল, যখন সে আমাকে দেখল তখন বলল : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, তখন আমি ঘুম থেকে উঠে আমার চেহারা চাদর দিয়ে আবরিত করে নিলাম। (বোখারী ও মুসলিম)

ঙ. পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর উম্মে সালামা এবং উম্মে মাইমুনা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে বসে ছিল। তখন একজন অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর নিকট আসলে তিনি তাদের উভয়কে পর্দা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তখন উম্মে সালামা (রা) জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সে তো অন্ধ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন। তুমিতো দৃষ্টি সম্পন্ন। (তিরমিযী)

চ. এক মহিলা (উম্মে খাল্লাদ) পর্দা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলো এবং নিজের ছেলে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিছু জিজ্ঞেস করল, সাহাবাগণ আশ্চার্য হয়ে বলল, এ মহিলা তার নিহত ছেলে সম্পর্কে জানতে এসেছে অথচ সে পর্দা করে আছে? মহিলা বলল, আমার ছেলে নিহত হয়েছে কিন্তু লজ্জাতো রয়ে গেছে। (আবু দাউদ)

ছ. আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে তাঁর দুধ সম্পর্কের চাচা (আফলাহ)-এর সাথে পর্দা করত না। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর যখন (আফলাহ) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-এর নিকট আসল তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাকে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে বলল, ভিতরে আসার অনুমতি দিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তোমার চাচা তার সাথে কোনো পর্দা নেই। তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন। (বোখারী ও মুসলিম)

জ. আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম ছিল। তাই পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সে বিনা বাধায় তাঁর ঘরে আসা যাওয়া করত। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন। (বোখারী ও মুসলিম)

ঝ. এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং উম্মুল মুমেনীন সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা একটি উটে আরোহী ছিলেন। উটটি হোঁচট খেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং উম্মুল মুমেনীন সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা উটের পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। ত্বালহা এবং আনাস (রা) সাথে ছিল, ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উঠানোর জন্য এগিয়ে আসলে তিনি বললেন, মহিলার প্রতি লক্ষ্য রেখা তখন ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রথমে নিজের চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে এরপর সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট গেল এবং চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে সোয়ারীর ওপর উঠাল। (বুখারী)

ঞ. এক মহিলা পর্দার আড়ালে থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, এটা কি পুরুষের হাত না মহিলার? সে বলল : মহিলা। তিনি বললেন, মহিলার হাত, তাহলে কমপক্ষে নখে মেহেদী মাখবে। (আবু দাউদ)

ট. একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কুলির বেঁচে যাওয়া পানি আবু মূসা এবং বেলাল (রা)-কে দিলেন যে, এ পানি পান কর এবং চেহারায় মাখ, উম্মে সালমা (রা) পর্দার আড়াল থেকে তা দেখছিলেন এবং বললেন, এ বরকতময় পানির কিছু পানি মায়ের জন্যও রেখে দিও। (বুখারী)

ঠ. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা মৃত্যুর পূর্বে এ ওসিয়ত করলেন যে, আমার দাফন রাতে করবে এবং পর্দার প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখবে। এ সমস্ত ঘটনাবলি নারীর চেহারা পর্দার ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল।

(অতএব যে চায় সে যেন তা মানে আর যে চায় সে যেন তা প্রত্যাখ্যান করে)।

৬.

দাড়ি-اَللِّحْيَةُ

প্রশ্ন–৬৩ : দাড়ি রাখা নবীগণের সুন্নত।

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَ لَا بِرَأْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ.

অর্থ : "তিনি বললেন : হে আমার জননী-তনয়, আমার দাড়ি এবং কেশ ধরে আকর্ষণ করো না। আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, তুমি বলবে : তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছ এবং আমার বাক্য পালনে যত্নবান নও।

(সূরা ত্বা-হা : আয়াত-৯৪)

প্রকাশ থাকে যে, দাড়ি সম্পর্কে বর্ণিত বিধি-বিধানের আলোকে আলেমগণ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন, এ সম্পর্কে কিছু হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো-

১. মুশরিকদের বিরোধিতা কর দাড়ি ছাড় আর মোচ কাট। (বুখারী)

২. আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন মোচ কাটি এবং দাড়ি ছাড়ি। (মুসলিম)

৩. দশটি বিষয় ফিতরাত (ইসলামী স্বভাবগত অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত), যার মধ্যে একটি হলো, মোচ কাটা এবং দাড়ি বড় করা। (মুসলিম)

৪. একজন অগ্নিপূজক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল, তার দাড়ি মুণ্ডানো ছিল আর গোঁফ ছিল বড়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদেরকে দাড়ি মুণ্ডাতে এবং গোঁফ বড় করার অনুমতি কে দিল? সে বলল : আমার রব (অর্থাৎ আমার বাদশাহ) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার রব তো আমাকে দাড়ি বড় করতে এবং মোচ ছোট করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (ত্বাবাকাত ইবনে সা'দ)

৫. পারস্যের বাদশাহ্র দু'জন সৈন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গ্রেফতার করার জন্য আসল। তাদের উভয়ের দাড়ি মুণ্ডানো ছিল, আর মোচ বড় ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দেখে তাঁর চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : তোমাদের উভয়ের জন্য ওয়াইল জাহান্নাম, তোমাদেরকে কে এ রকম করার অনুমতি দিল? তারা বলল, আমাদের রব, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার রব তো আমাকে দাড়ি বড় করতে এবং মোচ ছোট করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

৭.

কিসাস (হত্যার বিনিময়ে হত্যা)-اَلْقِصَاصُ

প্রশ্ন–৬৪ : ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হত্যাকারিকে হত্যা করা।

প্রশ্ন–৬৫ : নিহতের উত্তরসূরীরা ইচ্ছা করলে হত্যার বিনিময় হত্যা, রক্তপণ অথবা ক্ষমা করতে পারে।

প্রশ্ন–৬৬ : হত্যার বদলে হত্যা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালোভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৭৮)

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হত্যার বিনিময়ে হত্যা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় তার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত এবং গজব। তার কোনো ফরয এবং নফল ইবাদত আল্লাহর নিকট কবুল হবে না।

(আবু দাউদ ও নাসায়ী)

৩. রক্তপণের পরিমাণ একশত উট বা তার সমপরিমাণ অর্থ।

প্রশ্ন–৬৭ : ভুলে কৃত হত্যার শাস্তি হলো মুসলমান গোলাম আযাদ এবং রক্তপণ।

প্রশ্ন–৬৮ : নিহতের উত্তরাধিকারী নিজের ইচ্ছায় ক্ষমা করতে পারবে।

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ

رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّ دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَىٰٓ اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

অর্থ : কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের কাজ নয়। তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোনো মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়। যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন হয় তবে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। (সূরা নিসা-আয়াত :৯২)

১. ভুলে কৃত হত্যার অর্থ হলো- যেখানে হত্যার নিয়ত বা ইচ্ছা থাকে না, এমনকি ঝগড়ার সময় এমন কোনো অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি যা দিয়ে সাধারণত হত্যা করা হয়ে থাকে। যেমন- ছুরি, তরবারী।
২. উল্লেখ্য, ভুলে কৃত হত্যায় নিহতের ওয়ারিশরা কিসাস দাবি করতে পারবে না।

প্রশ্ন–৬৯ : যে ব্যক্তি গোলাম আযাদ করার ক্ষমতা রাখে না সে একাধারে দু'মাস রোযা রাখবে।

وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَىٰٓ اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۫ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

অর্থ : আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যে এটা করতে পারবে না সে একাধিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করবে। তওবার জন্য এটা আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
(সূরা নিসা- আয়াত : ৯২)

♦ রোযা রাখাকালে যদি কোনো রোযা বাদ পড়ে, তাহলে আবার নতুন করে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। তবে যদি শরয়ী কারণে রোযা ভাঙ্গে তাহলে নতুন করে দুইমাস রোযা রাখতে হবে না, যেমন- হায়েয, নেফাস, কঠিন কোনো রোগ যার ফলে রোযা কষ্টকর হয়। (আহসানুল বায়ান)

৮.

ইসলামী দণ্ডবিধি-اَلْحُدُوْدُ الشَّرْعِيَّةُ

ক. চুরির শাস্তি-حَدُّ السَّرَقَةِ

প্রশ্ন-৭০ : চোরের শাস্তি হাত কাটা

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অর্থ : " আর যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তোমরা তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে তাদের হাত কেটে দাও, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি । আর আল্লাহর অতিশয় ক্ষমতাবান, মহা প্রজ্ঞাময় । (সূরা মায়েদা : আয়াত-৩৮)

খ. ডাকাতির শাস্তি-حَدُّ قَطْعِ الطَّرِيْقِ

প্রশ্ন-৭১ : ডাকাত ডাকাতিকালে কাউকে হত্যা করলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড ।

প্রশ্ন-৭১ : ডাকাত ডাকাতিকালে হত্যা ও লুট করলে শাস্তি হবে ফাঁসি ।

প্রশ্ন-৭৩ : যদি অপরাধিরা মাল লুট করে কিন্তু কাউকে হত্যা না করে তাহলে এর-শাস্তি হিসেবে তাদের হাত পা বিপরীতভাবে কাটতে হবে ।

প্রশ্ন-৭৪ : ডাকাতির চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে তার শাস্তি হবে দেশান্তরিত করা ।

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

অর্থ : "যারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে আর ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে, অথবা ভূ-পৃষ্ঠ

হতে বের করে দেয়া হবে। এটা তো ইহলোকে তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর পরকালেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৩৩)

- আলেমগণের মতে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারিদের জন্য এ শাস্তি। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন।)

গ. মিথ্যা অপবাদের শাস্তি-حَدُّ الْقَذْفِ

প্রশ্ন-৭৫ : মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ৮০টি বেত্রাঘাত।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

অর্থ : "যারা সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী হাজির করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। আর তারাইতো সত্য-ত্যাগী। (সূরা নূর : আয়াত-৪)

ঘ. ব্যভিচারের শাস্তি-حَدُّ الزِّنَا

প্রশ্ন-৭৭ : অবিবাহিত ব্যভিচারী নর-নারীর জন্য ১০০ বেত্রাঘাত

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّ لَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও, মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের এ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা নূর : আয়াত-২)

প্রশ্ন-৭৮ : বিবাহিত নর বা নারীর ব্যাভিচারের শাস্তি।

১. বিবাহিত নর বা নারীকে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে পাথর মেরে হত্যা করার বিধান সহীহ এবং ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এর পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও রজম (পাথর মেরে হত্যার) বিধান কার্যকর ছিল। উল্লেখ্য, রজমের আয়াত কুরআন মাজীদের সূরা আহ্যাবে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে, তবে বিধানটি বলবৎ আছে।

(আশরাফুল হাওয়াশী, সূরা নূর হাশিয়া নাম্বার-৯, পৃ : ৪-১৮)

২. যদি নর এবং নারী উভয়ের সম্মতিতে ব্যভিচার হয়ে থাকে তাহলে এ শাস্তি তাদের উভয়েরই হবে। কিন্তু যদি তাদের উভয়ের মধ্যে কোনো একজন জোরপূর্বক তা করে থাকে, তাহলে যে জোরপূর্বক ব্যভিচার করেছে তাকেই এই শাস্তি দেয়া হবে। আর যাকে জোর করে বাধ্য করা হয়েছে সে নির্দোষ বলে প্রমাণিত হবে।

৩. উল্লেখ্য, শরিয়তে ব্যভিচারের অপরাধ শিথিলযোগ্য কোনো অপরাধ নয়। যার প্রমাণ নবী ﷺ-এর যুগে ঘটে যাওয়া এ ঘটনাটি। এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন করল ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমাদের মাঝে আপনি আল্লাহর কিতাবের আলোকে ফায়সালা করুন। মামলার অপর পক্ষ অধিক জ্ঞানবান ছিল। সে বলল, হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করুন। কিন্তু

আমাকে কথা বলার সুযোগ দিন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আচ্ছা বল সে বলল : আমার ছেলে তার ঘরে কাজ করত, সে তার মনিবের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। লোকেরা আমাকে বলেছে, তোমার ছেলেকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। আমি এর বিনিময়ে একশত বকরি সদকা করেছি এবং একজন ক্রীতদাসী আযাদ করেছি। এরপর আমি আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা বলেছে, তোমার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করতে হবে। আর অপরপক্ষের স্ত্রীকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঐ সত্তার কসম! তাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ীই ফায়সালা করব। প্রথম পক্ষকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তোমার বকরি এবং ক্রীতদাসী ফেরত নাও। তোমার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করতে হবে। এরপর এক সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি আগামী দিন ঐ মহিলার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, যদি সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে তাহলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করবে। ঐ সাহাবী পরের দিন ঐ মহিলাকে জিজ্ঞেস করলে মহিলা ব্যাভিচারের কথা স্বীকার করল, তখন নবী ﷺ-এর ফায়সালা অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো।

(বুখারী ও মুসলিম)

৬. মদ পানের শাস্তি- حَدُّ شُرْبِ الْخَمْرِ

প্রশ্ন-৭৯ : মদপানের শাস্তি ৮০টি বেত্রাঘাত।

আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হলো, যে মদ পান করেছিল অতঃপর তাকে দুটি লাঠি দিয়ে ৪০টি বেত্রাঘাত করা হল। (বর্ণনাকারী বলেন) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর শাসনামলে এ বিধান কার্যকর রেখেছেন। ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শাসনামলে সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : সমস্ত শাস্তির মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি হলো ৮০টি বেত্রাঘাত। অতপর ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ৮০টি বেত্রাঘাত কার্যকর রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন।

(মুসলিম)[৫৪]

১. উল্লেখ্য, আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধিতে পরিবর্তন পরিবর্ধন তো দূরের কথা এমনকি আল্লাহর দণ্ডবিধিতে সুপারিশ করাও কঠোরভাবে নিষেধ। মাখযুম বংশের ফাতেমা নামে এক মহিলা চুরী করলে কুরাইশরা উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু -কে সুপারিশকারী হিসেবে পাঠাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন, উসামা তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধিতে সুপারিশ করছ। যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করে তাহলে আমি তার হাত কেটে দিব। (এক্ষেত্রে কারো কোনো সুপারিশ গ্রহণ করব না)। (বুখারী ও মুসলিম)

২. চুরি এবং ডাকাতি হওয়া মালের মালিক তার মালের অধিকার ক্ষমা করতে পারে। তিনি চোর বা ডাকাতের শাস্তি ক্ষমা করার অধিকার রাখে না।

৩. কিসাসের (হত্যার বিনিময়ে হত্যা) ক্ষেত্রে সুপারিশ বা ক্ষমা করা জায়েয।

---

[৫৪]. কিতাবুল হুদুধ, বাব হদ্দুল খামর।

৯.

আল্লাহর পথে জিহাদ-اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

প্রশ্ন–৭৯ : মুসলমানদেরকে সর্বদা কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকতে হবে।

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ.

অর্থ : "তোমরা কাফিরদের মোকাবেলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে। এছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি দেয়া হবে, তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (সূরা আনফাল : আয়াত-৬০)

প্রশ্ন–৮০ : যুদ্ধের জন্য মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ.

অর্থ : "হে নবী, মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে তবে তারা একশত কাফেরের ওপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে একশজন থাকলে তারা এক হাজার কাফেরের ওপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধ শক্তি নেই , কিছু বোঝে না। (সূরা আনফাল : আয়াত-৬৫)

প্রশ্ন–৮১ : স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার প্রতিফল হলো জান্নাত।

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ

فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ فَیَقْتُلُوْنَ وَ یُقْتَلُوْنَ ۔ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِیْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰی بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰہِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَیْعِكُمُ الَّذِیْ بَایَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ.

অর্থ : "নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদকে জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অতপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের ওপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য। (সূরা তাওবা : আয়াত-১১১)

প্রশ্ন-৮১ : যারা স্বীয় জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা পুরস্কার পাবে।

هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ . یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰی تِجَارَةٍ تُنْجِیْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِیْمٍ . تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰہِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ یُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَیِّبَةً فِیْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ.

অর্থ : "হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে যুদ্ধ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাত হবে উত্তম বাসগৃহ, এটা মহা সাফল্য। (সূরা আসসফ : আয়াত-১০-১২)

১০.

اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ

প্রশ্ন–৮৩ : সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় **কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।** (সূরা আল ইমরান–১০৪)

♦ সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ সংক্রান্ত কিছু হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখে, (সে যদি ক্ষমতাবান হয়) তাহলে তার উচিত হাত দিয়ে তাতে বাধা দেয়া। যদি হাত দিয়ে বাধা দেয়ার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখ দিয়ে বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে, আর মুখ দিয়েও যদি বাধা না দিতে পারে তাহলে মনে মনে তা ঘৃণা করবে। আর এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। (মুসলিম)

২. নবী ﷺ বলেন, বনী ইসরাঈলের অধপতনের প্রাথমিক পর্যায় এ ছিল যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে ঐ ব্যক্তিকে কোনো অন্যায় কাজ করতে দেখলে তখন তাকে বলত, হে ভাই তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং এ অন্যায় কাজ কর না, এটা তোমার জন্য জায়েয নয়। (কিন্তু সে তা মানত না)। যখন পরের দিন তার সাথে আবার দেখা হতো তখন (তার সাথে রাগ না করে) আগের সম্পর্কের জের ধরে তার সাথে পূর্বের ন্যায় পানাহার, উঠা-বসা শুরু করত। যখন লোকেরা এভাবেই চলতে লাগল তখন আল্লাহ তাদের সকলের অন্তর একরকম করে দিলেন। এরপর নবী ﷺ এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তাদের ওপর দাউদ ও ঈসা (আ:)-এর যবানে অভিসম্পাত করেছেন। কেননা, তারা নাফরমানী করতেছিল, সীমালঙ্ঘন করত, একে অপরকে ঐ সমস্ত মন্দ কাজ থেকে বাধা দিত না যা তারা করত। (তিরমিযী)

৩. যখন মানুষ তার সামনে অন্যায় হতে দেখবে, আর ঐ অন্যায়কারিকে বাধা দিবে না তাহলে খুব শীঘ্রই তাদের ওপর ঐ সময় আসবে যখন আল্লাহ সকলকে শাস্তিতে নিক্ষেপ করবেন। (ইবনে মাযাহ, তিরমিযী)

৪. ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যে মানুষকে সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে না। (তিরমিযী)

৫. ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিতে থাক এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতে থাক। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের ওপর আযাব চালিয়ে দিবেন আর তখন তোমরা দোয়া করতে থাকবে তখন তোমাদের দুআ কবুল করা হবে না। (তিরমিযী)

৬. যে সমস্ত লোক আল্লাহর বিধান অমান্যকারিদের মাঝে থাকে, আর ঐ অপরাধ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা প্রতিহত করে না, আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকদেরকে তাদের মৃত্যুর আগে আযাবে নিপতিত করবেন।

(আবু দাউদ, ইবনু মাযা)

৭. আল্লাহ তাআলা জিবরাইল (আ)কে নির্দেশ দিলেন যে, ওমুক ওমুক শহরকে তার অধিবাসীসহ ধ্বংস করে দাও। জিবরাইল (আঃ) বলল, ঐ শহরে অমুক বান্দা আছে যে কখনো আপনার কোনো নাফরমানী করেনি। আল্লাহ তাআলা বললেন, তাকেও ধ্বংস করে দাও। কেননা, মন্দকাজ হতে দেখে সে কখনো তাতে বাধা দেয়নি। (বাইহাকী)

৮. মুসলিম সমাজে সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজে নিষেধ এ দায়িত্ব যারা পালন করে না, তাদের উদাহরণ দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের উদাহরণ হলো এমন যে, কোনো জাহাজের ওপরে তলায় কিছু লোক আরোহণ করল আবার কিছু লোক তার নিচ তলায় আরোহণ করল। পানির জন্য নিচের লোকদের ওপরে যেতে হয়, ফলে ওপরের লোকদের কষ্ট হয়, তাই নিচের লোকেরা তাদের আরামের জন্য জাহাজে ছিদ্র করতে চাইল, তখন যদি ওপরের লোকেরা তাদেরকে বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যাবে আবার অন্যদেরকেও বাঁচাতে পারবে। আর বাধা না দিলে তাদেরকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবে, আবার নিজেরাও মৃত্যুর মুখে পড়বে। (বুখারী)

৯. মানুষের স্ত্রী, সম্পদ, জীবন, তার সন্তান, তার প্রতিবেশীর মাঝে ফিতনা রয়েছে। যা নামায, রোযা, সাদকা, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের মাধ্যমে দূর হয়ে যায়। (মুসলিম)

اَلنَّوَاهِيْ فِيْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ

আল কুরআনের আলোকে নিষেধাবলি

১. মিথ্যা	২. গীবত (পরনিন্দা)
৩. ঘুষ	৪. সুদ
৫. ছবি	৬. যাদু
৭. গান-বাজনা	৮. মদ
৯. জুয়া	১০. ব্যভিচার
১১. সমকামিতা	১২. আত্মহত্যা
১৩. হত্যা	১৪. ইহুদী নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব
১৫. নবী (সা) কে ঠাট্টা বিদ্রূপ	১৬. মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)

১.

মিথ্যা-كِذْبٌ

প্রশ্ন-৮৪ : মিথ্যা বলা কবীরা গোনাহ।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না

(সূরা মু'মিন : আয়াত-২৮)

- মিথ্যা কী? তা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার বাচ্চাকে বলল, আমার নিকট আস আমি তোমাকে কিছু দিব। অতপর কিছু দিল না, তাহলে এটা মিথ্যা হবে। (আহমদ)

মিথ্যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কিছু হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো-

১. যখন কোনো ব্যক্তি কোনো মিথ্যা কথা বলে, তখন মিথ্যার গন্ধে ফিরিশতা তার কাছ থেকে একমাইল দূরে সরে যায়। (তিরমিযী)

২. মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপ জাহান্নামে নিয়ে যায়। (বোখারী)

৩. ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে গেল, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তার জন্য জাহান্নাম, তার জন্য জাহান্নাম। (তিরমিযী)

৪. মিথ্যা ইবাদতের সওয়াবকে নষ্ট করে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রোযাদার মিথ্যা বলা এবং ঐ অনুযায়ী কাজ করা পরিহার না করলে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই যে সে পানাহার ত্যাগ করবে। (বুখারী)

৫. কবীরা গোনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহ হলো- শিরক, পিতা-মাতার নাফরমানী, মিথ্যা সাক্ষী, মিথ্যা কথা। (মুসলিম)

৬. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন প্রকার লোকের দিকে দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাব দিবেন।

ক. বৃদ্ধ ব্যভিচারী

খ. মিথ্যুক শাসক

গ. গরিব অহংকারী। (মুসলিম)

৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি চিত হয়ে শুয়ে আছে, আর অপর ব্যক্তি একটি লোহার আঁকড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার চেহারার এক পার্শ্বের ঠোট থেকে ঘাড় পর্যন্ত চিরে দিচ্ছে, আবার তার চেহারার অপর পার্শ্বে গিয়ে অপর ঠোট থেকে ঘাড় পর্যন্ত এবং অপর চোখ থেকে ঘাড় পর্যন্ত চিরে দিচ্ছে। ততক্ষণে চেহারা পূর্বের অংশের চোখ ঘাড় পর্যন্ত ঠিক হয়ে যায়, তখন ঐ লোকটি আবার এসে তা চিরতে শুরু করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাইল (আ:)কে জিজ্ঞেস করল এটা কে? জিবরাইল (আ) বলল, সে ঐ ব্যক্তি যে সকালে তার ঘর থেকে বের হয়ে মিথ্যা বলত এরপর তার ঐ মিথ্যা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ত। (বুখারী)

২.

গীবত (পরনিন্দা)-اَلْغِيْبَةُ

প্রশ্ন–৮৫ : গীবত করা কবীরা গোনাহ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি বেশি ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকবে। নিশ্চয় কতিপয় ধারণা গুনাহের কাজ "একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না, তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই মনে কর, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা হুজরাত : আয়াত-১২)

- গীবত (পরনিন্দা) কাকে বলে তা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, গীবত হলো এই যে, তুমি তোমার ভাইকে এমনভাবে স্মরণ করবে যা তার অপছন্দনীয়। সাহাবাগণ আরয করল, যদি ঐ দোষ তার মধ্যে থাকে? রাসূল (সা) বললেন-যদি সেটি তার মধ্যে থাকে তাহলে এটা গীবত (পরনিন্দা) আর যদি না থাকে তাহলে তাকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হলো। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

গীবত (পরনিন্দা) সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু হাদীস নিম্নরূপ-

১. গীবত (পরনিন্দা) ব্যভিচারের চেয়েও কঠিন পাপ। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, গীবত (পরনিন্দা) কী করে ব্যভিচারের চেয়ে কঠিন পাপ? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে এরপর তওবা করে তাহলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু গীবতকারিকে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে না যতক্ষণ না তাকে ঐ ব্যক্তি ক্ষমা করবে যার গীবত (পরনিন্দা) সে করেছে। (বায়হাকী)

২. মায়েয আসলামীকে ব্যভিচারের অপরাধে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছিল, তখন এক ব্যক্তি অপরজনকে বলল, এই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর, আল্লাহ তার পাপকে ঢেকে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রবৃত্তি তাকে ছাড়েনি, যতক্ষণ

না কুকুরের ন্যায় তাকে মারা হলো। রাসূলুল্লাহ এই কথাটি শুনে নিল, পথিমধ্যে তিনি কিছু গাধার মৃতদেহ দেখতে পেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) থেমে গেলেন এবং এ উভয় ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, আস এগুলো ভক্ষণ কর। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ এগুলো কে খাবে? তিনি বললেন, যেভাবে তোমরা তোমার ভায়ের ইজ্জতকে নষ্ট করলে সেটা এই মৃতদেহ ভক্ষণ করার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি অপরাধ। (আবু দাউদ)

৩ আয়েশা উম্মুল মুমেনীন হাফসা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ -কে বলল, সে এরকম ঐরকম, (খাঁট) রাসূলুল্লাহ বললেন। আয়েশা তুমি এমন কথা বললে, যে কথাটিকে যদি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তা সমুদ্রকে তিক্ত করে দিবে। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

৪. রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে রাতে আমি মেরাজে গিয়েছিলাম ঐ রাতে আমি এমন কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদের নখ ছিল তারা তাদের নখ দিয়ে স্বীয় মুখ এবং বুকের গোশত কাটছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাইল (আ) বলল, তারা ঐ সমস্ত লোক যারা পৃথিবীতে মানুষের গোশত ভক্ষণ করত, (পরনিন্দা) করত এবং তাদের সম্মান নষ্ট করত। (আবু দাউদ)

৩.
ঘুষ-اَلرِّشْوَةُ

প্রশ্ন-৮৬ : ঘুষ গ্রহণ করা কবীরা গুনাহ।

وَلَا تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : "এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না এবং তা বিচারকের নিকট এ জন্য উপস্থিত কর না, যাতে তোমরা জ্ঞাতসারে লোকের ধনের অংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতে পার।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৮)

ঘুষ সম্পর্কে বর্ণিত কিছু হাদীস নিম্নরূপ-

১. ঘুষদাতা এবং গ্রহিতার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। (ইবনে মাযাহ)

২. বিচার পাওয়ার জন্য ঘুষদাতা এবং গ্রহিতার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।

(মাজামাউয যাওয়ায়েদ)

৩. যে ব্যক্তি বিচার করার জন্য ঘুষ নেয় ঐ ঘুষ তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে আড় হয়ে যায়। (কানযুল উম্মাল)

৪. যে জাতির মাঝে ঘুষ প্রথা ব্যাপকতা লাভ করে ঐ জাতিকে কাফেরদের ভয়ে ভীত করা হয়। (কানযুল আহমদ)

হারাম উপার্জন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশনা নিম্নরূপ-

১. হারাম উপার্জনে গঠিত গোশত জান্নাতে যাবে না। যে গোশত হারাম উপার্জন দ্বারা গঠিত হয়েছে তা জাহান্নামেরই উপযুক্ত। (আহমদ)

২. হারাম উপার্জনের সম্পদের দান গ্রহণ করা হয় না। (আহমদ)

৩. যে ব্যক্তি একটি কাপড় দশ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করল, আর ঐ দিরহামসমূহের মধ্যে এক দিরহাম ছিল হারাম উপার্জন, তাহলে যতক্ষণ সে ঐ কাপড় পরিধান করবে ততক্ষণ তার নামায আল্লাহ কবুল করবেন না। (আহমদ)

৪. কোনো ব্যক্তি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত শরীরে, এলোকেশে (হজ্জ করার) জন্য আসে, আর উভয় হাত উর্ধ্বে উঠিয়ে দুআ করতে থাকে "হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ তার অবস্থা হলো এই যে, তার পানাহার, পোশাক সব হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ দিয়ে প্রস্তুতকৃত, তার শরীর হারাম উপার্জিত সম্পদ দ্বারা লালিত, তাহলে তার দুআ কীভাবে কবুল হবে? (মুসলিম)

৪.

সুদ -اَلرِّبَا

প্রশ্ন-৮৭ : সুদ দেয়া এবং নেয়ার মাধ্যমে সম্পদের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ .

অর্থ : আল্লাহ সুদকে নষ্ট করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন, আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো অবিশ্বাসী পাপিকে। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৭৬)

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠ فِيْۤ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

অর্থ : "যে সম্পদ তোমরা মানুষকে সুদ হিসেবে দিয়ে থাক যাতে করে তাদের সম্পদের মাধ্যমে তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর নিকট তা বৃদ্ধি পায় না। অবশ্য আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক মূলত তা তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে। (সূরা রূম : আয়াত-৩৯)

প্রশ্ন-৮৮ : সুদের লাভ গ্রহণ করা নিষেধ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

(সূরা বাকারা–আয়াত : ২৭৮)

প্রশ্ন-৮৯ : সুদ ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা পরিচালনাকারিদের প্রতি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের যুদ্ধ ঘোষণা।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ.

অর্থ : "অতপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজেরা মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার কর না এবং কেউ তোমাদের ওপর অত্যাচার করবে না। (সূরা বাক্বারা-আয়াত : ২৭৯)

প্রশ্ন-৯০ : সুদদাতা এবং গ্রহিতার জন্য পরকালে বেদনাদায়ক শাস্তি।

وَ اَخۡذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدۡ نُهُوۡا عَنۡهُ وَاَكۡلِهِمۡ اَمۡوَالَ النَّاسِ بِالۡبَاطِلِ ؕ وَ اَعۡتَدۡنَا لِلۡكٰفِرِيۡنَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمًا.

অর্থ : "আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে তারা পরের সম্পদ ভোগ করত অন্যায়ভাবে। বস্তুত: আমি কাফেরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব। (সূরা নিসা-আয়াত : ১৬১)

প্রশ্ন–৯১ : সুদ গ্রহণকারী তার কবর থেকে শয়তান আসরকৃত মোহাবিষ্টের ন্যায় দণ্ডায়মান হবে।

প্রশ্ন–৯২ : সুদ গ্রহণকারী (মুসলমান) দীর্ঘসময় পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে।

اَلَّذِيۡنَ يَاۡكُلُوۡنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوۡمُوۡنَ اِلَّا كَمَا يَقُوۡمُ الَّذِىۡ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيۡطٰنُ مِنَ الۡمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ قَالُوۡۤا اِنَّمَا الۡبَيۡعُ مِثۡلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الۡبَيۡعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنۡ جَآءَهٗ مَوۡعِظَةٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ فَانۡتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمۡرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنۡ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ.

অর্থ : "যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলছে, ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত, অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার এবং তার ব্যাপারে ফায়সালা আল্লাহর ওপর। আর যারা পুন:গ্রহণ করবে তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে।

(সূরা বাকারা-আয়াত : ২৭৫)

সুদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা নিম্নরূপ-

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদগ্রহণকারী, তার লেখক, তার সাক্ষীদের ওপর অভিসম্পাত করে বলেছেন : এরা সবাই পাপের দিক থেকে সমান।

(মুসলিম)

২. জেনে শুনে সুদ গ্রহণ করার পাপ ৩৬ বার ব্যভিচার করার পাপের চেয়ে মারাত্মক। (মুসনাদ আহমদ, ত্বাবারানী)

৩. সুদের গোনাহ সত্তর রকমের। এর মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের গোনাহ হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত। (ইবনে মাযাহ)

৪. সুদের মাল কারো নিকট যত অধিকই হোকনা কেন তা শেষ হয়ে যায় (তার বরকত শেষ হয়ে যায়)। (ইবনে মাযাহ)

৫. যে জাতির মধ্যে সুদ ব্যাপকতা লাভ করে তাদের মাঝে দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেয়া হয়। (মুসনাদ আহমদ)

৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মিরাজের রাতে আমি এক ব্যক্তিকে রক্তের নদীতে দেখতে পেলাম, আর অপর এক ব্যক্তি নদীর তীরে পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যখন নদীর লোকটি ওপরে উঠতে চায় তখন তীরে দণ্ডায়মান লোকটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে। আর ঐ লোকটি তখন কাঁদকে কাঁদতে ফিরে যায়। নদীর লোকটি পুনরায় ওপরে উঠার জন্য চেষ্টা করলে তখন তীরের লোকটি আবার তার মুখে পাথর মারে, তখন ঐ লোকটি আবার কাঁদকে কাঁদতে পেছনে ফিরে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলে জিবরাইল (আ) বলল, এটা সুদ খোর। (বোখারী)

৭. যখন কোনো অঞ্চলে ব্যভিচার এবং সুদ ব্যাপকতা লাভ করে তখন ঐ অঞ্চলে আল্লাহর আযাব নেমে আসে। (মুসনাদ আহমদ)

৮. ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ! আমার উম্মতের কিছু লোক গৌরব ও অহংকারে, খেলা-ধুলায় রাত যাপন করতে থাকবে, কিন্তু সকালে বানর ও শুকুরে পরিণত হবে। আর তা হবে হালালকে হারাম, গায়িকা, মদপান, সুদ এবং রেশমী কাপড়ের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করার কারণে। (আহমদ)

৯. ধ্বংসকারী সাতটি পাপের একটি হলো সুদ (বুখারী)

১০. চার প্রকার লোককে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। যেমন-

ক. মদপানকারী

খ. সুদখোর

গ. এতিমের সম্পদ ভক্ষণকারী

ঘ. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। (মুস্তাদরাক হাকেম)

৫.

ছবি-اَلتَّصْوِيْرُ

প্রশ্ন-৯৩ : জীবন্ত জিনিসের ছবি তোলা কবীরা গোনাহ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

অর্থ : "যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকালে এবং পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। (সূরা আহ্যাব : আয়াত-৫৭)

◆ উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে ইকরামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তারা হলো ঐ সমস্ত লোক যারা ছবি তৈরি করে।[৫৫]

ছবি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসমূহ নিম্নরূপ-

১. ছবি তৈরিকারির ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। (বুখারী)

২. কিয়ামতের দিন সমস্ত লোকদের তুলনায় সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে ঐ সমস্ত লোকদেরকে যারা ছবি উঠায়। (বুখারী ও মুসলিম)

৩. যারা ছবি উঠায় তারা প্রত্যেকে জাহান্নামে যাবে এবং প্রত্যেক ছবির বদলায় একটি প্রতিকৃত তৈরি করা হবে এবং যা তাকে শাস্তি দিতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৪. যে ব্যক্তি কোনো প্রাণীর ছবি উঠায় তাকে কিয়ামতের দিন আযাবে পতিত করা হবে এবং বলা হবে যে, এতে প্রাণ দাও যা সে কখনো পারবে না। (বুখারী)

৫. যে সমস্ত ঘরে কোনো প্রাণীর ছবি থাকে ঐ সমস্ত ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। (বুখারী ও মুসলিম)

৬. কোনো প্রাণীর ছবি তৈরিকারিরা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। (বুখারী ও মুসলিম)

৭. কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি গর্দান বের হবে, তার দু'টি চোখ থাকবে, যার দ্বারা সে দেখবে, তার দু'টি কান হবে যার দ্বারা সে শুনবে,

---

[৫৫]. শাইখ আহমদ বিন হাজারা (রা) লিখিত মোয়াশারা কি বিমারিয়া আওর উনকা ইলাজ, পৃঃ ৫০৬।

তার যবান থাকবে যার দ্বারা সে কথা বলবে, সে বলবে, আমি তিন প্রকার লোককে শাস্তি দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যথা-

ক. আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী এবং সত্যের সাথে এক-গুঁয়েমীকারী।

খ. আল্লাহর সাথে শিরককারী।

গ. যারা ছবি উঠায়। (তিরমিযী)

৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা) কে মূর্তি ভাঙ্গা, উঁচু কবর সমতল করা, ছবি নষ্ট করার দায়িত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিষয়গুলোর মধ্যে কোনো একটি বিষয় করল সে এ নির্দেশনাকে প্রত্যাখান করল যা মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। (মুসলিম)

৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে পর্দা ঝুলানো দেখলেন, যার মধ্যে ছবি ছিল, এতে রাগে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি পর্দা ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন, কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে যারা আল্লাহর সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। (মুসিলম)

১০. উম্মে সালামা (রা) হাবশার গির্জা দেখলেন, যেখানে মূর্তি ছিল। উম্মে সালামা তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করল, তখন তিনি বললেন, তাদের অবস্থা ছিল এই যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো ভালো লোক মারা যেত, তখন তার কবরের ওপর উপাসানালয় তৈরি করা হতো, এরপর ঐ উপাসানালয়ে বুযুর্গদের মূর্তি রেখে দেয়, তারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

(বুখারী ও মুসলিম)

◆ যে ছবি অপরাধীদেরকে ধরার জন্য বা পাসপোর্ট ব্যবহার করার জন্য বা পরিচয় পত্রের জন্য উঠানো হয় তা বৈধ বলে ওলামাগণ ফতোয়া দিয়েছেন। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)।

* উল্লেখ্য : হাতে অংকিত ছবি এবং ক্যামেরা দিয়ে উঠানো ছবির বিধান একই।

৬.

যাদু-اَلسِّحْرُ

প্রশ্ন–৯৪ : যাদু করা এবং তা শিক্ষা করা কুফরী।

وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَ لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ.

অর্থ : "এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তারই অনুসরণ করছে এবং সুলাইমান অবিশ্বাসী হয়নি। কিন্তু শয়তানরাই অবিশ্বাস করছিল, তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-১০২)

◆ **১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না যেমন-**

ক. মদ পানকারী।

খ. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী,

গ. যাদু সত্য বলে বিশ্বাসকারী (সত্যবলে তা পালনকারী)।

(আহমদ, আবু ইয়ালা, ইবনে মাযাহ)

২. যাদুকরদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তাদেরকে হত্যা করে দাও। (তিরমিযী)

৩. ওমর (রাঃ) তাঁর কর্মচারীদেরকে দিক নির্দেশনা দিলেন যে, প্রত্যেক যাদুকর নারী ও পুরুষকে হত্যা কর। ফলে তার নির্দেশক্রমে তিনজন যাদুকরকে হত্যা করা হলো। (বুখারী)

৭.

গান বাজনা-اَلْغِنَا

প্রশ্ন-৯৫ : গান-বাজনা, নাচ, মদ, যুবক-যুবতীদের মিলন মেলা এবং অনৈসলামী আনন্দ উৎসবকারীদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ٭ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ . وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ .

অর্থ : "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবসত: আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে নেয় এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে এটা শুনতে পায়নি, যেন তার কর্ণ দু'টি বধির। অতএব, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও। (সূরা লোকমান-আয়াত : ৬,৭)

◆ অসার বাক্য (গান বাজনা সম্পর্কে) মুফাসসীরগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য রেখেছেন-

১. আল্লাহর কসম এর অর্থ গান-বাজনা। (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।)
২. এর অর্থ গান বাজনা এবং অনুরূপ বিষয়াদী। (আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।)
৩. এ আয়াতটি গান এবং তার যন্ত্রাদির নিন্দায় অবতীর্ণ হয়েছে। (হাসান বাসরী রাহিমাহুল্লাহ)
৪. এর অর্থ গানবাজনা। (আল্লামা কুরতুবী)
৫. প্রত্যেক ঐ জিনিস যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে অন্যমনস্ক করে রাখে। যেমন : গান, খেলাধুলা, ইত্যাদি। (আল্লামা ইবনুল কায়্যিম)।
৬. প্রত্যেক ঐ জিনিস কুরআন মাজীদ এবং শরীয়তের অনুসরণ থেকে বিরত রাখে। (ইবনে জারীর রাহিমাহুল্লাহ।)
৭. এর অর্থ গান বাজনা ঢোল ইত্যাদি। (আল্লামা ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ)

৮. 'লাহুয়াল হাদীসের' ব্যবহার হাসি-তামাসা, ঠাট্টা, অনর্থক গল্প, নোভেল, গান-বাজনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

(সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী রাহিমাহুল্লাহ)।

৯. 'লাহুয়াল হাদীসের' অর্থ : ঐ সমস্ত খেলাধুলা যা মানুষকে দ্বীন থেকে পথভ্রষ্ট হওয়া এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করার কারণ হয়'। (মুফতি মুহাম্মদ শফি রাহিমাহুল্লাহ)

১০. "লাহুয়াল হাদীসের' অর্থ : গান বাজনা, তার যন্ত্রাদি, বাদ্য এবং প্রত্যেক ঐ সমস্ত জিনিস যা মানুষকে কল্যাণ ও সোয়াবের পথ থেকে দূরে রাখে, যাতে কিসসা, কাহিনী, নাটক, নোভেল, যৌন সুরসুরি, বেহায়া উলঙ্গপনা মূলক সংবাদ মাধ্যম, সবই এর অর্ন্তভুক্ত। এমনিভাবে আধুনিক আবিষ্কারসমূহের মধ্যে রেডিও, টিভি, ভিসিআর, ভিডিও ফ্লিমও এর অন্তর্ভুক্ত। (মাওলানা হাফেয সালাহউদ্দিন ইফসুফ)।

১১. এর উদ্দেশ্য প্রত্যেক ঐ কর্ম, খেলাধুলা যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে, চাই সে কাজ গান-বাজনা হোক, বা মনপুত নোভেল, নাটক, ক্লাব, বা ঘরের খেলাধুলা বা নাটক বা সিনেমা। (মাওলানা আবদূর রহমান কীলানী রাহিমাহুল্লাহ)

১২. খেলা-ধুলা, গান-বাজনা, হাসি-ঠাট্টা, মিথ্যা কল্প কাহিনী, প্রত্যেক ঐ পাপ যা আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে শয়তানের পথে নিয়ে আসে তাই "লাহুয়াল হাদীস'।

*** গান-বাজনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু হাদীস নিম্নরূপ-**

১. যে ব্যক্তি গানের মজলিসে বসে গান শুনবে, কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সিসা ঢেলে দেয়া হবে। (ত্বাবারানী)

২. যখন কোনো ব্যক্তি চিৎকার করে গান গাইতে থাকে, তখন শয়তান তাকে কাবু করে ফেলে, সে স্বীয় পা দিয়ে গায়কের বুকে চড়ে নাচতে থাকে।

(ত্বাবারানী)

৩. আমার উম্মতের কিছু লোক ব্যভিচার, রেশম, মদ এবং গান বাজনাকে হালাল মনে করবে। (বুখারী)

৪. আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে, কিন্তু তারা তার অন্য কোনো নাম দিবে, তার তত্ত্বাবধানে বাজনা বাজবে, গায়িকারা গান করবে, আল্লাহ তাকে জমিনে ধসিয়ে দিবেন এবং কাউকে কাউকে বানর ও শুয়রে পরিণত করবেন। (ইবনে মাযাহ)

৫. শেষ যামানায় ভূমি ধ্বস, সতী নারীকে মিথ্যা অপবাদ, মানব আকৃতির পরিবর্তন ঘটবে। জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা কখন হবে? তিনি বললেন, যখন গান বাজনার যন্ত্র, গান বাজানাকারী নারী এবং মদপান হালাল মনে করা হবে। (ত্বাবারানী)

৬. ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রাণ! আমার উম্মতের কিছু লোক গৌরব ও অহংকারে, খেলাধুলায় রাত যাপন করতে থাকবে, কিন্তু সকালে বানর ও শুকুরে পরিণত হবে। আর তা হবে হালালকে হারাম, গায়িকা, মদপান, সুদ এবং রেশমী কাপড়ের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করার কারণে। (আহমদ)

৭. যে ব্যক্তি গান-বাজনা করে আর যে তাদেরকে নিজেদের ঘরে লালন পালন করে তাদের উভয়ের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। (বাইহাকী)

৯. আমি গান বাজনার যন্ত্রাদি ভাংগার জন্য প্রেরিত হয়েছি। (নাইলুল আওতার)

১০. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন উট চালনাকারী ছিল, যখন সে গান গাইতে শুরু করত, তখন উট দ্রুত চলত, এক সফরে মহিলারাও উটের ওপর আরোহী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন, যে সীসা ভাঙ্গবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাওলানা মুহাম্মদ সাদেক খলীল (সা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভয় করছিলেন যে, নারীরা যারা সিসার মত দুর্বল, তারা যেন তার সুমধুর কণ্ঠ শুনে ফেতনায় পতিত না হয়। তাই তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন যেন সে উচ্চ স্বরে গান করে উট না চালায়।

(মেশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল আদাব, বাবুল বায়ান ওয়ামসেয়ের আল ফাসলুস সালেস।

১১. গান অন্তরে এমনভাবে মুনাফেকী সৃষ্টি করে যেমন পানি ফসলকে সুফলা করে। (বায়হাকী)

১২. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বাঁশির আওয়াজ শুনে তার উভয় কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন। রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে উল্টো দিকে চলতে শুরু করলেন, কিছুক্ষণ পর স্বীয় সাথিকে জিজ্ঞেস করলেন, বাঁশির আওয়াজ কি আসছে? সাথি বলল, না। তখন তিনি তার উভয় কান থেকে আঙ্গুল নামালেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, তিনি বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঐ রকম করলেন যেমন আমি করেছি।

(আহমদ, আবু দাউদ)

৮.

মদ-اَلْخَمْرُ

প্রশ্ন-৯৬ : মদপান করা কবীরা গোনাহ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : "হে মুমিনগণ, তোমরা মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক তীরসমূহ দেখ, এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৯০)

♦ **মদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত কিছু হাদীস নিম্নরূপ-**

اِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ.

১. নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মদ এবং তার মূল্য, মৃত জন্তু এবং উহার মূল্য গাধা এবং উহার মূল্য হারাম করেছেন। (আবু দাউদ : ৩৪৮৭)

২. মদ পানকারী মদপান করার সময় মু'মিন থাকে না।
(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

৩. মদ পানের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত দশ প্রকার লোকের ওপর অভিসম্পাত করেছেন-

ক. মদ প্রস্তুতকারী, খ. যে মদ প্রস্তুত করায়, গ. মদ পানকারী,
ঘ. মদ বহনকারী, ঙ. হাসিলকারী, চ. যে মদ পান করায়,
ছ. যে মদ বিক্রি করে, জ. মদের মূল্য ভক্ষণকারী, ঝ. মদ ক্রয়কারী
ঞ. যার জন্য মদ ক্রয় করা হয় এরা প্রত্যেকেই অভিশপ্ত। (তিরমিযী)

৪. যে ব্যক্তি ব্যভিচার করে বা মদ পান করে আল্লাহ তার মধ্য থেকে ঈমান এমনভাবে বের করে নেন, যেমন কোনো ব্যক্তি তার মাথার ওপর দিয়ে কাপড় খুলে বের করে। (হাকেম)

৫. তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, ক. মদপানকারী খ. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী গ. যাদু সত্য বলে বিশ্বাসকারী (সত্য বলে তা পালনকারী)
(আহমদ, আবু ইয়ালা, ইবনে মাযা)

৭. মদ সমস্ত অপকর্মের মূল। যে ব্যক্তি মদ পান করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। আর সে যদি ঐ অবস্থায় মারা যায় যে তার পেটে মদ ছিল তাহলে সে জাহেলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। (ত্বাবারানী)

৮. মদ সমস্ত অপকর্মের মূল এবং সমস্ত গোনাহসমূহের বড় গোনাহ। যে ব্যক্তি মদ পান করল সে তার মা, খালা, ফুফুর সাথেও ব্যভিচার করতে পারবে। (ত্বাবারানী)

৯. মদ পানকারী মূর্তি পুঁজারীদের ন্যায়। (ইবনে মাযাহ)

১০. মদকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন, মদ ওষুধ নয় মদ রোগ। (মুসলিম)

১১. একজন পতিতা একজন আবেদকে কোনো বাহানায় তার ঘরে ডাকল এবং ব্যভিচারের জন্য আহ্বান করল, আবেদ তা প্রত্যাখ্যান করল। পতিতা তাকে বলল। হয় তুমি আমার চাহিদা পূর্ণ কর অথবা এই বাচ্চাটিকে হত্যা কর বা মদ পান কর। এ তিনটির কোনো একটি তোমাকে করতে হবে, অন্যথায় আমি চিল্লা-চিল্লি করে তোমার বদনাম করব। আবেদ বদনামীর ভয়ে মদ পান করার শর্তটি কবুল করল। কিন্তু মদ পান করার পর নিশাগ্রস্ত অবস্থায় বাচ্চাটিকে হত্যা করল এবং পতিতার সাথে ব্যভিচারও করল। (ইবনে হিব্বান)

১২. যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে এমন দস্তরখানায় কখনো বসবে না যেখানে মদ রাখা হয়েছে। (মুসনাদ আহমদ)

১৩. কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে কিছু আলামত হলো, অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে, ইসলামী জ্ঞান লোপ পাবে, ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করবে, যত্রতত্র মদপান করা হবে। (বুখারী)

১৪. তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না-

ক. দাইউস

খ. পুরুষের সাদৃশ্যতা অবলম্বনকারী নারী,

গ. মদ পানকারী। (ত্বাবারানী)

১৫. অনুগ্রহ করার পর খোঁটা দানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মদ পানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (নাসায়ী)

১৬. শেষ যামানায় ভূমি ধ্বস, সতী নারীকে মিথ্যা অপবাদ, মানব আকৃতির পরিবর্তন ঘটবে। জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা কখন হবে? তিনি বললেন, যখন গান-বাজনার যন্ত্র, গান-বাজনাকারী নারী এবং মদপান হালাল মনে করা হবে। (ত্বাবারানী)

১৭. আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে কিন্তু তারা তার অন্য কোনো নাম দিবে, তার তত্ত্বাবধানে বাজনা বাজবে, গায়িকারা গান করবে, আল্লাহ তাকে জমিনে ধ্বসিয়ে দিবেন এবং কাউকে কাউকে বানর ও শুকরে পরিণত করবেন। (ইবনে মাযাহ)

১৮. আমার উম্মতের কিছু লোক ব্যভিচার, রেশম, মদ এবং গান বাজনাকে হালাল মনে করবে। (বোখারী)

১৯. ইসলামী জ্ঞান লোপ পাওয়া, অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাওয়া, মদ পান ব্যাপক হওয়া, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হওয়া কিয়ামতের আলামত। (মুসলিম)

২০. আ'শা নামক এক ব্যক্তি ঈমান আনার জন্য মদিনার দিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসছিল, পথিমধ্যে মুশরিকদের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো, তারা বলল, ঈমান আনার পর নামায আদায় করতে হবে, আ'শা বলল, আল্লাহর ইবাদত করা ওয়াজিব। মুশরিকরা বলল, যাকাতও দিতে হবে, আ'শা বলল, এটাতো খুবই অশ্লীল কাজ, আমি এটা পছন্দ করি না, মুশরিকরা বলল, মদ পান ত্যাগ করতে হবে, আ'শা বলল, এটা ছাড়াতো আমি ধৈর্য ধরতে পারব না। তখন সে ফিরে গেল, যাতে করে এক বছরব্যাপী বেশি করে মদ পান করে নিতে পারে এবং এর পরের বছর ঈমান গ্রহণ করতে পারে। পরের বছর ঈমান গ্রহণের জন্য আবার আসতে ছিল কিন্তু পথিমধ্যে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেল। (মাওলানা মুহাম্মদ মুনীর কামার লিখিত, তাফসীর কুরতুবী, বে হাওয়ালা শরাব কি হুরমত ও মুযিম্মাত, পৃ : ৪৫)

৯.

জুয়া-اَلْمَيْسِرُ

প্রশ্ন-৯৭ : জুয়া খেলা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : "হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি এবং লটারীর তীর, এসব গর্হিত এবং শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয় । সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক, যাতে তোমাদের কল্যাণ হয় । (সূরা মায়েদা : আয়াত-৯০)

- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সাথিকে বলে যে, চল জুয়া খেলব তার তওবা করা উচিত । (বুখারী)

যে কাজের নিয়ত করার কারণেই কাফফারা আদায় করতে হয় তাহলে ঐ কাজ করলে কত বড় শাস্তি হতে পারে তা অনুমান করা কঠিন কিছু নয় ।

উল্লেখ্য, জুয়া ঐ সমস্ত খেলা এবং কাজ হবে যেখানে পরস্পরের সম্মতিপূর্ণ বিষয়কে উপার্জন এবং ভাগ্য পরীক্ষা ও মাল বণ্টনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয় । (তাফহিমুল কুরআন, ১ম খ : , পৃ : ৫০)

অতএব, শর্ত সাপেক্ষে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা যেমন- ঘোড়া দৌড়, প্রাইজ বন্ড, ইত্যাদির মাধ্যমে নাম্বার নেয়া জুয়ার অন্তর্ভুক্ত ।

১০.

ব্যভিচার-اَلزِّنَا

প্রশ্ন-৯৮ : ব্যভিচার কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا.

অর্থ : "তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, এটা অশ্লীল এবং নিকৃষ্ট আচরণ। (সূরা বানী ইসরাইল : আয়াত-৩২)

প্রশ্ন-৯৯ : সমাজে বে-হায়াপনা এবং অশ্লীলতা বিস্তারকারীরা ইহকাল এবং পরকাল উভয় জগতেই বেদনাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : "যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি এবং আল্লাহ যা জানেন তোমরা তা জান না। (সূরা নূর : আয়াত-১৯)

◆ **ব্যভিচার সম্পর্কে আরো আয়াতসমূহ নিম্নরূপ-**

১. আল্লাহর বান্দা সে, যে ব্যভিচার করে না। (২৫-আল ফুরকান : আয়াত-৬৮)

২. মুক্তি সেই পাবে যে তার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করেছে।
(১৩-আর রা'দ : আয়াত-৫)

◆ **ব্যভিচার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস**

১. কেউ যখন ব্যভিচার করে তখন তাঁর ঈমান চলে যায়। (আবু দাউদ)

২. যে অঞ্চলে ব্যভিচার এবং সুদ ব্যাপকতা লাভ করে সেখানে আল্লাহর আযাব নেমে আসে। (হাকেম, ত্বাবারানী)

৩. কিয়ামতের আগে আগে ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করবে। (বুখারী)

৪. কিয়ামতের দিন ব্যভিচারী নারীর লজ্জাস্থান দিয়ে রক্ত এবং পুঁজের ঝরনা জারি হবে, যার দুর্গন্ধ সমস্ত জাহান্নামীদের কষ্ট দিবে, তার নাম হবে গোতা ঝরনা। বলা হবে এই রক্ত এবং পুঁজ পৃথিবীতে যারা মদ পান করত তাদেরকে পান করানো হবে।
(মুসনাদ আহমদ, আবু ইয়ালা, ইবনু হিব্বান, হাকেম)

৫. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের প্রতি করুনার দৃষ্টি দিবেন না, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। ব্যক্তিত্রয় হলো নিম্নরূপ-

ক. বৃদ্ধ ব্যভিচারকারী,

খ. মিথ্যুক বিচারপতি,

গ. অহংকারী অভাবী। (মুসলিম, নাসায়ী)

৬. যখন কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করে বা মদ পান করে আল্লাহ তার মধ্য থেকে ঈমান এমনভাবে বের করে নেন যেমন কোনো ব্যক্তি তার মাথার ওপর দিয়ে কাপড় খুলে বের করে। (হাকেম)।

৭. চার ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট :

ক. কসম খেয়ে মাল বিক্রিকারী,

খ. অহংকারকারী ভিক্ষুক,

গ. বৃদ্ধ ব্যভিচারকারী,

ঘ. জালেম বাদশাহ। (নাসায়ী)

৮. যে ব্যক্তি কোনো নারীর স্বামীর অনপুস্থিতিতে তার বিছানায় বসে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার জন্য একটি সাপ নির্ধারণ করে দিবেন যা তাকে ধ্বংস করতে থাকবে।

৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি স্বপনে একটি চুলা দেখতে পেলাম যার ওপরের অংশ ছিল চাপা, আর নিচের অংশ প্রশস্ত। আর সেখানে আগুন উত্তপ্ত হচ্ছিল, ভিতরে নারী পুরুষরা চিল্লাচিল্লি করছিল। আগুনের শিখা ওপরে আসলে তারা ওপরে উঠছে, আবার আগুন স্তিমিত হলে তারা নিচে যাচ্ছিল। সর্বদা তাদের এ অবস্থা চলছিল। আমি জিবরাইল (আ.) কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাইল (আ.) বলল : তারা ব্যভিচারকারী নারী পুরুষ। (বুখারী)

১০. কিয়ামতের দিন আল্লাহ বৃদ্ধ ব্যভিচারকারী এবং ব্যভিচারকারিণীদের প্রতি করুণার দৃষ্টি দিবেন না। (ত্বাবারানী)।

১১. অর্ধরাতের পর আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং সকলের দু'আ কবুল করা হয় শুধুমাত্র ব্যভিচারিণী ব্যতীত, যে তার লজ্জাস্থান নিয়ে স্থানান্তরিত হয় বা অন্যায়ভাবে অর্থ গ্রহণ করে। (ত্বাবারানী, মুসনাদ আহমদ)

১২. যে জাতির মাঝে অশ্লীলতা ব্যাপকতা লাভ করে এবং খোলামেলাভাবে ব্যভিচার চলতে থাকে ঐ জাতির ওপর প্লেগ রোগ এবং অভাব বিস্তার করে। (ইবনে মাযাহ)

১৩. যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করে আল্লাহ্ ঐ জাতির ওপর মৃত্যু চাপিয়ে দেন। (হাকেম, বায়হাকী)

১৪. কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে কিছু আলামত হলো : অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাওয়া, ইসলামী জ্ঞান লোপ পাওয়া, ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করবে, যত্রতত্র মদপান করা হবে। (বুখারী)

১৫. আমার উম্মতের কিছু লোক ব্যভিচার, রেশম, মদ এবং গান-বাজনাকে হালাল মনে করবে। (বুখারী)

১১.

সমকামিতা-اَللِّوَاطُ

প্রশ্ন-১০০ : সমকামিতা কবীরা গোনাহ্।

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ. اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ.

অর্থ : "আর আমি লূতকে নবুয়ত দান করে পাঠিয়ে ছিলাম, যখন সে তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল : তোমরা এমন অশ্লীল এবং কুকর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে আর কেউ করেনি। তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের দ্বারা নিজেদের যৌন ইচ্ছা নিবারণ করে নিচ্ছ, প্রকৃতপক্ষে তোমরা হলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৮০-৮১)

প্রশ্ন-১০১ : সমকামিতাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি।

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ. مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ.

অর্থ : "অতপর যখন আমার নির্দেশ এসে পৌছল, আমি ঐ ভূ-খণ্ডের ওপরিভাগকে নিচে করে দিলাম এবং তার ওপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম যা একাধারে ছিল, যা বিশেষ চিহ্নিত করা ছিল তোমার প্রতিপালকের নিকট। আর ঐ জনপদগুলি এই যালেমদের থেকে বেশি দূরে নয়।

(সূরা হুদ : আয়াত-৮২-৮৩)।

*** সমকামিতার ভয়াবহতার সম্পর্কে রাসূল (সা)-এর হাদীস :**

اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً

অর্থ : "নিশ্চয় ব্যভিচার একটি অশ্লীল কাজ।

আর লূত (আ:)-এর কাওমের ব্যাপারে (আলিফ, লাম) সহ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায়, লূত (আ:)-এর কাওমের অপরাধটি ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ ছিল। নবী ﷺ বলেছেন, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে অন্য কোনো বিষয়ে এতটা ভয় করি না যতটা ভয় করি লূত (আ:)-এর কাওমের অপরাধ সম্পর্ক। (ইবনে মাযাহ)

একটি হাদীসে নবী ﷺ লূত (আ)-এর কাওমের অপরাধে লিপ্তদের ওপর তিন বার অভিসম্পাত করেছেন। (ত্বাবারানী)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- চার প্রকার লোক আল্লাহর গযবে লিপ্ত থেকে সকাল সন্ধা অতিবাহিত করে। তারা হলো নিম্নরূপ-

ক. নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ,

খ. পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী,

গ. চতুষ্পদ জন্তুর সাথে ব্যভিচারকারী,

ঘ. সমকামিতায় লিপ্ত ব্যক্তি। (ত্বাবারানী)

নবী ﷺ-এর জীবিত অবস্থায় লূত (আ,)-এর কাওমের অপরাধে কেউ লিপ্ত হয়নি। কিন্তু নবী ﷺ তার শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন : যে ব্যক্তি এ অপরাধ করছে এবং যার সাথে করছে তাদের উভয়কে হত্যা কর। (ইবনে মাযাহ)

চতুষ্পদ জন্তুর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তির শাস্তি সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন, অপরাধী এবং চতুষ্পদ জন্তু উভয়কেই হত্যা কর। (ইবনে মাযাহ)

চতুষ্পদ জন্তুর সাথে ব্যভিচারকারির ওপরও নবী ﷺ অভিসম্পাত করেছেন। (ত্বাবারানী)

তিনি বলেছেন যে, চতুষ্পদ জন্তুর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর গজবে লিপ্ত থেকে সকাল করে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে সন্ধায় উপনীত হয়। (ত্বাবারানী)

যে ব্যক্তি পায়খানার রাস্তা দিয়ে তার স্ত্রীর সাথ সহবাস করে সে অভিশপ্ত। (আবু দাউদ)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পায়খানার রাস্তা দিয়ে সহবাস করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি করুণার দৃষ্টি দিবেন না। (ইবনে মাযাহ, মুসনাদে আহমদ)

তৃতীয় একটি হাদীসে নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে বা স্ত্রীর পায়খানার রাস্তা দিয়ে সহবাস করে বা গণকের নিকট যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে সে নবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণকৃত বিষয়াবলিকে অস্বীকার করল। (তিরমিযী)

নবী ﷺ বলেছেন, স্ত্রীর সাথে তার পায়খানার রাস্তা দিয়ে সহবাস করা ছোট লেওয়াতাত (লূত (আ.)-এর কাওমের অপরাধ)। (মুসনাদ আহমদ)

১২.

আত্মহত্যা-اَلْاِنْتِحَارُ

প্রশ্ন-১০২ : আত্মহত্যা করা কবীরা গোনাহ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না; কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজী হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ; এবং একে অপরকে হত্যা কর না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা নিসা : আয়াত-২৯)

◆ **আত্মহত্যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কিছু বাণী নিম্নরূপ-**

১. যে ব্যক্তি কোনো পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করল সে জাহান্নামের আগুনে সর্বদা পতিত হতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে সর্বদা বিষ খেতে থাকবে। যে ব্যক্তি লোহার কোনো হাতিয়ার দিয়ে আত্মহত্যা করল ঐ ব্যক্তি সর্বদা জাহান্নামে ঐ হাতিয়ার দিয়ে তার পেটে আঘাত করতে থাকবে। এ থেকে সে কখনো মুক্তি পাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

২. যে ব্যক্তি স্বীয় গলায় ফাঁসী দিয়ে আত্মহত্যা করল সে সর্বদা জাহান্নামে তার গলায় ফাঁসি দিতে থাকবে। যে ব্যক্তি কোনো অস্ত্র বা অন্য কিছুর মাধ্যমে আত্মহত্যা করল সে জাহান্নামের আগুনে ঐ হাতিয়ার দিয়ে সর্বদা আঘাত করতে থাকবে। যে ব্যক্তি পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করল সে জাহান্নামেও সর্বদা এভাবে পড়তে থাকবে। (বুখারী)

৩. পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি আহত হলো, ফলে যথেষ্ট রক্ত প্রবাহিত হলো, আর সে অনেক চিল্লাচিল্লি এবং কাঁন্নাকাটি করল। এরপর একটি ছুড়ি নিয়ে তা দিয়ে নিজের হাত কেটে ফেলল, রক্ত আর বন্ধ হলো না তখন সে মারা গেল। আল্লাহ বললেন : আমার ফায়সালার আগেই সে তাকে হত্যা করেছে। (বুখারী)

৪. এক ব্যক্তির চেহারায় একটি ফোড়া হলো, যখন এর ব্যথা শুরু হলো তখন সে তার থলে থেকে একটি তীর বের করে তা দিয়ে ফোড়াটিকে কেটে দিল ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণে সে মারা গেল। আল্লাহ বললেন, আমি তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিলাম। (মুসলিম)

৫. যে ব্যক্তি যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করেছে কিয়ামতের দিন তাকে ঐ জিনিস দিয়ে আযাব দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩.

হত্যা-اَلْقَتْلُ

প্রশ্ন-১০৩ : ইচ্ছা করে হত্যাকারী জাহান্নামী।

প্রশ্ন-১০৪ : হত্যাকারী পৃথিবীতে আল্লাহর গজবে নিমজ্জিত থাকবে।

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهٗ وَ اَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا.

অর্থ : যে কেউ স্বেচ্ছায় কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে সদা অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করেছেন। (সূরা নিসা : আয়াত-৯৩)

◆ **হত্যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু বাণী নিম্নরূপ-**

১. কিয়ামতের দিন (বান্দার হকের মধ্যে) সর্বপ্রথম মানুষের মাঝে হত্যার ফায়সালা করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

২. একজন মুসলমানকে হত্যার মোকাবেলায় আল্লাহর নিকট সমগ্র পৃথিবী বরবাদ হয়ে যাওয়া সহনীয়। (ইবনে মাযাহ)

৩. একজন মুসলমানকে হত্যা করায় যদি আকাশ ও যমিনের সমস্ত সৃষ্টি অংশগ্রহণ করে তাহলে আল্লাহ তাদের সকলকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (তিরমিযী)

৪. নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে কিয়ামতের দিন এমনভাবে নিয়ে আসবে যে হত্যাকারির কপাল ও মাথা নিহতের হাতে থাকবে, নিহতের রগসমূহ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে, আর সে বলতে থাকবে হে আমার রব! সে আমাকে হত্যা করেছে, (একথা বলতে বলতে) সে তাকে আল্লাহর আরশের নিকট নিয়ে যাবে। (তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাযা)

৫. এক সাহাবী জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কাফের যদি তলোওয়ার দিয়ে আমার হাত কেটে দেয়, আর আমি যখন তাকে হত্যা করার সুযোগ পাব তখন সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে কি আমি তাকে হত্যা করব? তিনি বলবেন, না। সাহাবী বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সেতো আমার হাত কেটে দিয়েছিল। তিনি বললেন, কালেমা পড়ার পর যদি তুমি তাকে হত্যা কর তাহলে সে (তোমার এ যুলুমের কারণে) ঐ স্থানে চলে যাবে যেখানে তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে ছিলে। (বোখারী ও মুসলিম)

৬. যে ব্যক্তি কোনো যিম্মিকে (ইসলামী রাষ্ট্রে বিধর্মী প্রজা) হত্যা করল আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন। (আবু দাউদ)

১৪.

ইহুদী ও নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব-حُبُّ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى

প্রশ্ন-১০৫ : ইসলামের শত্রু কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা নিষেধ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا.

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তোমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহকে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও।

(সূরা নিসা : আয়াত-১৪৪)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ؘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, তারা পরস্পর বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয় সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। অবশ্যই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৫১)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَ اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থ : "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের পিতৃদেরকে ও ভ্রাতাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না যদি তারা ঈমানের মোকাবেলায় কুফরীকে প্রিয় মনে করে। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে বস্তুত ঐ সমস্ত লোকই হচ্ছে বড় অত্যাচারী। (সূরা তাওবা : আয়াত-২৩)

◆ **ইসলামের শত্রু কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব না রাখা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কিছু হাদীস নিম্নরূপ-**

১. যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে উঠা বসা করে, তাদের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে মেনে নেয়, সেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ)

২. মুশরিকদের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে মেনে নিবে না এবং তাদের সাথে উঠা বসা করবে না, যে ব্যক্তি তাদের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে মেনে নেয় বা তাদের সাথে উঠা-বসা করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (হাকেম)

৩. আমি প্রত্যেক ঐ মুসলমানের যিম্মাদারী থেকে মুক্ত, যে কাফেরদের মাঝে থাকে। (আবু দাউদ)

৪. মুসলমান এবং কাফেরদের চুলা এক সাথে জ্বলতে পারে না। (আবু দাউদ)

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ জারীর (রা)-এর বাইআত নিম্নলিখিত শর্তের আলোকে গ্রহণ করেছিলেন-

ক. আল্লাহর ইবাদত করবে,

খ. নামায কায়েম করবে,

গ. যাকাত আদায় করবে,

ঘ. মুসলমানদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখবে,

ঙ. মুশকিদের কাছ থেকে দূরে থাকবে।

চ. আল্লাহ ঐ ব্যক্তির কোনো আমল কবুল করেন না, যা সে ইসলাম গ্রহণ করার পর পালন করেছে। যতক্ষণ না সে কাফেরদের সঙ্গ ত্যাগ করে মুসলমানদের নিকট ফিরে আসে। (ইবনে মাযাহ)

১৫.

اِسْتِهْزَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিদ্রূপ করা

প্রশ্ন-১০৬ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিদ্রূপ করা আল্লাহর গজব এবং রাগান্বিতকারী পাপ।

اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ.

অর্থ : "আমিই যথেষ্ট তোমার জন্য বিদ্রূপকারিদের বিরুদ্ধে।

(সূরা হিজর : আয়াত-৯৫)

প্রশ্ন-১০৭ : রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অবমাননা এবং বিদ্রূপকারী ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا.

অর্থ : "জাহান্নামই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা সত্য প্রত্যাখান করেছে এবং আমার নির্দেশনাবলি ও রাসূলদের গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের বিষয়রূপে।

(সূরা কাহফ–১০৬)

প্রশ্ন-১০৮ : রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অবমাননা এবং বিদ্রূপকারির ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত এবং পরকালে সে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব ভোগ করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

অর্থ : যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ তো তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক আযাব। (সূরা আহযাব : আয়াত-৫৭)

◆ **নবীকে অবমাননা করার শাস্তি হত্যা করা, এর কিছু ঘটনা নিম্নরূপ-**

১. যে ব্যক্তি নবী ﷺ কে গালী দেয় তাকে হত্যা করতে হবে। আর যে ব্যক্তি নবী ﷺ এর সাহাবীগণকে গালী দেয় তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে।

(আস সারেমুল, পৃ : ৯২)

২. এক অন্ধ সাহাবীর কৃতদাসী রাসূলুল্লাহ ﷺ কে গালী দিত, সাহাবী তাকে বাধা দিত কিন্তু সে তা থেকে বিরত থাকত না। এক রাতে কৃতদাসী

রাসূলুল্লাহ কে গালী দিল তখন ঐ সাহাবী তাকে হত্যা করে ফেলল। পরের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, সাক্ষী থাক কৃতদাসীকে হত্যা করা সঠিক হয়েছে।

(আবু দাউদ)

৩. আবু বারযা বলেন, কোনো এক ব্যক্তি আবু বকর কে গালী দিল। আমি বললাম : আমাকে অনুমতি দিন আমি তাকে হত্যা করে ফেলি। আবু বকর বললেন : আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ -এর পরে এ হত্যা করা বৈধ নয়। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

৪. খোতামা বংশের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ -এর অবমাননা করল। রাসূলুল্লাহ জানতে পেরে বললেন, ঐ মহিলার নিকট কে যাবে? সাহাবী ওমাইর বলল, আমি হে আল্লাহর রাসূল ওমাইর গেল এবং তাকে হত্যা করল। মহিলার বংশের লোকেরা ওমাইর কে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি তাকে হত্যা করেছ? ওমাইর বলল, হ্যাঁ আমি তাকে হত্যা করেছি, তোমরা যা করতে চাও কর এবং আমাকে কোনো সুযোগ দিও না। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরাও যদি ঐ কথা বল যা ঐ মহিলা বলেছিল তাহলে আমি তোমাদেরকেও হত্যা করব। অথবা আমি নিজে তোমাদের হাতে নিহত হব। (আসসারেমুল মাসলুল পৃ : ৯৪)

৫. আবু আফাক রাসূলুল্লাহ কে বিদ্রূপ করত। আর লোকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতো। সালেম ইবনে ওমাইর মানত করলেন যে, আমি আবু আফাককে হত্যা করব অথবা তার হাতে নিজে মারা যাব, অতএব, সুযোগ বুঝে সালেম রাসূলুল্লাহ -এর দুশমনকে হত্যা করল।

(আসারেমুল মাসলুল-পৃ : ১০৪)

৬. কা'ব ইবনে আশরাফ রাসূলুল্লাহ -এর বিদ্রূপ কবিতা আবৃতি করত, আর মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলত। একবার রাসূলুল্লাহ কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করেছিল। রাসূলুল্লাহ -এর নির্দেশক্রমে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা তাকে হত্যা করল। (বুখারী)

৭. ইহুদী আবু রাফেও রাসূলুল্লাহ কে কষ্ট দিত। কোনো কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহ -এর নিকট ঐ লোককে হত্যা করার ব্যাপারে অনুমতি চাইল, তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আতীকের নেতৃত্বে ছয়জন সাহাবীর একটি দল রাফেকে হত্যা করল। (ফাতহুল বারী)

৮. হারেস ইবনে হেলালও রাসূলুল্লাহ -এর বিদ্রূপ করত। মক্কা বিজয়ের দিন আলী তাকে হত্যা করেছিলেন। (ফাতহুল বারী)

১৬.

اَلْاِرْتِدَادُ

মুরতাদ (ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া)

প্রশ্ন-১০৯ : ঈমান আনার পর কুফরকারিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ।

وَ اِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ.

অর্থ : আর যদি তারা অঙ্গীকার করার পর নিজেদের শপথগুলোকে ভঙ্গ করে ফেলে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে, তবে তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। (তখন) তাদের শপথ থাকবে না, হয়ত তারা বিরত থাকবে। (সূরা তাওবা : আয়াত-১২)

প্রশ্ন-১১০ : মুরতাদের স্থান জাহান্নাম।

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অর্থ : আর তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি স্বধর্ম থেকে ফিরে যায় এবং ঐ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে, তাহলে তার ইহকাল সংক্রান্ত এবং পরকাল সংক্রান্ত সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারাই তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাকারা : আয়াত-২১৭)

◆ মুরতাদদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরো কিছু হাদীস নিম্নরূপ-

১. যে ব্যক্তি (মুসলমান) তার দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলে তাকে হত্যা কর। (বুখারী)

২. কোনো মুসলমানের রক্ত ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না যতক্ষণ না সে বিবাহিত হওয়ার পর অন্য কোনো নারীর সাথে ব্যভিচার করবে, বা মুসলমান হওয়ার পর মোরতাদ হয়ে যাবে।
(নাসায়ী বা যিকরু মাইয়া হিল্লু বিহি মাদুল মুসলিম)।

৩. কোনো মুসলমানের রক্ত তিনটি কারণ ব্যতীত হালাল হবে না-

ক. কোনো ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর কাফের হয়ে যাওয়া,

খ. বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করা,

গ. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। (নাসায়ী)

৪. মূসা আশআরী (রা) ইয়ামেনের গভর্নর ছিল। একজন ইহুদী মুসলমান হলো এরপর আবার ইহুদী হয়ে গেল। মূসা আশয়ারী (রা) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী)

৫. উহুদ যুদ্ধের সময় এক মহিলা মুরতাদ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিলেন যে, তাকে তওবা করাও। আর যদি সে তওবা না করে তাহলে তাকে হত্যা করে ফেল। (বাইহাকী)

৬. আবু বকর সিদ্দীক (রা)এর শাসনামলে এক মহিলা মুরতাদ হয়ে গেলে আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাকে তওবা করার জন্য আহবান করলেন। সে তাওবা করল না তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। (দারকুত্বনী, বাইহাকী)

৭. ঈমান আনার আগে ইসলাম সকলকে এই স্বাধীনতা দিয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে মুসলমান হবে আর ইচ্ছা না হলে ইসলাম গ্রহণ করবে না। এর সাথে সাথে ইসলাম এই আহ্বান করেছে যে, পৃথিবীতে যত দ্বীন আছে এর মধ্যে শুধু ইসলামই মানুষকে কল্যাণ ও মুক্তির পথ। আর অন্য সমস্ত দ্বীন মানুষকে ধ্বংস ও বরবাদীর দিকে নিয়ে যায়। অতএব, যখন একজন লোক তার পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে, স্বজ্ঞানে, বুঝে শুনে, ইসলামে প্রবেশ করে তখন ইসলাম চায় যে, সে তার মৃত্যু পর্যন্ত কল্যাণ ও মুক্তির এ দ্বীনের ওপর অটল থাক। ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার কাফেরদের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে ইসলাম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু মূলত বর্ণনাতীত বিজ্ঞানময় এক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফের হয়ে যাবে তাকে হত্যা কর। এ বিধানে নিহিত কল্যাণ এবং হিকমত সম্পর্কে জানার জন্য সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী লিখিত 'মুরতাদ কি সাযা' দ্র:।

اَلْحُقُوْقُ فِيْ ضُوْءِ الْقُرْآنِ

আল কুরআনের আলোকে অধিকারসমূহ

১. বান্দার অধিকারসমূহ
২. পিতা-মাতার অধিকারসমূহ
৩. সন্তানের অধিকারসমূহ
৪. পেটের বাচ্চাদের অধিকারসমূহ
৬. আত্মীয়দের অধিকারসমূহ
৭. প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ
৮. বন্ধুর অধিকারসমূহ
৯. মেহমানের অধিকারসমূহ
১০. এতিমের অধিকারসমূহ
১১. মিসকীনের অধিকারসমূহ
১২. ফকীরের অধিকারসমূহ
১৩. মুসাফিরের অধিকারসমূহ
১৪. ক্রীতদাসের অধিকারসমূহ
১৫. সাথির অধিকারসমূহ
১৬. মৃতদের অধিকারসমূহ
১৭. বন্দীর অধিকারসমূহ
১৮. অমুসলিমের অধিকারসমূহ
১৯. চতুষ্পদ জন্তুদের অধিকারসমূহ

১.

বান্দার অধিকারসমূহ-حُقُوْقُ الْعِبَادِ

প্রশ্ন-১১১ : মানুষ হিসেবে সকলে সমভাবে মর্যাদা এবং সম্মান পাওয়ার অধিকার রাখে।

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا.

অর্থ : "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং যাদের আমি সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

(সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত-৭০)

প্রশ্ন-১১২ : জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল আদম সন্তানের প্রাণের মূল্য সমান।

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ لَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ.

অর্থ : যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত কিংবা তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে কোনো ফাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল। আর যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে রক্ষা করল তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করল। আর নিশ্চয় আমার রাসূলগণ সুস্পষ্ট বিধান নিয়েই প্রেরিত হয়েছে। অতপর তাদের মধ্যে অধিকাংশই এরপরও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে গেল। (সূরা মায়েদাহ : আয়াত-৩২)

প্রশ্ন-১১৩ : সকল মানুষ একই পিতার সন্তান।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অর্থ : "হে মানুষ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে বড় সম্মানিত যে আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ প্রজ্ঞাময় ও সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১৩)

প্রশ্ন-১১৪ : প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের সার্বিক বিষয়ে স্বাধীন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে দূরে থাক। কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না।" তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? অবশ্যই তোমরা তা অপছন্দই করে থাকে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও করুণাময়। (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১২)

প্রশ্ন-১১৫ : দুর্বলের উপর সবলের অমানবিক এবং অবমাননামূলক আচরণ করার অধিকার নেই।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থ : "শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (সূরা শূরা : আয়াত-৪২)

প্রশ্ন-১১৬ : প্রত্যেকেই তার আদর্শ গ্রহণের ব্যাপারে স্বাধীন।

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ.

অর্থ : "ধর্ম সম্বন্ধে বল প্রয়োগ নেই। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৬)

وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ.

অর্থ : (ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে) বল , সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত। সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা প্রত্যাখান করুক। (সূরা কাহফ : আয়াত-২৯)

◆ ১. উল্লেখ্য, ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামী বিধি-বিধান পালন করা অপরিহার্য হয়ে যায়। তখন ইসলামি বিধান পালনের ব্যাপারে ঐচ্ছিকতা থাকে না।

২. ধর্মীয় কিছু কল্যাণের কারণে ইসলাম গ্রহণ করার পর ধর্ম পরিবর্তনের স্বাধীনতাও থাকে না।

প্রশ্ন-১১৭ : প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্মান ও নিরাপত্তাসহ জীবন যাপনের অধিকার রয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থ : "হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা গোনাহের কাজ। যে এরপরও তওবা করবে না সে বা তারা জালেম। (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১১)

প্রশ্ন-১১৮ : প্রত্যেকেই মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহর নিকট দু করার অধিকার রাখে।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ.

অর্থ : "এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তাদেরকে বলে দাও, নিশ্চয় আমি সন্নিকটবর্তী, কোনো আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে, তাহলেই তারা সঠিকভাবে চলতে পারবে। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৬)

প্রশ্ন-১১৯ : স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জাতির রয়েছে।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ.

অর্থ : "এটা কোনো মানুষের জন্য উপযোগী নয় যে, আল্লাহ্ যাকে কিতাব, নবুয়ত ও বিজ্ঞান দান করেন, তারপরে সে মানব মণ্ডলীর মধ্যে বলে, তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমার উপাসক হও; বরং তোমরা এক প্রভুরই ইবাদত কর। কারণ তোমরাই কুরআন শিক্ষা দান কর এবং তা পাঠ করে থাক। (সূরা আল ইমরান : আয়াত-৭৯)

প্রশ্ন-১২০ : কারো প্রতি কেউ কোনো যুলুম করলে তার প্রতিবাদ করার অধিকার মাযলুমের রয়েছে।

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا.

অর্থ : তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে করলে অথবা তা গোপনে করলে কিংবা দোষ ক্ষমা করলে তা আল্লাহও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান। (সূরা নিসা : আয়াত-১৪৯)

প্রশ্ন-১২১ : ন্যায়বিচার চাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার।

وَ اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ.

অর্থ : "এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করতে।

(সূরা শূরা : আয়াত-১৫)

প্রশ্ন-১২২ : প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনোপকরণ অন্বেষণে সমান অধিকার।

وَ مِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

অর্থ : "তিনি তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য করেছেন রজনী ও দিবস, যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। (সূরা কাসাস : আয়াত-৭৩)

২.

পিতা-মাতার অধিকারসমূহ-حُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ

প্রশ্ন-১২৩ : পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ।

প্রশ্ন-১২৪ : বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতাকে 'উহ' শব্দ পর্যন্তও বলা যাবে না।

প্রশ্ন-১২৫ : পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের সাথে নরম স্বরে কথা বলতে হবে।

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا.

অর্থ : তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না কর এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন অথবা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে 'উফ' (বিরক্তিসূচক কিছু) বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা কর না, তাদের সাথে বল সম্মানসূচক নম্র কথা। (সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত-২৩)

প্রশ্ন-১২৬ : পিতা-মাতার প্রতি আজীবন কর্তব্য পালন করতে হবে।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

অর্থ : "অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাক এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিল। (সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত-২৪)

প্রশ্ন-১২৭ : পিতা মাতার আনুগত্য করতে আল্লাহর অবাধ্যচারিতায় লিপ্ত হওয়া যাবে না।

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖ وَّ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : "তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে। যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সৎভাবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর। অতপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৫)

◆ **পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে কিছু হাদীস।**

رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ.

১. পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (আদাবুল মুফরাদ : ২)

২. আল্লাহর সাথে শিরক এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিযী)

৩. তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ করুণার দৃষ্টি দিবেন না।

ক. পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি

খ. মদপানকারী,

গ. অনুগ্রহ করে খোঁটা দাতা। (নাসায়ী)

৪. তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

ক. পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি,

খ. দাইউস,

গ. পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী নারী, নারীর সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ। (নাসায়ী)

رَغِمَ اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ . قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

৫. ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধুলণ্ঠিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধূলণ্ঠিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধূলণ্ঠিত হোক জিজ্ঞাস করা হলো, কার? রাসূল (সা) বলেন- যে তারা পিতা-মাতার কোনো একজনকে বৃদ্ধ বয়সে পেল অথচ তাদের সেবা করে জান্নাত হাসিল করতে পারল না। (মুসলিম : ৬৬৭৫)

৬. নিজের পিতা-মাতাকে গালীদাতার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। (হাকেম)

৭. পিতা জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে উত্তম দরজা। অতএব, যে ব্যক্তি চায় সে তা সংরক্ষণ করুক আর যে চায় সে তা নষ্ট করুক। (ইবনে মাযাহ)

৮. জান্নাত মায়ের পদতলে। (নাসায়ী)

৯. এক সাহাবী জিজ্ঞেস করল, আমার সদাচরণ পাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার মা, দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলে, উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা, তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করলে, উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা। চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমার পিতা। (বুখারী)

৩.

সন্তানের অধিকারসমূহ-حُقُوْقُ الْاَوْلَادِ

প্রশ্ন-১২৮ : সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষা-দিক্ষা দেয়া পিতা-মাতার জন্য ফরয।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

অর্থ : “হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফিরিশতাগণ। যারা অমান্য করে না আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তারা তাই করে। (সূরা তাহরীম : আয়াত-৬)

প্রশ্ন-১২৯ : সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ঐ অভিভাবক যারা সন্তানের ধর্মীয় অধিকার আদায় করেনি।

فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ.

অর্থ : “অতএব, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর। বল : কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারবর্গের ক্ষতি সাধন করে। যেনে রাখ এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা যুমার : আয়াত-১৫)

৪.

পেটের বাচ্চাদের অধিকারসমূহ-حُقُوْقُ الْجَنِيْنِ

প্রশ্ন-১৩০ : স্বেচ্ছায় গর্ভ নষ্ট করা কবীরা গোনাহ।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۚ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا.

অর্থ : "তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্র্যভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (সূরা বানী ইসরাইল : আয়াত-৩১)

- এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন করল যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তখন মহিলা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তখন মহিলা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি (অবৈধভাবে) গর্ভবতী হয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ গর্ভাবস্থায় তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে অস্বীকৃতি জানালেন, যাতে করে মায়ের পেটে বিদ্যমান একটি নিষ্পাপ শিশু নষ্ট না হয়ে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন বাচ্চা প্রসব করবে তখন আসবে। বাচ্চা প্রসবের পর ঐ মহিলা দ্বিতীয় বার আসল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।। (মুসলিম)

৫.

নারীদের অধিকারসমূহ-حَقُوْقُ الْمَرْاَةِ

حُقُوْقُ الْمَرْاَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ

ক. নারীর মানবিক অধিকারসমূহ

প্রশ্ন-১৩১ : মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়েই সমান।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

অর্থ : "হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তদীয় স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী। (সূরা নিসা : আয়াত-১)

প্রশ্ন-১৩২ : সমস্ত নর-নারী একই পিতা-মাতার সন্তান।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অর্থ : "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা এক অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক পরহেযগার, আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১৩)

প্রশ্ন-১৩৩ : নারী-পুরুষ উভয়ের জীবন-ই সমান মূল্যবান।

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۢبِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ

فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ.

অর্থ : যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত কিংবা তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে কোনো ফাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল। আর যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে রক্ষা করল তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করল। আর নিশ্চয় আমার রাসূলগণ সুস্পষ্ট বিধান নিয়েই প্রেরিত হয়েছে। অতপর তাদের মধ্যে অধিকাংশই এরপরও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে গেল। (সূরা মায়েদাহ : আয়াত-৩২)

প্রশ্ন-১৩৪ : মুসলিম সমাজে নারীও ঐ মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী যে মর্যাদা পুরুষ পাওয়ার অধিকার রাখে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا.

অর্থ : "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি। তাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং যাদের আমি সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

(সূরা বানী ইসরাইল : আয়াত-৭০)

প্রশ্ন-১৩৫ : স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একে অন্যের ওপর সমান সমান অধিকার রাখে।

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

অর্থ : "তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের জন্য আবরণ আর তোমরা (স্বামীরা) তাদের জন্য আবরণ। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

প্রশ্ন-১৩৬ : নারীকে তুচ্ছ মনে করা এবং পুরুষের জন্য অবমাননাকর মনে করা কবীরা গোনাহ।

وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ . بِاَیِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ .

অর্থ : "যখন জীবন্ত কবর দেয়া কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (সূরা তাকভীর : আয়াত-৮-৯)

প্রশ্ন- ১৩৭ : ইসলামে নারী পুরুষের অধিকার নির্ধারিত

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ .

অর্থ : "আর নারীদের ওপর তাদের (পুরুষদের) যেমন স্বত্ব আছে নারীদেরও তদানুরূপ (পুরুষদের ওপর) ন্যায়সঙ্গত স্বত্ব আছে। (সূরা বাকারা : আয়াত-২২৮)

حُقُوْقُ الْمَرْاَةِ الدِّيْنِيَّةِ

খ. নারীর ধর্মীয় অধিকারসমূহ

প্রশ্ন-১৩৮ : সৎ আমলসমূহের সওয়াবে নারী পুরুষ সমান।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ.

অর্থ : "পুরুষ যা অর্জন (ইবাদত) করে সেটা তার অংশ আর নারী যা অর্জন (ইবাদত) করে সেটা তার অংশ। (সূরা নিসা : আয়াত-৩২)

প্রশ্ন-১৩৯ : আল্লাহ নারীত্ব এবং পুরুষত্বের কারণে সওয়াবে বেশ-কম করেন না।

وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا.

অর্থ : "পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে সৎকর্ম করে এবং সে ঈমানও রাখে তবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের ওপর কণা পরিমানও জুলুম করা হবে না। (সূরা নিসা : আয়াত-১২৪)

প্রশ্ন-১৪০ : নারী-পুরুষ উভয়ের অসৎ কাজ আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ.

অর্থ : "অনন্তর তাদের প্রতিপালক তাদের জন্য এটা স্বীকার করলেন যে, আমি তোমাদের পুরুষ অথবা নারীর মধ্য হতে কোনো কর্মীর কৃতকার্য ব্যর্থ করব না। তোমরা পরস্পর এক, অতএব যারা দেশ ত্যাগ করেছে ও স্বীয় গৃহসমূহ হতে বিতাড়িত হয়েছে ও আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং সংগ্রাম করেছে ও নিহত হয়েছে। নিশ্চয়ই তাদের জন্য আমি তাদের অমঙ্গলসমূহ আবরিত করব এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। যার নিচে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত, এটা আল্লাহর নিকট হতে প্রতিদান এবং আল্লাহর নিকটই উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৯৫)

প্রশ্ন-১৪১ : আল্লাহর প্রকৃত বান্দার গুণাবলি।

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا.

অর্থ : "অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ এবং আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ সংরক্ষণকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ সংরক্ষণকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী– এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। (সূরা আহযাব : আয়াত-৩৫)

প্রশ্ন–১৪২ : নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের কাজে বাধা দেয়া ফরয।

প্রশ্ন : ১৪৩ : নারী পুরুষ সবার জন্য এ কাজে সমান সওয়ার।

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ : আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ বিষয়ে আদেশ দেয় এবং অসৎ বিষয় থেকে বাধা দেয়। আর নামাযের পাবন্দী করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এসব লোকের প্রতি আল্লাহর অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন। নি:সন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমত ওয়ালা। আল্লাহ মু'মিন নর ও মু'মিন নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

জান্নাতের–যার নির্দেশে নদী প্রবাহিত যেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাই মহাসাফল্য। (সূরা তাওবা : আয়াত-৭১-৭২)

প্রশ্ন–১৪৪ : আল্লাহর নিকট দুআ করার অধিকার নারীরও তেমনিই আছে যেমন আছে পুরুষের ।

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ.

অর্থ : তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। যারা অহংকারে আমার ইবাদত বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা আল মুমিন : আয়াত-৬০)

প্রশ্ন–১৪৫: কুফর ও মুনাফেকীর পদ্ধতি অবলম্বনকারী চাই নর হোক কিংবা নারী উভয়ের শাস্তি সমান।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ.

অর্থ : "আল্লাহ মুনাফেক পুরুষ, মুনাফেক নারী এবং কাফেরদের সাথে জাহান্নামের আগুনের অঙ্গিকার করেছেন, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এটা তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। (সূরা তাওবা : আয়াত-৬৮)

حُقُوْقُ الْمَرْاَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةُ

গ. নারীদের অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ

প্রশ্ন-১৪৬ : মোহর নারীর ন্যায্য অধিকার যা আদায় করা স্বামীর জন্য ফরয।

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً.

অর্থ : "আর নারীদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর খুশীমনে।

(সূরা নিসা : আয়াত-৪)

প্রশ্ন-১৪৭ : যদি নারী তার ব্যক্তি স্বাধীনতার আলোকে তা ক্ষমা করতে চায় তাহলে সে তা করতে পারবে।

প্রশ্ন-১৪৮ : নারী তার নিজের সম্পদ থেকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী দান করতে পারবে।

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا.

অর্থৎ : আর যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে তাদের অংশ থেকে কিয়দাংশ তোমাদেরকে প্রদান করে তবে বিবেচনা মত তৃপ্তির সাথে ভোগ কর। (সূরা নিসা : আয়াত-৪)

প্রশ্ন-১৪৯ : স্ত্রীর ব্যয়ভার স্বামীর ওপর, যদিও স্ত্রী সম্পদশালী হয়।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ.

অর্থ : "পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্বশীল। যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের ওপর অপরকে গৌরবান্বিত করেছেন এবং যেহেতু তারা (স্বামী) তাদের স্বীয় ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে (সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

প্রশ্ন-১৫০ : বিয়ের পূর্বে মেয়েদের ব্যয়ভার বহন করা পিতার ওপর ফরয।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا.

অর্থ : "তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্র্যভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত-৩১)

প্রশ্ন-১৫৪ : পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পদে পুরুষের ন্যায় নারীদেরও অধিকার রয়েছে।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْأَقْرَبُوْنَ ۖ وَ لِلنِّسَاۤءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوْضًا .

অর্থ : পুরুষদের জন্য পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশি। আর এ অংশ নির্ধারিত। (সূরা নিসা : আয়াত-৭)

প্রশ্ন-১৫২ : উত্তরাধিকারী হিসেবে বোনের সাথে যদি ভাই থাকে তাহলে বোন ভাইয়ের অর্ধেক পাবে।

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন : একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। (সূরা নিসা : আয়াত-১১)

প্রশ্ন-১৫৩ : উত্তরাধিকারী শুধু কন্যা সন্তান হলে সমস্ত সম্পদের অর্ধেক পাবে।

وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

অর্থ : "এবং (উত্তরাধিকারী) যদি একজন নারী হয় তাহলে তার জন্য অর্ধেক।
(সূরা নিসা : আয়াত-১১)

প্রশ্ন-১৫৪ : উত্তরাধিকারী একাধিক কন্যা সন্তান হলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.

অর্থ : "অতপর (উত্তরাধিকার) যদি শুধু নারীই হয় দুয়ের অধিক তাহলে তাদের জন্য ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ। (সূরা নিসা : আয়াত-১১)

প্রশ্ন-১৫৫ : মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান থাকে আবার পিতা-মাতাও থাকে তখন মৃতের সম্পদ থেকে তারা উভয়ে ষষ্ঠাংশ করে পাবে।

وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ .

অর্থ এবং মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয়ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। (সূরা নিসা : আয়াত-১১)

প্রশ্ন-১৫৬ : অবিবাহিত মৃতের ভাই বোন ও পিতা-মাতা থাকলে মা ষষ্ঠাংশ, পিতা ৫ ভাগ।

فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ.

অর্থ : "আর যদি মৃতের পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয় তাহলে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। (সূরা নিসা : আয়াত-১১)

প্রশ্ন-১৫৭ : মৃত ব্যক্তি যদি অবিবাহিত হয় কিন্তু তার ভাই বোন থাকে তাহলে পিতা-মাতার মধ্যে মা ষষ্ঠাংশ এবং পিতা পাবে ৬ ভাগের ৫ ভাগ।

فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ.

অর্থ : অতপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে তাহলে তার মা পাবে ছয়ভাগের এক ভাগ। (সূরা নিসা : আয়াত-১১)

প্রশ্ন-১৫৮ : মৃতের সন্তান না থাকলে স্ত্রীর চতুর্থাংশ আর থাকলে অষ্টমাংশ পাবে।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ.

অর্থ : "স্ত্রীদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ যা তোমরা ছেড়ে যাও ওসিয়তের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর।

(সূরা নিসা : আয়াত-১২)

প্রশ্ন-১৫৯ : মৃত ব্যক্তি যদি কালালা (ঐ নারী বা পুরুষ যার পিতা বা সন্তান নেই) আর তার ওয়ারিস হয় এমন ভাই বোন যাদের মা এক কিন্তু বাপ ভিন্ন ভিন্ন, তারা যদি এক ভাই বোন হয় তাহলে বোন ভাইয়ের অংশের সমান পাবে, অর্থাৎ সম্পদের এক ষষ্ঠাংশ পাবে ভাই এবং অপর এক ষষ্ঠাংশ পাবে বোন।

প্রশ্ন- ১৬০ : যদি কালালা (ঐ নারী বা পুরুষ যার পিতা বা সন্তান নেই) আর তার ওয়ারিস হয় এমন ভাই বোন যাদের মা এক কিন্তু বাপ ভিন্ন ভিন্ন, আর তাদের সংখ্যা যদি একাধিক হয় অর্থাৎ দুই বা ততোধিক তাহলে মৃতের সম্পদের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সমস্ত ভাই বোন অংশিদার হবে।

وَ اِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّ لَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ.

অর্থ : "যে পুরুষের ত্যাজ্য সম্পত্তি তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে তাহলে উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে তাহলে তারা এক তৃতীয়াংশের অংশিদার হবে। (সূরা নিসা : আয়াত-১২)

প্রশ্ন-১৬১ : মৃত ব্যক্তি যদি কালালা হয় আর তার ওয়ারিস হয় আপন ভাই বোন বা এক বাপ কিন্তু মা ভিন্ন ভিন্ন তাহলে সম্পদ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে বন্টন করতে হবে।

১. যদি এক ভাই হয় বোন না থাকে তাহলে সমস্ত সম্পদের অধিকারী হয়ে যাবে।

২. আর যদি এক বোন থাকে কোনো ভাই না থাকে তাহলে সে সম্পদের অর্ধেক পাবে।

৩. যদি বোন একাধিক হয় ভাই না থাকে তাহলে দু'বোন সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ পাবে। এতে সমস্ত বোনেরা সমানভাবে অংশীদার হবে।

৪. যদি ওয়ারিস ভাই এবং বোন উভয়ই থাকে তাহলে সমস্ত ভাই ও বোনেরা সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দুই বোন এক ভাইয়ের সমপরিমাণ অংশে পাবে।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ۭ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۭ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَ هُوَ يَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۭ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۭ وَ اِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّ نِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۭ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۭ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

অর্থ : “মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায়। অতএব, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালা এর মিরাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন। যদি কোনো পুরুষ মারা যায় এবং তার কোনো সন্তানাদি না থাকে এবং এক বোন থাকে তাহলে সে পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। তার দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়েই থাকে তাহলে একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান। এটা আল্লাহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুর ওপর জ্ঞানবান। (সূরা নিসা : আয়াত-১৭৬)

حُقُوْقُ الْمَرْاَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ

ঘ. নারীর সামাজিক অধিকারসমূহ

১.

মা হিসেবে-اَلْاُمُّ

প্রশ্ন-১৬২ : মায়ের সাথে সদাচরণ করা সৌভাগ্য এবং সুপরিণতির নিদর্শন।

وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا.

অর্থ : "আর আমার জননীর অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি। (সূরা মারইয়াম : আয়াত-৩২)

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.

অর্থ : "পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত (স্বেচ্ছাচারী) ও অবাধ্য ছিল না।
(সূরা মারইয়াম : আয়াত-১৪)

প্রশ্ন-১৬৩ : বৃদ্ধ বয়সে পিতা এবং মাতার সামনে 'উফ' পর্যন্ত বলা যাবে না।

প্রশ্ন-১৬৪ : পিতা এবং মাতার সামনে অত্যন্ত নম্রতা, ভদ্রতা এবং সম্মান বজায় রেখে কথা বলতে হবে।

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا.

অর্থ : "তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে 'উফ' (বিরক্তিসূচক কিছু) বল না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা কর না। তাদের সাথে সম্মানসূচক ও নম্র কথা বল। (সূরা বানী ইসরাইল : আয়াত-২৩)

প্রশ্ন-১৬৫ : পিতা-মাতার সামনে অত্যন্ত নম্রতা এবং ভালবাসা নিয়ে উপস্থিত হতে হবে এবং তাদের জন্য সর্বদা দুআ করতে হবে।

وَاخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحۡمَةِ وَقُلۡ رَّبِّ ارۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيۡ صَغِيۡرًا.

অর্থ : "অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবানত থেকো এবং বল, হে আমার প্রতিপালক : তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেভাবে তারা শৈশব আমাকে প্রতিপালন করেছিল। (সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত-২৪)

প্রশ্ন-১৬৬ : পিতা মাতার আনুগত্যের স্বার্থে আল্লাহর সাথে শিরক করা যাবে না।

وَاِنۡ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنۡ تُشۡرِكَ بِيۡ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ ۙ فَلَا تُطِعۡهُمَا وَصَاحِبۡهُمَا فِي الدُّنۡيَا مَعۡرُوۡفًا ۖ وَّاتَّبِعۡ سَبِيۡلَ مَنۡ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَاُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ.

অর্থ : "তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সৎভাবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর। অতপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমরাই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৫)

প্রশ্ন-১৬৭ : জন্ম এবং প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সন্তানদের প্রতি মায়ের ভূমিকা বেশি তাই সন্তানদের উচিত পিতার তুলনায় মায়ের প্রতি বেশি কৃতজ্ঞ থাকা।

وَوَصَّيۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَيۡهِ ۚ حَمَلَتۡهُ اُمُّهٗ وَهۡنًا عَلٰى وَهۡنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيۡ عَامَيۡنِ اَنِ اشۡكُرۡ لِيۡ وَلِوَالِدَيۡكَ ؕ اِلَىَّ الۡمَصِيۡرُ.

অর্থ : "আমিতো মানুষকে তাঁর পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি, তার জননী তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে এবং দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৪)

- রাসূলুল্লাহ ﷺ পিতার তুলনায় মায়ের প্রতি তিনগুণ বেশি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী)

২.

মেয়ে হিসেবে-اَلْبِنْتُ

প্রশ্ন-১৬৮ : কন্যা সন্তানকে অবজ্ঞা করা কবীরা গোনাহ।

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ. يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

অর্থ : "তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানী হেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে, সে চিন্তা করে যে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতই না নিকৃষ্ট।

(সূরা নাহল : আয়াত-৫৮-৫৯)

প্রশ্ন-১৬৯ : মেয়ে সুনাগরিক করে সুপাত্রে পাত্রস্ত করা পিতার ওপর ফরয।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

অর্থ : "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর, অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ। যারা অমান্য করে না আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তারা তাই করে। (সূর তাহরীম : আয়াত-৬)

৩.

স্ত্রী হিসেবে-اَلزَّوْجَةُ

প্রশ্ন-১৭০ : স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্ন-১৭১ : যদি স্বামী তার স্ত্রীর কোনো বিষয় অপছন্দ করে তাহলে স্ত্রীর অন্যান্য ভালো দিকগুলোর কথা স্মরণ করে ধৈর্যের সাথে তাকে বুঝানোর জন্য চেষ্টা করা উচিত।

وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

অর্থ : "এবং নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। অতপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। (সূরা নিসা : আয়াত-১৯)

প্রশ্ন-১৭২ : স্বামীর উচিত স্ত্রীর সাথে ভালবাসা এবং কোমলতাপূর্ণ আচরণ করা।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

অর্থ : "এবং তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রীদেরকে, যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রূম : আয়াত-২১)

প্রশ্ন-১৭৩ : মোহর নারীর অধিকার যা পুরুষকে তার সন্তুষ্ট চিত্তে আদায় করতে হবে।

وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا.

অর্থ : "আর নারীদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। কিন্তু যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে পরে কিয়াদংশ তোমাদেরকে প্রদান করে তবে বিবেচনা মত তৃপ্তির সাথে ভোগ কর। (সূরা নিসা : আয়াত-৪)

প্রশ্ন-১৭৪ : স্বামী তার সামর্থ অনুপাতে স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করবে।

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰـهُ اللّٰهُ ۖ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰـهَا ۖ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا.

অর্থ : "বিত্তবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না, আল্লাহ **কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি**। (সূরা ত্বালাক : আয়াত-৭)

প্রশ্ন-১৭৫ : স্বামীর উচিত স্ত্রীর সম্ভ্রম এবং ইজ্জত রক্ষা করা।

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

অর্থ : "তারা তোমাদের জন্য আবরণ তোমরা তাদের জন্য আবরণ।

(সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৮৭)

প্রশ্ন-১৭৬ : স্বামীকে তার স্ত্রীর যৌন অধিকার পূরণ করতে হবে।

فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا.

অর্থ : "অতপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরণ কর।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

প্রশ্ন-১৭৭ : একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের প্রত্যেকের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করা ফরয।

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۖ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا.

অর্থ : তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদেরকে ভালো লাগে তাদেরকে বিয়ে করে নাও, দুই, তিন বা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না তবে একটিই। অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে, এতেই পক্ষাপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সুযোগ। (সূরা নিসা : আয়াত-৩)

প্রশ্ন-১৮৭ : যদি স্ত্রী স্বামী অপছন্দ করে তাহলে খোলা তালাকের ব্যবস্থা রয়েছে।

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থ : "(ফেরতযোগ্য) ত্বালাক দু'বার পর্যন্ত। তারপরে হয় নিয়ম অনুযায়ী রাখবে আর না হয় সহৃদয়তার সাথে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু যেক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা উভয়ে আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয় তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোনো পাপ নেই। এ হলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই তা অতিক্রম কর না, বস্তুত যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে তারাই হলো যালেম।

(সূরা বাকারা : আয়াত-২২৯)

৪.

তালাক প্রাপ্তা হিসেবে-اَلْمُطَلَّقَةُ

প্রশ্ন-১৭৯ : তালাক প্রাপ্তা নারী তার ইচ্ছা অনুযায়ী বিয়ে করতে পারবে।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থ : "আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়ম অনুযায়ী বিয়ে করতে বাধা দান কর না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কিয়ামত দিনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আর আল্লাহ জানেন তোমরা জান না। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৩২)

প্রশ্ন-১৮০ : তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করার উদ্দেশ্যে ফেরত দেয়া নিষেধ।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ .

অর্থ : "অত:পর তারা যখন তাদের মেয়াদে উপনীত হয় তখন তাদেরকে তাদের যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দিবে, অথবা যথোপযুক্তভাবে ছেড়ে দিবে।

(সূরা তালাক : আয়াত-২)

প্রশ্ন-১৮১ : তালাকের মেয়াদ চলাকালে স্ত্রীকে স্বামীর ঘরে রাখতে হবে এবং পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী তার ব্যয়ভারও বহন করতে হবে।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ .

অর্থ : "তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর তাদেরকেও বসবাসের জন্য ঐরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন কর না।

(সূরা তালাক : আয়াত-৬)

প্রশ্ন-১৮২ : গর্ভবতী স্ত্রী সন্তান প্রসবের আগ পর্যন্ত ভরণপোষণ পাবে।

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

অর্থ : যদি তারা গর্ভবতী হয় তাহলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। (সূরা : তালাক : আয়াত-৬)

প্রশ্ন-১৮৩: তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী কর্তৃক সন্তানকে দুধপান করাতে চাইলে প্রথানুপাতে খরচ দিতে হবে।

اِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَ اْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَ اِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى.

অর্থ : যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। (সূরা তালাক : আয়াত-৬)

৫.

বিধবা হিসেবে নারী-اَلْاَرْمِلَةُ

প্রশ্ন-১৮৪ : বিধবা (গরিব মিসকীন) দের সাথে সদাচরণ করতে হবে।

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۫ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ.

অর্থ : আর যখন আমি বনী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো উপাসনা করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং আত্মীয়দের সাথে, পিতৃহীন ও মিসকিনদের সাথেও (সদ্ব্যবহার করবে)। আর তোমরা মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, তৎপর তোমাদের মধ্যে হতে অল্পসংখ্যক ব্যতীত তোমরা সকলেই বিমুখ হয়েছিলে। যেহেতু তোমরা অগ্রাহ্যকারী ছিলে।

(সূরা বাকারা : আয়াত-৮৩)

প্রশ্ন-১৮৫ : বন্টনের সময় অভাবী ও বঞ্চিতরা চলে আসলে তাদেরকে সামান্য দেয়া উচিত।

وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا.

অর্থ : আর যখন বন্টনের সময় স্বজনরা, পিতৃহীনরা, দরিদ্ররা উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদেরকেও জীবিকা দান কর এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে কথা বল। (সূরা নিসা : আয়াত-৮)

প্রশ্ন-১৮৬ : বিধবাকে সাহায্য করা সৎ আমলের অন্তর্ভুক্ত ।

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآئِكُمْ ۚ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা 'আয়্যিম' তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর : আয়াত-৩২)

* রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মিসকীন এবং বিধবাদের সাহায্যকারিদের সওয়ার আল্লাহর পথে জিহাদকারিদের সমান বা ঐ ব্যক্তির সওয়াবের সমান যে ধারাবাহিকভাবে দিনে রোযা রাখে এবং রাতে ধারাবাহিকভাবে জাগরণ করে।

(বুখারী)

৬.

আত্মীয়দের অধিকারসমূহ-حُقُوْقُ الْاَقَارِبِ

প্রশ্ন-১৮৭ : নিকট আত্মীয়দের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করা অনেক সওয়াবের কাজ।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

অর্থ : তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত কর তাতে পুণ্য নেই; বরং পুণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে দান করেছে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী। আর তারাই পরহেযগার। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৭৭)

প্রশ্ন-১৮৮ : নিকট আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

অর্থ : আর দাসত্ব কর আল্লাহর, শরীক কর না তাঁর সাথে অন্য কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকট আত্মীয়, এতিম মিসকীন,

প্রতিবেশী অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অহংকারী আত্মভিমানীকে ভালবাসেন না। (সূরা নিসা : আয়াত-৩৬)

- নিকট আত্মীয় অর্থনৈতিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী হলে তাকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করা উচিত। আর যদি অর্থনৈতিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হয় তাহলে তার দুঃখ আনন্দে অংশীদার হওয়া উচিত। তার ভালো মন্দের খবর নেয়া, তার সাথে সম্পর্ক রাখাও তাদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন-১৮৯ : আত্মীয়দের অধিকার আদায় করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

فَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : আত্মীয়-স্বজনদেরকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকেও, এটা তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আর তারাই সফল কাম। (সূরা রুম : আয়াত-৩৮)

প্রশ্ন-১৯০ : আত্মীয়দের অধিকার আদায় না করা ক্ষতির কারণ হবে।

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَ يَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

অর্থ : আর যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং ঐসব সম্বন্ধ ছিন্ন করে যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং যারা পৃথিবীতে বিবাদের সৃষ্টি করে তারাই পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৭)

- নিকট আত্মীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম আসবে আপন ভাই বোন এবং এরপর আসবে স্তর অনুযায়ী অন্যান্য আত্মীয়রা।

৭.

প্রতিবেশীদের অধিকারসমূহ-حُقُوْقُ الْجِيْرَانِ

প্রশ্ন-১৯১ : প্রতিবেশী আত্মীয় হোক আর অনাত্মীয় তার সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

অর্থ : আর ইবাদত কর আল্লাহর, শরীক কর না তাঁর সাথে অন্য কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকট আত্মীয়, এতিম মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন না অহংকারী ও আত্মভিমানীকে।

(সূরা নিসা : আয়াত-৩৬)

◆ **হাদীসে প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেছেন।**

* এ সম্পর্কে কিছু হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. আল্লাহর কসম ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর কসম ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর কসম ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়। (বুখারী)

২. ঐ ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়। (বুখারী)

৩. জিবরাইল প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে বারবার সতর্ক করছিল এমন কি আমার মনে হচ্ছিল যে, একজন প্রতিবেশীকে অপরজনের ওয়ারিস করে দেয়া হবে। (মুসলিম)

৪. ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার প্রতিবেশীর জন্য ঐ জিনিস পছন্দ না করবে যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে। (মুসলিম)

৫. এক সাহাবী জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন গোনাহটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললন, শিরক, সাহাবী আবার জিজ্ঞেস করল এরপর কোনটি? তিনি বললেন, অভাবের ভয়ে সন্তানকে হত্যা করা, সাহাবী আবার জিজ্ঞেস করল এরপর কোনটি? তিনি বললেন : প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। (বুখারী ও মুসলিম)

৬. প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা অন্য দশজন নারীর সাথে ব্যভিচার করার চেয়েও মারাত্মক। (মুসনাদ আহমদ, ত্বাবারানী)

৭. ঐ ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনে নাই যে, রাতভর আরাম করে ঘুমাল অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছে আর সে এ ব্যাপারে অবগত। (ত্বাবারানী)

৮. কোনো মুসলমান নারী তার প্রতিবেশীকে তুচ্ছ মনে করবে না এবং তাকে হাদীয়া পাঠাবে যদিও তা বকরীর পা হোক না কেন। (বুরী, মুসলিম)

৮

বন্ধুদের অধিকারসমূহ-حُقُوْقُ الْحِبَّاءِ

প্রশ্ন-১৯২ : বন্ধুদের একে অপরের ঘরে বিনা অনুমতিতে যাতায়াত করা নিষেধ।

প্রশ্ন-১৯৩ : বন্ধুদের ঘরে প্রবেশ করার আগে তাদের সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি নিতে হবে।

প্রশ্ন-১৯৪ : বন্ধুর ঘরে প্রবেশ করার আগে উঁচু আওয়াজে সালাম দিতে হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যগৃহে প্রবেশ কর না, যে পর্যন্ত আলাপ পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (সূরা নূর : আয়াত-২৭)

প্রশ্ন-১৯৫ : বাড়ির মালিক কোনো কারণে যদি সাক্ষাৎ দিতে না চায় তাহলে ফিরে যেতে হবে।

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَ اِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

অর্থ : যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও তাহলে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালভাবে জানেন। (সূরা নূর : আয়াত-২৮)

৯.

মেহমানের অধিকারসমূহ-حُقُوْقُ الضُّيُوْفِ

প্রশ্ন-১৯৬ : নিজের অবস্থা অনুযায়ী মেহমানদারী করা ওয়াজিব।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ . اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ط قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ . فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ.

অর্থ : তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম। উত্তরে সে বলল, সালাম। এরাতো অপরিচিত লোক। অতপর ইবরাহিম তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি ভাজা গোশত গো-বৎস নিয়ে আসল। (সূরা যারিয়াত : আয়াত-২৪-২৬)

প্রশ্ন-১৯৭ : মেহমানদের সম্মান এবং সেবা করা ওয়াজিব।

وَ جَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ط وَ مِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ط قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ.

অর্থ : আর তার সম্প্রদায় তার নিকট ছুটে আসল এবং তারা পূর্ব হতে কুকার্যসমূহ করেই আসছিল। লূত বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অতি উত্তম। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের সামনে আমাকে অপমানিত কর না, তোমাদের মধ্যে কি সুবোধ কোনো লোক নেই? (সূরা হুদ : আয়াত-৭৮)

- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার উচিত মেহমানের সম্মান করা। (বুখারী)

১০.

এতিমদের অধিকারসমূহ-حُقُوْقُ الْيَتٰمٰى

প্রশ্ন-১৯৮ : এতিমদের সাথে ভালো এবং অনুগ্রহপরায়ণ আচরণ করার নির্দেশ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ.

অর্থ : যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করবে না, পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, তখন সামান্য কয়েকজন ব্যতীত তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-৮৩)

প্রশ্ন-১৯৯ : এতিম প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তার সম্পদ তাকে হস্তান্তর করা উচিত।

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا.

অর্থ : আর এতিমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যতক্ষণ না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উম্মেষ আঁচ করতে পাও, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পার। এতিমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ কর না, আর তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল না, যারা স্বচ্ছল তারা অবশ্যই এতিমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ খেতে পারবে, যখন তাদের সম্পদ তাদের নিকট প্রত্যার্পণ কর তখন সাক্ষী রাখবে, অবশ্য আল্লাহই হিসেবে নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট। (সূরা নিসা : আয়াত-৬)

প্রশ্ন-২০০ : যে ব্যক্তি এতিম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে তার জন্য ওয়াজিব তাদের অধিকার পূর্ণাঙ্গ আদায় করা।

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا.

অর্থ : আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদেরকে ভালো লাগে তাদেরকে বিয়ে কর, দুই, তিন বা চারটি পর্যন্ত। আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ন্যায় বিচার করতে পারবে না তবে একটি অথবা তোমাদের দাসীদের মধ্য থেকে। এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী। (সূরা নিসা : আয়াত-৩)

প্রশ্ন-২০১ : এতিমের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণকারী তার পেটে জাহান্নামের আগুন ভরছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا.

অর্থ : যারা এতিমদের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করছে এবং সত্বরই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(সূরা নিসা : আয়াত-১০)

প্রশ্ন-২০২ : কোনো রকম রদ-বদল এবং গ্রাস করা ছাড়া প্রাপ্ত বয়সে এতিমের সম্পদ যথার্থভাবে ফিরিয়ে দাও।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا.

অর্থ : "এতিমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও, খারাপ সম্পদের সাথে ভালো সম্পদ অদল-বদল কর না, আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে তা গ্রাস কর না, নিশ্চয় এটা বড়ই মন্দ কাজ।

(সূরা নিসা : আয়াত-২)

প্রশ্ন-২০৩ : কোনো এতিমের অভ্যন্তর না দেখে তার সাথে ভালো আচরণ করা উচিত।

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ .

অর্থ : "সুতরাং আপনি এতিমদের প্রতি কঠোর হবেন না। (সূরা দোহা : আয়াত-৯)

প্রশ্ন-২০৪ : এতিম যদি ক্ষুধার্ত এবং অভাবী হয় তাহলে তাকে খাবার দেয়া এবং সাহায্য করা উচিত।

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا.

অর্থ : তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে, তারা বলে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।।

(সূরা দাহার-৮,৯)

প্রশ্ন-২০৫ : এতিমদেরকে সম্মান দেয়া উচিত।

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ .

অর্থ : "এটা অমূলক ; বরং তোমরা এতিমকে সম্মান কর না। (সূরা ফজর-১৭)

প্রশ্ন-২০৬ : নিকট আত্মীয় এতিমদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ . وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ . فَكُّ رَقَبَةٍ . اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ . يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ . اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ .

১১. কিন্তু সে দুর্গম গিরি পথে প্রবেশ করলো না।
১২. তুমি কী জান যে, দুর্গম গিরি পথটি কি?
১৩. এটা হচ্ছে- কোন দাসকে মুক্ত করা;
১৪. অথবা, দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান;
১৫. কোন এতিম, আত্মীয়কে,
১৬. অথবা ধূলায় লুণ্ঠিত দরিদ্রকে, (সূরা বালাদ : আয়াত-১১-১৬)

প্রশ্ন-২০৭ : সরকারের উচিত গণীমতের মাল থেকে কিছু মাল এতিমদের লালন-পালনে ব্যয় করা।

وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِی الْقُرْبٰی وَ الْیَتٰمٰی وَ الْمَسٰكِیْنِ وَ ابْنِ السَّبِیْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعٰنِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ.

অর্থ : আর একথাও জেনে রাখ যে, কোনো বস্তু সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসেবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতিম অসহায় ও মুসাফিরের জন্য। যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর ওপর এবং সে বিষয়ের ওপর যা আমি আমার বান্দার ওপর অবতীর্ণ করেছি ফায়সালার দিনে। যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল, আর আল্লাহ সবকিছুর ওপরই ক্ষমতাশীল। (সূরা আনফাল : আয়াত-৪১)

প্রশ্ন-২০৮ : এতিমদের প্রতি যুলুম ঐ ব্যক্তিই করে যে পরকালকে অস্বীকার করে।

اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُكَذِّبُ بِالدِّیْنِ. فَذٰلِكَ الَّذِیْ یَدُعُّ الْیَتِیْمَ. وَ لَا یَحُضُّ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْكِیْنِ.

অর্থ : তুমি কি দেখেছ তাকে যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে থাকে? সেতো ঐ ব্যক্তি যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না। (সূরা মাউন : আয়াত-১-৩)

◆ ১. এতিমদের সাথে ভালো ব্যবহার করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি এবং এতিমের লালন-পালনকারী এভাবে জান্নাতে থাকবে, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মধ্যম আঙ্গুল এবং শাহাদাত আঙ্গুল একত্রিত করে দেখালেন। (বুখারী)

২. অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ঘর যেখানে কোনো এতিম থাকে এবং তার সাথে ভাল ব্যবহার করা হয়। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘর ঐটি যেখানে কোনো এতীম থাকে আর তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়। (ইবনে মাযাহ)

১১.

মিসকীনদের অধিকারসমূহ-حُقُوْقُ الْمَسَاكِيْنِ

প্রশ্ন-২০৯ : যারা গরিব মিসকীনের অধিকার আদায় করে না তারা আল্লাহর নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়।

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ . بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ.

অর্থ : অতপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তারা বলল : আমরা তো দিশা হারিয়ে ফেলেছি, না আমরা তো বঞ্চিত।

(সূরা কালাম : আয়াত-২৬-২৭)

প্রশ্ন-২১০ : মিসকীন এবং অভাবীদের অধিকারসমূহ আদায় না করা জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ . مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ . قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ . وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ . وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ . حَتّٰى اَتٰـنَا الْيَقِيْنُ .

অর্থ : তোমাদেরকে কিসে সাকারে (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে আহার্য দান করতাম না এবং আমরা সমালোচনাকারিদের সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম, আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত। (সূরা মুদ্দাসসির : আয়াত-৪২-৪৭)

প্রশ্ন-২১১: সরকারের উচিত গনীমতের মাল থেকে কিছু মাল মিসকীন এবং অভাবীদের উন্নয়নে খরচ করা।

وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

অর্থ : আর একথাও জেনে রাখ যে, কোনো বস্তু সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসেবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতিম অসহায় ও

মুসাফিরের জন্য, যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর ওপর এবং সে বিষয়ের ওপর যা আমি আমার বান্দার ওপর অবতীর্ণ করেছি ফায়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল, আর আল্লাহ সবকিছুর ওপরই ক্ষমতাশীল।

(সূরা আনফাল-৪১)

◆ রাসূল ﷺ-এর নিকট আত্মীয় বলতে বুঝায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় তাঁর নিকট আত্মীয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর ঐ বংশের গরিব লোকেরা।

(তাফহিমুল কুরআন)

প্রশ্ন-২১২ : যাকাতের মাল ব্যয় করার ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে মিসকিনদেরকে সাহায্য করাও একটি ক্ষেত্র।

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

অর্থ : "যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারিদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে, এটিই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা-৬০)

প্রশ্ন-২১৩ : যাকাত দেয়ার পরেও যারা অভাবীদের দান করে তারা প্রকৃত মু'মিন।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

অর্থ : তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত কর তাতে পুণ্য নেই; বরং পুণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে দান করেছে

আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৭৭)

*** মিসকিন এবং অভাবীদের অধিকার সম্পর্কে হাদীস**

১. মিসকীন এবং অভাবীদের অধিকারের গুরুত্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিধবা এবং মিসকীনদের লালন-পালনকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায় সোয়াব পাবে। (বোখারী)

২. সর্বোত্তম দান এই যে, তুমি কোনো ক্ষুধার্তকে তার পেট ভরে আহার করাবে। (বায়হাকী)

৩. এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট অন্ন চেয়েছিলাম তুমি আমাকে অন্ন দাওনি। ঐ ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! তুমিতো সকলের পালনকর্তা আমি তোমাকে কী করে অন্ন দিব? আল্লাহ বলবেন, তোমার কি মনে নেই, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাবার চেয়েছিল অথচ তুমি তাকে খাবার দাওনি, যদি তুমি তাকে খাবার দিতে তাহলে এর সোয়াব আমার নিকট পেতে। এমনিভাবে অপর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম অথচ তুমি আমাকে পানি পান করাও নি? ঐ ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! তুমি স্বয়ং বিশ্ব পালনকর্তা আমি তোমাকে কী করে পানি পান করাব? আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে তাহলে তার সওয়াব আমার নিকট পেতে। (মুসলিম)

৪. যে ব্যক্তি কোনো বস্ত্রহীন মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে সবুজ রেশম পরিধান করাবেন। যে ব্যক্তি কোনো ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের মেওয়া খাওয়াবেন। যে ব্যক্তি কোনো পিপাসার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে উন্নতমানের শরাব পান করাবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৫. যে মুসলমান অপর মুসলমানকে বস্ত্র পরিধান করায় সে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হেফাযতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কাপড় ঐ শরীরে থাকবে।

(আহমদ, তিরমিযী)

১২.

ভিক্ষুকের অধিকারসমূহ-حُقُوقُ السَّائِلِيْنَ

প্রশ্ন-২১৪ : পথিকদের চাহিদা পূরণকারী সত্যিকার অর্থে মু'মিন এবং মুত্তাকী।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

অর্থ : তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত কর তাতে পুণ্য নেই; বরং পুণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই প্রেমে আত্নীয়-স্বজন, পিতৃহীন, মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে দান করেছে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৭৭)

প্রশ্ন-২১৫ : ধনীদের সম্পদে পথিকদের অধিকার রয়েছে।

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ.

অর্থ : আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।

(সূরা যারিয়াত : আয়াত-১৯)

- ভিক্ষুক ঐ অভাবী যারা তাদের অভাবের কথা অন্যদের সামনে পেশ করে, আর বঞ্চিত ঐ মুখাপেক্ষী যে তার অভাবের কথা অন্যদের সামনে পেশ করে না এবং মানুষও তাকে স্বচ্ছল মনে করে।

অতএব বঞ্চিত অর্থ- ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা তাদের অর্থনৈতিক মাধ্যমসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন : এতিম, বেকার, ব্যবসায় পূজী হারা হওয়া, কোনো মহিলা বিধবা হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন-২১৬ : ভিক্ষুককে কিছু না দিতে পারলে আদবের সাথে ক্ষমা চাওয়া।

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ.

অর্থ : আর ভিক্ষুকদেরকে ধমক দিবে না।" (সূরা দোহা : আয়াত-১০)

◆ **রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী।**

১. যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করে আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। (বোখারী ও মুসলিম)

২. ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট যার নিকট আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কিছু চাওয়া হলো অথচ সে কিছুই দিল না। (আহমদ)

৩. ভিক্ষুককে কিছু না কিছু দান করা চাই তা বকরির ক্ষুরই হোক না কেন। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

৪. খুশি মনে কোনো মুসলমান ভাইয়ের পাত্রে পানি দেয়াও সওয়াবের কাজ। (আহমদ, তিরমিযী)

৫. সৎ লোকদের নিকট চাও। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

১৩.

মুসাফিরের অধিকার-حُقُوْقُ الْمُسَافِرِيْنَ

প্রশ্ন-২১৭ : মুসাফিরদের সাথে সদাচরণ করতে হবে।

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

অর্থ : আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরিক কর না তাঁর সাথে অন্য কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকট আত্মীয়, এতিম মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অহংকারী ও আত্মভিমানী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।

(সূরা নিসা : আয়াত-৩৬)

প্রশ্ন-২১৮ : আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে মুসাফিরদের অধিকার আদায়কারী পরকালে মুক্তি পাবে।

فَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : আত্মীয়-স্বজনদেরকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দিন এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকেও। এটা তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তারাই সফলকাম। (সূরা রুম : আয়াত-৩৮)

প্রশ্ন-২১৯ : পাথেয়হীন মুসাফিরদেরকে সাহায্য করা ঈমান এবং তাকওয়ার নিদর্শন।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ

الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ .

অর্থ : তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত কর তাতে পুণ্য নেই; বরং পুণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে দান করেছে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৭৭)

প্রশ্ন-২২০ : ধনী মুসাফির যদি কোনো কারণে পাথেয়হীন হয়ে যায় তাহলে যাকাতের মাল থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে।

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

অর্থ : যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারিদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। এটিই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা : আয়াত-৬০)

প্রশ্ন-২২১ : সরকারের গনীমতের মাল থেকে কিছু অংশ মুসাফিরদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা উচিত।

وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

অর্থ : আর একথাও জেনে রাখ যে, কোনো বস্তু সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসেবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতিম অসহায় ও মুসাফিরের জন্য, যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর ওপর এবং সে বিষয়ের

ওপর যা আমি আমার বান্দার ওপর অবতীর্ণ করেছি ফায়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল, আর আল্লাহ্ সবকিছুর ওপরই ক্ষমতাশীল।

(সূরা আনফাল : আয়াত-৪১)

◆ নিকট আত্মীয় বলতে বুঝায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁর নিকট আত্মীয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর ঐ বংশের গরিব লোকেরা।

(তাফহিমুল কুরআন)

প্রশ্ন-২২২ : মুসাফিরদের হক আনন্দ চিত্তে আদায় করা উচিত।

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا.

অর্থ : আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদেরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না। (সূরা বানী ইসরাঈল-২৬)

◆ ১. মুসাফিরের অধিকার আদায় করা বলতে শুধু অর্থনৈতিক সাহায্যকেই বুঝায় না; বরং তাদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত এটাও যে, মুসাফির অসুস্থ হয়ে গেলে তার দেখা শুনা করা, পথিমধ্যে রাত হয়ে গেলে তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা, কোনো সমস্যায় পতিত হলে তাকে সাহায্যহীনভাবে ছেড়ে না দেয়া; বরং তার কষ্ট দূর করার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

২. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জঙ্গলে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রাখে আর সে কোনো মুসাফিরকে পানি নিতে বাধা দেয়, (অথচ অন্য কোথাও পানির ব্যবস্থা নেই) তখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার সাথে কোনো কথা বলবেন না, তার প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না; বরং তাকে বেদনাদায়ক শাস্তিতে নিক্ষেপ করবেন।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

১৪.

অধিনস্ত লোকদের অধিকারসমূহ-حُقُوْقُ الْعَبِيْدِ

প্রশ্ন-২২৩ : অধিনস্ত লোকদের সাথে অনুগ্রহপরায়ণ হওয়ার নির্দেশ।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

অর্থ : আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরিক কর না তার সাথে অপর কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকট আত্মীয়, এতিম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক গর্বিত জনকে। (সূরা নিসা : আয়াত-৩৬)

প্রশ্ন-২২৪ : যদি কোনো ক্রীতদাস মুক্তির জন্য মনিবের সাথে চুক্তি বদ্ধ হতে চায় তাহলে তাকে চুক্তি বদ্ধ করা উচিত।

প্রশ্ন-২২৫ : সাধারণ মুসলমানদের উচিত চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাসদেরকে মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য করা।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا * وَّ اٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اٰتٰىكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : যাদের বিবাহের সামর্থ নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও। যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে।

তোমাদের দাসিগণ, সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করও না। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের ওপর জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা নূর : আয়াত-৩৩)

- চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো : মনিব এবং ক্রীতদাসের মধ্যে এমন লিখিত চুক্তি যা পূর্ণ করার পর ক্রীতদাস মনিবের গোলামী থেকে স্বাধীন হতে পারবে।

১৫.

প্রতিবেশীর অধিকার-حُقُوْقُ صَاحِبِ الْجَنْبِ

প্রশ্ন-২২৬ : প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ করার নির্দেশ।

অর্থ : আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক কর না তার সাথে অন্য কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকট আত্মীয় এতিম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও।

◆ ১. এখানে প্রতিবেশী বলতে বোঝানো হয়েছে এক সাথে চলাচলকারী বন্ধু বা এমন অপরিচিত লোক যার সাথে বাসে, ট্রেনে, প্লেনে ভ্রমণের সময় বসা হয়েছে, বা বাজারে সাক্ষাৎ হয়েছে বা দোকানে দেখা হয়েছে, বা কোনো বিশ্রামের স্থানে দেখা হয়েছে, এ ধরনের প্রতিবেশীকে বুঝানো হয়েছে।

২. প্রতিবেশীর সাথে অনুগ্রহ করার অর্থ হলো তাকে কোনো ধরণের কষ্ট না দেয়া, তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা, তার কোনো সাহায্যের দরকার হলে তাকে সাহায্য করা। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)

১৬.

মৃতের অধিকারসমূহ-حُقُوْقُ الْمَيِّتِ

প্রশ্ন-২২৭ : মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ যথাক্রমে অসিয়ত, ঋণ পরিশোধ এবং ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

فَإِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ.

অর্থ : আর যদি ততোধিক থাকে তাহলে তারা এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে, ওসিয়ত পূরণের পর, যা ওসিয়ত করা হয় অথবা ঋণ (আদায়ের) পর, এমতাবস্থায় যে অপরের ক্ষতি না করে, এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (সূরা নিসা : আয়াত-১২)

◆ **মৃত ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত কিছু হাদীস নিম্নরূপ-**

১. মৃত ব্যক্তির ওপর যদি হজ্জ ফরয হয় অথচ কোনো কারণে সে তা আদায় করতে পারেনি তাহলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানো উচিত। (বুখারী)

২. মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের উচিত তাকে ভালোভাবে কাফনের ব্যবস্থা করা। (মুসলিম)

৩. তার জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করা উচিত। (বুখারী)

৪. তাকে দাফন করার জন্য লাশের সাথে যাওয়া উচিত। (মুসলিম)

৫. মৃত ব্যক্তির ভাল দিকগুলো আলোচনা করা উচিত, আর খারাপ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। (নাসায়ী)

৬. মৃত ব্যক্তির হাড্ডি ভাঙ্গা উচিত নয়। (আবু দাউদ)

১৭.

বন্দীদের অধিকারসমূহ-حُقُوْقُ الْاَسَارَاى

প্রশ্ন-২২৮ : বন্দীদেরকে খাবার দেয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا.

অর্থ : আর যারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে, তারা বলে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (সূরা দাহর-৮,৯)

◆ **বন্দীদের অধিকার সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু হাদীস নিম্নরূপ-**

১. বন্দীদের সাথে ভালো আচরণ কর। (বুখারী)

২. বন্দী হয়ে আসা মায়ের কাছ থেকে তার শিশুকে পৃথক করে রাখবে না। (তিরমিযী)

৩. গর্ভবতী, বন্দী নারীর সাথে ব্যভিচার করবে না। (তিরমিযী)

৪. বন্দীকে ইসলাম গ্রহণের জন্য জবরদস্তি করবে না। (আবু দাউদ)

৫. যদি কোনো বন্দী স্ব-ইচ্ছায় মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তাকে কাফেরদের নিকট হস্তান্তর করবে না। (আবু দাউদ)

৬. বন্দীকে নিরাপত্তা দেয়ার পর তাকে বিনা বিচারে হত্যা করবে না। (ইবনে মাযাহ)

১৮.

অমুসলিমদের অধিকারসমূহ-حُقُوْقُ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ

প্রশ্ন-২২৯ : চুক্তিবদ্ধ কাফের ক্রীতদাস যে মুসলমানদের শত্রু নয় তাকে অর্থনৈতিক সাহায্য করা।

اَلَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰكُمْ.

অর্থ : তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মাঝে কল্যাণ আছে, তারা তোমাদেরকে যে অর্থ-কড়ি দিয়েছে, তা থেকে তাদেরকে দান কর। (সূরা নূর-৩৩)

প্রশ্ন-২৩০ : সদাচারী কাফেরদের সাথে ভালো আচরণ করা উচিত।

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

অর্থ : ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ এবং ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। (সূরা মুমতাহিনা : আয়াত-৮)

প্রশ্ন-২৩১ : কুফর বা শিরক ত্যাগ করার জন্য কাফের বা মুশরিকদেরকে জবরদস্তি করা নিষেধ।

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ.

অর্থ : দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই।

(সূরা বাকারা-২৫৬)

১. ইসলামী রাষ্ট্রে কাফের এবং মুশরিক বন্দী অবস্থায় তাদের কুফরী এবং শিরকী জীবন যাপন করতে পারবে।

২. ইসলামী রাষ্ট্রে কাফের এবং মুশরিক তাদের ভ্রান্ত আকিদার (বিশ্বাসের) প্রচার করতে পারবে না।

প্রশ্ন-২৩২ : যুদ্ধাবস্থায় কোনো কাফের ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলে সুযোগ দিতে হবে।

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ.

অর্থ : আর মুশরেকদের কেউ যদি তোমাদের নিকট আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দিবে, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। অতপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবে, এটি এজন্যে যে তারা জ্ঞান রাখে না।

(সূরা তাওবা-৬)

♦ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো যিম্মিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করল সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে। (বুখারী)

১৯.

জন্তুদের অধিকারসমূহ-حُقُوقُ الْحَيَوَانَاتِ

প্রশ্ন-২৩৪ : বিনা কারণে কোনো জন্তুকে কষ্ট দেয়া বা হত্যা করা নিষেধ।

وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ . لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থ : সুলাইমান পাখীদের খোঁজ খবর নিলেন। অতপর বললেন, কি হলো হুদহুদকে দেখছিনা কেন ? নাকি সে অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দিব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ।

(সূরা নামল : আয়াত-২০-২১)

حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَ جُنُوْدُهٗ ۙ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

অর্থ : যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকা দল তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর অন্যথায় সুলায়মান এবং তাঁর বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।

(সূরা নামল : আয়াত-১৮)

◆ **জন্তুদের অধিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী-**

১. যে ব্যক্তি জীবিত জন্তুর নাক, কান কর্তিত করল এবং তওবা না করে মারা গেল, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার নাক, কান কেটে দিবেন।

(আহমদ)

২. কোনো প্রাণীকে জবেহ করার সময় ছুরি ভালো করে ধার কর, ছুরি প্রাণীর কাছ থেকে আড়ালে রাখ, আর জবেহ করার সময় দ্রুত জবেহ করবে।

(ইবনে মাযাহ)

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গাধার চেহারা দেখলেন, যার চেহারা দাগানো ছিল, আর সেখান থেকে রক্ত পড়ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ ঐ ব্যক্তির ওপর লা'নত করুন যে এই প্রাণীটিকে দাগিয়েছে। এরপর বললেন, চেহারায় দাগও দেয়া যাবে না এবং চেহারায় মারাও যাবে না।

(তিরমিযী)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কিছু লোককে দেখতে পেলেন যে, তারা মুরগি আটকিয়ে রেখে তাতে তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ ব্যক্তির প্রতি লা'নত করেছেন, যে কোনো জন্তুকে নিশানা করে তাতে তীর নিক্ষেপ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

৫. এক মহিলা একটি বিড়ালকে আটকিয়ে রেখে তাকে কোনো খাবার-দাবার দেয়নি, আর এভাবেই বিড়ালটি মারা গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, বিড়ালের প্রতি যুলুম করার কারণে সে জাহান্নামী হয়েছে। (মুসলিম)

৬. এক ব্যক্তি সফরের সময় কূয়া থেকে পানি পান করছিল, আর ঐ কূয়ার পাশে একটি পিপাসার্ত কুকুর ছিল। লোকটি তার জুতা দিয়ে পানি উঠিয়ে কুকুরকে পান করাল, আর এ উছিলায় আল্লাহ তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। (বুখারী)

৭. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো পাখীকে বিনা কারণে হত্যা করে কিয়ামতের দিন ঐ পাখী উচ্চস্বরে বলবে : হে আল্লাহ অমুক ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে, আমাকে হত্যার পেছনে তার কোনো কল্যাণ ছিল না। (নাসায়ী)

৮. একবার সফর করার সময় কোনো এক ব্যক্তির উট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে মাথা নিচু করে দিল, কিছুক্ষণ পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন এ উটের মালিক কে? মালিক উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এই উটটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। মালিক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি চাইলে আমি এই উটটি আপনাকে উপহার হিসেবে দিয়ে দিব। রাসূলুল্লাহ (সা) বললন, না মূল কথা হলো এই উটটি আমার নিকট অভিযোগ করেছে যে তাকে খাবার কম দেয়া হয় আর পরিশ্রম বেশি করানো হয়। অতএব এই জন্তুটির সাথে কোমল আচরণ কর। (শরহুসসুন্নাহ)

৯. এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলো এমতাবস্থায় যে, তার চাদরের মধ্যে পাখী ছিল। সে বলল, আমি বৃক্ষের ডালের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম এমতাবস্থায় আমি পাখীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি এই বাচ্চাগুলি ধরে নিয়ে আসলাম, এমতাবস্থায় তাদের মা এসে আমার মাথার ওপর উড়তে লাগল তখন আমি চাদর খুলে দিলাম ফলে বাচ্চাগুলোর মাও এসে বসে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যেখান থেকে বাচ্চাগুলোকে ধরে নিয়ে এসেছ ওখানে বাচ্চা এবং তাদের মাকে রেখে আস। (আবু দাউদ)

مُعَارِضَةُ الْكُفْرِ مَعَ الْإِسْلَامِ فِيْ ضُوْءِ الْقُرْآنِ

আল কুরআনের আলোকে ইসলাম ও কুফরীর দ্বন্দ্ব

১. ইহুদীরা ফেতনাবাজ, অভিশপ্ত এবং আল্লাহর অসন্তুষ্ট জাতি

২. নাসারারা পথভ্রষ্ট জাতি

৩. অন্যান্য মুশরিকরা মুসলমানদের নিকৃষ্ট দুশমন

৪. মুনাফিক ইসলামের জন্য ভয়ানক একটি দল

৫. নূহ (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারগণ

৬. হুদ (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারগণ

৭. সালেহ (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারগণ

৮. ইবরাহিম (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারগণ

১০. শুআইব (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারগণ

১১. মূসা (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারগণ

১২. রাসূলগণের একটি দল

১৩. ঈসা (আ) এবং ইহুদীরা

১৪. নবীগণের সরদার মুহাম্মদ ﷺ এবং কুরাইশ সর্দারগণ

১.

اَلْيَهُوْدُ... مُفْسِدُوْنَ وَمَلْعُوْنُوْنَ وَمَغْضُوْبُوْنَ

ইহুদীরা ফেতনাবাজ, অভিশপ্ত এবং আল্লাহর অসন্তুষ্ট জাতি

প্রশ্ন-২৩৫ : ইহুদীদের প্রতি আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত করেছেন।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۖ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا.

অর্থ : এরা হলো ঐ সমস্ত লোক যাদের ওপর আল্লাহ লা'নত করেছেন। বস্তুত আল্লাহ যার ওপর লা'নত করেন তুমি তার কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

(সূরা নিসা : আয়াত-৫২)

وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا.

অর্থ : কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন, তাদের কুফরীর কারণে। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক ব্যতীত।

(সূরা নিসা : আয়াত-৪৬)

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

অর্থ : যখন তাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌছল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের নিকট রয়েছে অথচ এ কিতাব আসার পূর্বে তারা নিজেরা কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য দোয়া করত। অবশেষে যখন তাদের নিকট পৌছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারিদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

(সূরা বাক্বারা : আয়াত-৮৯)

প্রশ্ন-২৩৬ : ইহুদীরা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া জাতি এবং সত্য গোপনকারী জাতি।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : হে আহলে কিতাবগণ, কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ করছ এবং সত্যকে গোপন করছ? অথচ তোমরা তা জান।

(সূরা আল ইমরান : আয়াত-৭১)

প্রশ্ন-২৩৭ : ইহুদীরা ধোঁকাবাজ এবং চক্রান্তকারী জাতি।

وَ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

অর্থ : আর আহলে কিতাবদের একদল বলল, মুসলমানদের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে দিনের প্রথম ভাগে মেনে নাও, আর দিনের শেষ ভাগে অস্বীকার কর। হয়ত তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। (আল ইমরান : আয়াত-৭২)

প্রশ্ন-২৩৮ : ইহুদীরা যালেম জাতি।

প্রশ্ন-২৩৯ : ইহুদীরা মানুষকে ইসলাম গ্রহণের বাধা দেয়।

প্রশ্ন-২৪০ : ইহুদীরা সুদখোর জাতি।

প্রশ্ন-২৪১ : ইহুদীরা হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য করে না।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا. وَّ اَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَ قَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

অর্থ : ভালো ভালো যা ইহূদীদের জন্য বৈধ ছিল আমি তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য এবং আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেয়ার জন্য। এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য,যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল; এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। (সূরা নিসা : আয়াত-৬০,-৬১)

প্রশ্ন-২৪২ : ইহুদীদের অধিকাংশ লোক সর্বদা যুলুম এবং সীমালংঘনের জন্য প্রস্তুত থাকে।

প্রশ্ন-২৪৩ : ইহুদীদের অধিকাংশ লোক হারাম খোর।

প্রশ্ন-২৪৪ : ইহুদীদের দরবেশ ও পাদ্রীরা তাদের কাউকে অপরাধ থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে না।

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. لَوْ لَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ.

অর্থ : আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, দৌড়ে দৌড়ে পাপে, সীমালঙ্ঘনে এবং হারামে পতিত হচ্ছে। তারা অত্যন্ত মন্দ কাজ করছে। দরবেশ ও আলেমরা কেন তাদেরকে পাপকথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? তারা খুবই মন্দ কাজ করছে। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৬২-৬৩)

প্রশ্ন-২৪৫ : ইহুদীরা মুসলমানদেরকে কাফের বানাতে চায়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কিতাবধারীদের কোন দলের অনুসরণ কর তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদেরকে কাফির বানিয়ে দেবে।

প্রশ্ন-২৪৬ : ইহুদীরা চক্রান্তকারী জাতি।

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ.

অর্থ : তারা ষড়যন্ত্র করছিল, আর আল্লাহ কৌশল করলেন এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী। (সূরা আল ইমরান : আয়াত-৫৪)

প্রশ্ন-২৪৭ : ইহুদীরা আল্লাহর অসন্তুষ্ট জাতি।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

অর্থ : তারা নিজ জীবনের জন্যে যা ক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট। যেহেতু আল্লাহ তাঁর দাসগণের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ অবতারণ করেন। শুধু এ কারণে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা বিদ্রোহবশত তা অবিশ্বাস করছে। অতঃপর তারা কোপের পর কোপে পতিত হয়েছে এবং কাফিরদের জন্যে রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (সূরা বাকারা : আয়াত-৯০)

♦ ক্রোধের ওপর ক্রোধ অর্জন করার অর্থ হলো : ইহুদীদের ওপর আল্লাহর গজব এজন্য নাযিল হয়েছিল যে, তারা ঈসা (আ :) কে অস্বীকার করছিল এবং তাওরাতে পরিবর্তন করেছিল। দ্বিতীয় গজব অবতীর্ণ হয়েছিল এজন্য যে, তারা কুরআন মাজীদ এবং নবী ﷺ কে অস্বীকার করেছিল। (আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন)

প্রশ্ন-১৪৮ : ইহুদীরা নবীগণকে হত্যাকারী জাতি।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ.

অর্থ : আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করছে, সেখানেই তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, আর উপার্জন করছে আল্লাহর গজব এবং দারিদ্র্যে আক্রান্ত হচ্ছে। আর তা এজন্য যে তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছে। তার কারণে তারা নাফরমানী করছে এবং সীমালংঘন করছে। (সূরা আল ইমরান : আয়াত-১১২)

প্রশ্ন-১৪৯ : ইহুদীরা পার্থিব সম্পদের প্রতি লোভী, নিজেরা পথভ্রষ্ট এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্টকারী।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ.

অর্থ : তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, অথচ তারা পথভ্রষ্টতা খরিদ করে এবং কামনা করে যাতে তোমরাও আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাও। (সূরা নিসা : আয়াত-৪৪)

প্রশ্ন-২৫০ : ইহুদীরা ওয়াদা ভঙ্গকারী জাতি।

প্রশ্ন-২৫১ : ইহুদীরা আল্লাহর বিধানসমূহ মিথ্যায় প্রতিপন্নকারী জাতি।

প্রশ্ন-২৫২ : ইহুদীরা নবীগণকে হত্যাকারী এবং তাদের সাথে বিদ্রূপকারী জাতি।

প্রশ্ন-২৫৩ : ইহুদীরা মারইয়াম (আ)-এর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে।

প্রশ্ন-২৫৪ : ইহুদীরা অপরাধ প্রবণতার কারণে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করেছেন।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ قَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّ قَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا.

অর্থ : এবং তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছিল, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য, নাবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত'- তাদের এ উক্তির জন্য; বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তা মোহর করেছেন। সুতরাং তাদের অল্পসংখ্যক লোকই বিশ্বাস করে। এবং তারা লানতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্য ও মারইয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য। (সূরা নিসা : আয়াত-১৫৫-১৫৬)

প্রশ্ন-২৫৫ : ইহুদীরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের দুশমন হিসেবে থাকবে যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের দ্বীন প্রত্যাখ্যান না করবে।

وَ لَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَ لَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ.

অর্থ : আর ইহুদী ও খ্রিস্টানরা তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ না করা পর্যন্ত তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। তুমি বল,আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সুপথ আর তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ হতে তোমার জন্যে কোনোই অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১২০)

প্রশ্ন-২৫৬ : ইহুদীদের অপরাধের কারণে তারা বানর ও শুকরে পরিণত হয়েছে।

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ

وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ.

অর্থ : বলুন, আমি কি তোমাদেরকে বলব, তাদের মধ্যে কার মন্দ ফল রয়েছে আল্লাহর নিকট? যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শুকরে পরিণত করেছেন, যারা শয়তানের ইবাদত করছে। তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্য পথ থেকেও অনেক দূরে। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৬০)

প্রশ্ন-২৫৭ : ইহুদীরা আল্লাহকে অবমাননাকারী এবং বেয়াদব জাতি।

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَ لُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ.

অর্থ : আর ইহুদীরা বলে আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে, তাদেরই হাত বন্ধ হোক, একথা বলার জন্য তাদের প্রতি অভিসম্পাত; বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত, তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৬৪)

প্রশ্ন-২৫৮ : ইহুদীরা যুদ্ধের প্ররোচনাকারী এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী জাতি।

كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ.

অর্থ : তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে, আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন। তারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, আল্লাহ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা মায়েদা-৬৪)

প্রশ্ন-২৫৯ : ইহুদীরা মুসলমানদের নিকৃষ্টতম দুশমন।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا.

অর্থ : তুমি মানবমণ্ডলীর মধ্যে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে ইহুদী ও মুশরিকদেরকে। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৮২)

প্রশ্ন-২৬০ : ইহুদীরা নবীগণের সাথে বেয়াদবীকারী জাতি।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ

اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّ رَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنًا فِي الدِّيْنِ ۚ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ أَقْوَمَ ۙ وَ لٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا.

অর্থ : আর তারা বলে আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করেছি। তারা আরো বলে শুনো না শুনার মত, মুখ বাকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলে 'রায়েনা' আমাদের রাখাল। অথচ যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি এবং মান্য করেছি এবং যদি বলত যে, শুনো এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম, আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর দরুণ। অতএব, তারা ঈমান আনছে না কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক। (সূরা নিসা : আয়াত-৪৬)

প্রশ্ন-২৬১ : ইহুদীরা মুসলমানদেরকে দেয়া নিয়ামতের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণকারী জাতি।

أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا.

অর্থ : নাকি যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে। অবশ্যই আমি ইবরাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম, আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য।

(সূরা নিসা : আয়াত-৫৪)

প্রশ্ন-২৬২ : ইহুদীরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারী জাতি।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

অর্থ : এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করছে, যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে তার জানা উচিত যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

(সূরা হাশর : আয়াত-৪)

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ جِبْرِيْلَ وَ مِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ.

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা ও রাসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ সেসব কাফেরের শত্রু ।

(সূরা বাকারা : আয়াত-৯৮)

প্রশ্ন-২৬৪ : কুরআন সংরক্ষণের স্বার্থে ইহুদীদের ভাষা শিখার নির্দেশ ।

অর্থ : যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) মদিনায় আগমন করলেন তখন আমাকে তাঁর নিকট উপস্থিত করানো হলো, আমি তাঁর নিকট আগত চিঠি-পত্রসমূহ তাঁকে পড়ে শুনাতাম । তিনি আমাকে বললেন, তুমি ইহুদীদের ভাষা শিখ, আমি তাদের পক্ষ থেকে কুরআন মাজীদকে নিরাপদ মনে করি না । (যাতে করে তারা তাদের ভাষায় কুরআন সম্পর্কে উল্টা পাল্টা কিছু না লিখতে পারে) । (হাকেম) ৫৭

২.

নাসারারা পথভ্রষ্ট জাতি-اَلنَّصَارٰى...ضَالُّوْنَ

প্রশ্ন-২৬৫ : খ্রিস্টানরা ত্রিত্ববাদের আকিদা (বিশ্বাস) তৈরি করে কুফরী করেছে।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থ : নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে আল্লাহ তিনের এক। অথচ এক উপাস্য ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, যদি তারা তাদের উক্তি থেকে বিরত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে অটল থাকবে, তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৭৩)

প্রশ্ন-২৬৬ : খ্রিস্টানরা ইহুদীদের বন্ধু, মুসলমানদের নয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী এবং খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ যালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না।

(সূরা মায়েদা : আয়াত-৫১)

প্রশ্ন-২৬৭ : খ্রিস্টানরাও লোকদেরকে ইসলামের পথে আসতে বাধা দেয় এবং ইসলামের রাস্তাকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করে।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّ اَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থ : বলুন, হে আহলে কিতাবেরা, কেন তোমরা আল্লাহর পথে ঈমানদারদেরকে বাধা দান কর, তোমরা তাদের দ্বীনের মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশ

করানোর পন্থা অনুসন্ধান কর, অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবগত নন।

(সূরা আল ইমরান : আয়াত-৯৯)

প্রশ্ন-২৬৮ : খ্রিস্টানদের অধিকাংশ লোক অপরাধী।

وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ.

অর্থ : আর তাদের অধিকাংশই ফাসেক (পাপচারী) (সূরা হাদীদ : আয়াত-২৭)

প্রশ্ন-২৬৯ : খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সাথে ততক্ষণ শত্রুতা রাখবে যতক্ষণ না মুসলমানরা তাদের দ্বীন ত্যাগ করবে।

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَ لَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ.

অর্থ : আর তাদের কেউ বলে আমাকে অব্যাহতি দিন পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রাখ। তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নি:সন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। (সূরা তাওবা : আয়াত-৪৯)

প্রশ্ন-২৭০ : খ্রিস্টানদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَ لَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهْبَانًا وَّ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ.

অর্থ : আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরিকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে, এর কারণ এই যে, খ্রিস্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহংকার করে না। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৮২)

- ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই এটা খ্রিস্টানদের পথভ্রষ্টতার অন্তর্ভুক্ত।

৩.

اَلْمُشْرِكُوْنَ... كُلُّهُمْ اَعْدَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ

সমস্ত মুশরিকেরা মুসলমানদের শত্রু

প্রশ্ন-২৭১ : সমস্ত মুশরিক মুসলমানদের নিকৃষ্টতম শত্রু।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا.

অর্থ : আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরিকদেরকে পাবেন। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৮২)

প্রশ্ন-২৭২ : মুশরিকরা পৃথিবীতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.

অর্থ : আহলে কিতাব এবং মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ী থাকবে, তারাই সৃষ্টির অধম। (সূরা বায়্যিনা : আয়াত-৬)

প্রশ্ন-২৭৩ : মুশরিক এবং কাফেররা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

وَ لَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۖ وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ.

অর্থ : আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জ্বীন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা তারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে তার দ্বারা তারা দেখে না, তাদের কান রয়েছে তার দ্বারা তারা শোনে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-১৭৯)

প্রশ্ন-২৭৪ : মুশরিকরা দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে শেষ করে দিতে চায়।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ.

অর্থ : তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্‌র আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।

(সূরা সাফ : আয়াত-৮)

প্রশ্ন-২৭৫ : মুশরিকরা কুরআন মাজীদের শিক্ষা বিস্তারে বাধা দেয়।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ

অর্থ : আর কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ কর না এবং এর আবৃত্তিতে হট্টগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হও।

(সূরা হা-মীম সাজদা : আয়াত-২৬)

প্রশ্ন-২৭৬ : কাফেররা মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বাধা দেয়।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ.

অর্থ : দাম্ভিকরা বলল, তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা প্রত্যাক্ষাণ করি। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৭৬)

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ

অর্থ : কিন্তু তারা তাকে বধ করল। অতপর সে বলল, 'তোমরা তোমাদের গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও। এটা একটি প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হবার নয়।' (সূরা হুদ : আয়াত-৬৫)

প্রশ্ন- ২৭৭ : কাফেররা কুরআন মাজীদে তাদের ইচ্ছামত রদবদল করতে চায়।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ.

অর্থ : আর যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে পাঠ করা হয়, তখন সে সমস্ত লোক বলে যাদের আশা নেই আমার সাক্ষাতের, নিয়ে এস কোনো কুরআন এটি ব্যতীত, অথবা একে পরিবর্তিত করে দাও।

(সূরা ইউনুস : আয়াত-১৫)

প্রশ্ন-২৭৮ : কাফেররা কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান না আমার অঙ্গিকার করেছে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ.

অর্থ : কাফেররা বলে আমরা কখনো এ কুরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়। (সূরা সাবা : আয়াত-৩১)

প্রশ্ন-২৭৯ : কাফেররা অহংকারের কারণেই কুরআনের বিরোধিতা করে।

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ. بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ.

অর্থ : সোয়াদ-শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের; বরং যারা কাফের তারা অহংকার ও বিরোধিতায় লিপ্ত। (সূরা সোয়াদ : আয়াত-১-২)

প্রশ্ন-২৮০ : কাফেরদের তাওহীদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহের সাথে গভীর শত্রুতা।

وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۭ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا.

অর্থ : যখন আপনি কুরআনে পালনকর্তার একত্ব (তাওহীদ) আবৃত্তি করেন তখনও অনীহা বশত ওরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়।

(সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত-৪৬)

প্রশ্ন-২৮১ : কাফেরা কুরআনের আয়াতসমূহের সাথে ঠাট্টা করে।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ . وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۠ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۭ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۭ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ.

অর্থ : সেখানে (জাহান্নামে) রয়েছে উনিশ জন (প্রহরী)। আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে জাহান্নামের প্রহরী করেছি কাফিরদের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে আহলে কিতাবের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে ঈমানদারদের ঈমান বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীগণ এবং আহলে কিতাব যেন সন্দেহ পোষণ না করেন। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলবে- আল্লাহ্ এ বর্ণনা দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এইভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (জাহান্নামের) এই বর্ণনা তো সমস্ত মানুষের জন্য নিছক উপদেশ। (সূরা মুদ্দাসির-৩০-৩১)

- সূরা মুদ্দাসিরের উল্লিখিত আয়াতটি শুনে কুরাইশ সর্দাররা ঠাট্টা করতে শুরু করল যে, পৃথিবীর সমস্ত কাফেরদের জন্য এত বড় জাহান্নাম, অথচ তার তত্ত্বাবধায়ক মাত্র উনিশজন আবু জাহাল বলল, হে আমার ভায়েরা তোমরা দশজনেও কি জাহান্নামের এক একজন তত্ত্বাবধায়ককে কাবু করতে পারবে না? এক ব্যক্তি বলল, সতের জন তত্ত্বাবধায়কের জন্য তো আমি একাই যথেষ্ট আর বাকী দুজনকে তোমরা কাবু করবে।

(তাফহিমুল কুরআন)

৪.

اَلْمُنَافِقُوْنَ... فِئَةٌ خَطَرَةٌ لِلْاِسْلَامِ

মুনাফিকরা ইসলামের জন্য ভয়ানক একটি দল

প্রশ্ন-২৮২ : খন্দকের যুদ্ধে ত্রিশক্রর আক্রমণ দেখে মুনাফিকদের রক্ত শুকিয়ে গেল।

وَ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا . وَ اِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَ مَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا.

অর্থ : আর মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ ছিল, তারা বলেছিল : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের মধ্য থেকে এক দল বলেছিল : হে ইয়াস্‌রিববাসী! এখানে তোমাদের টিকবার স্থান নেই অতএব তোমরা ফিরে যাও আর তাদের মধ্যে একদল নবীর কাছে অব্যাহতি চেয়ে বলেছিলঃ আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে তা অরক্ষিত ছিল না; বরং তাদের পালাবার ইচ্ছা ছিল। (সূরা আহযাব : আয়াত-১২-১৩)

প্রশ্ন-২৮৩ : বদরের যুদ্ধে মুনাফিকরা ঈমানদারদেরকে দলীয় গোড়ামী এবং কট্টোরপন্থি বলে অপবাদ দিয়েছিল।

অর্থ : যখন মুনাফিকরা বলতে লাগল এবং যাদের অন্তর ব্যধিগ্রস্ত, এরা নিজেদের ধর্মের ওপর গর্বিত, বস্তুত যারা ভরসা করে আল্লাহর ওপর, সে নিশ্চিন্ত। কেননা আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুবিজ্ঞ। (সূরা আনফাল : আয়াত-৪৯)

প্রশ্ন-২৮৪: যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা বাহানা তালাশ করে।

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَ لَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ.

অর্থ : আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রাখ তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নি:সন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। (সূরা তাওবা : আয়াত-৪৯)

প্রশ্ন-২৮৫ : মুনাফিকরা সর্বদা জিহাদের ব্যাপারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ.

অর্থ : পেছনে বসে থাকা লোকেরা আল্লাহর রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে। আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করছে এবং বলছে এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম, যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত। (সূরা তাওবা : আয়াত-৮১)

প্রশ্ন-২৮৬ : মুনাফিকরা নিজেরা নিজেদেরকে ভালো ও কল্যাণের ধারক ও বাহক বলে মনে করে অথচ সবচেয়ে বড় বিশৃঙ্খলাকারী তারাই।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ. اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ.

অর্থ : আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি কর না, তখন তারা বলে আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করছি। মনে রেখ তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। (সূরা বাকারা : আয়াত-১১-১২)

প্রশ্ন-২৮৭ : মুনাফিকরা সার্বিকভাবে ইসলাম এবং মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ؕ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

অর্থ : যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল, তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে কর না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক, তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু আছে, যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে, এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। (সূরা নূর : আয়াত-১১)

◆ বনী মোস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, আয়েশা (রাঃ) -এর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিল। যার উদ্দেশ্য ছিল রাসূল (সাঃ) পবিত্র পরিবারের ওপর ব্যভিচারের অভিযোগ এনে তাঁর চরিত্রের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা, যাতে রাসূল (সাঃ) দীর্ঘ দিন থেকে যথেষ্ট পরিশ্রম এবং সাধনার মাধ্যমে যে মিশন বাস্তবায়ন করে আসছিলেন তা যেন নিজে থেকেই নষ্ট হয়ে যায়। উল্লিখিত আয়াতে ঐ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন-২৮৮ : মুনাফিকরা নিজেদেরকে সত্যবাদী বলে প্রমাণ করার জন্য নিজেদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বপক্ষে বলে খুব প্রচার করে।

إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ.

অর্থ : মুনাফিকরা আপনার নিকট এসে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ জানেন যে আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (সূরা মুনাফেক : আয়াত-১)

প্রশ্ন-২৮৯ : মুনাফিকরা কাফিরদের দোসর।

وَ إِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَ إِذَا خَلَوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا إِنَّا مَعَكُمْ ۙ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ.

অর্থ : আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি, আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্ত সাক্ষাৎ করে তখন বলে : আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি, আমরা তো (মুসলমানদের) সাথে উপহাস করি মাত্র। (সূরা বাক্বারা-১৪)

৫.

نَبِيُّنَا نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمَلَأُ قَوْمِهٖ

নবী নূহ (আঃ) এবং তাঁর জাতির সরদারগণ

প্রশ্ন-২৯০ : কাফিরদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দিলেন।

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থ : নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি, সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। (সূরা নূহ : আয়াত-১৯)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ.

অর্থ : অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।
(সূরা শোআরা : আয়াত-১০৮)

প্রশ্ন-২৯১ : প্রতি উত্তরে কাফেররা নূহ (আ:)-কে পথভ্রষ্ট, পাগল, মিথ্যুক এবং তাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ বলে আখ্যায়িত করে ঠাট্টা করল।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থ : তাঁর (নূহ (আ)-এর) সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৬০)

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ.

অর্থ : সে তো এক উম্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়। সুতরাং কিছু কাল তার ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (সূরা মু'মিনুন : আয়াত-২৫)

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍۢ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ.

অর্থ : তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা, যারা ছিল কাফির তারা বলল, 'আমরা তোমাকে তো আমাদের মতো মানুষ ব্যতীত কিছু দেখছি না। আমরা তো দেখছি, তোমার অনুসরণ করছে তারাই, যারা আমাদের মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতেই অধম এবং আমরা আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না। বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।' (সূরা হূদ : আয়াত-২৭)

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚۖ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ.

অর্থ : তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরী করেছিল, তারা বলল। 'এ তো তোমাদের মতো একজন মানুষই, তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই পাঠাতেন; আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে এরূপ ঘটেছে, একথা শুনিনি। (সূরা মুমিনূন : আয়াত-২৪)

প্রশ্ন-২৯২ : নূহ (আঃ) যখন কাফিরদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন তখন কাফিররা তা অপছন্দ করে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাখত।

وَ اِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا.

অর্থ : আমি যতবার তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে আঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত প্রদর্শন করেছে। (সূরা নূহ : আয়াত-৭)

প্রশ্ন-২৯৩ : কাফিররা সর্বদাই তাদের জেদ এবং গোড়ামীর ওপর অটল ছিল।

ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. ثُمَّ اِنِّيْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا.

অর্থ : অতপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি। আমি ঘোষণাসহ প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। (সূরা নূহ : আয়াত-৮-৯)

وَ قَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا ۙ وَّ لَا يَغُوْثَ وَ يَعُوْقَ وَ نَسْرًا.

অর্থ : "আর তারা বলছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ কর না এবং ত্যাগ কর না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসরাকে। (সূরা নূহ : আয়াত-২৩)

প্রশ্ন-২৯৪ : কাফির নেতারা অবিরত নূহ (আ)-এর বিরুদ্ধে প্রচারণায় লিপ্ত ছিল।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا.

অর্থ : "আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করেছে। (সূরা নূহ : আয়াত-২২)

প্রশ্ন-২৯৫ : কাফিররা নূহ (আ)-কে হত্যা করার হুমকিও দিয়েছিল।

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ.

অর্থ : "তারা বলর, হে নূহ যদি তুমি বিরত না হও তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তারঘাতে নিহত হবে। (সূরা শুআরা : আয়াত-১১৬)

প্রশ্ন-২৯৬ : নূহ (আ:)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারিদের সংখ্যা খুব কম ছিল।

وَمَا اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ.

অর্থ : "অতি অল্প সংখ্যক লোকই তার প্রতি ঈমান এনেছিল।

(সূরা হুদ : আয়াত-৪০)

প্রশ্ন-২৯৭ : আল্লাহর পক্ষ থেকে নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের ওপর আযাব আসার ফায়সালা হলো কিন্তু নিকৃষ্ট জাতি স্বীয় নবীর সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপে মত্ত ছিল।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۫ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ؕ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ . فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ.

অর্থ : "তিনি নৌকা তৈরি করতে লাগলেন, আর তাঁর সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পাশ দিয়ে যেত তখন তাঁকে বিদ্রূপ করত। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদেরকে উপহাস করে থাক তাহলে তোমরা যেমন উপহাস করছ, আমরাও তদ্রুপ তোমাদেরকে উপহাস করছি। অতপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে লাঞ্ছনাজনক আযাব কার ওপর আসে এবং চিরস্থায়ী আযাব কার ওপর আসে। (সূরা হুদ : আয়াত-৩৮-৩৯)

প্রশ্ন-২৯৮ : নূহ (আ:) ও তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত দ্বন্দ্ব চলছিল।

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ.

অর্থ : "তিনি তাদের মাঝে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর ঝড় তুফান তাদেরকে পাকড়াও করল, তখনও তারা জালেম।

(সূরা আনকাবুত : আয়াত-১৪)

প্রশ্ন-২৯৯ : ইসলাম এবং কুফরীর দ্বন্দ্বের এ ফল দাঁড়াল যে, আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে রক্ষা করেছেন আর কাফিরদেরকে প্লাবনের আজাবে নিমজ্জিত করেছেন।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَ اَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ.

অর্থ : "অতপর তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, আমি তাকে এবং তার নৌকাস্থিত লোকদেরকে উদ্ধার করলাম এবং যারা মিথ্যারোপ করত তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৬৪)

প্রশ্ন-৩০০ : মুশরিকদের দলভুক্ত নূহ (আ.)-এর ছেলেও এ প্লাবনে নিমজ্জিত হলো।

وَ هِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۟ وَ نَادٰى نُوْحُ ۨ ابْنَهٗ وَ كَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَ لَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ . قَالَ سَاٰوِيْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَ حَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ .

অর্থ : আর নৌকাখানী তাদেরকে বহন করে চলল পর্বত প্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে। আর নূহ (আ:) তাঁর পুত্রকে ডাক দিল, আর সে রয়েছিল। তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফিরদের সাথে থেকো না। সে বলল, আমি অচিরেই কোনো পাহাড়ে আশ্রয় নিব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। নূহ (আ:) বললেন, আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কোনো রক্ষাকারী নেই, একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হলো।

(সূরা হুদ-৪২,৪৩)

৬.

نَبِيُّنَا هُوْدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمَلَأُ قَوْمِهِ

হুদ (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারগণ

প্রশ্ন-৩০১: আদ জাতি তৎকালে বৃহৎ শক্তির অধিকারী ছিল।

اَلَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ.

অর্থ : "যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শরহসমূহে কোনো লোক সৃজিত হয়নি। (সূরা ফজর : আয়াত-৮)

প্রশ্ন-৩০২ : আদ জাতি অত্যন্ত যুলুমবাজ ছিল।

وَ اِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ.

অর্থ : "যখন তোমার আঘাত হান তখন জালেম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান।

(সূরা শুআরা : আয়াত-১৩০)

প্রশ্ন-৩০৩ : আদ জাতি বিশ্বব্যাপী শাসনকর্ম চালিয়েছিল।

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُوَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ.

অর্থ : আর আ'দ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত- আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তবে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তার অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করত।

(সূরা হা-মীম সাজদাহ : আয়াত-১৫)

প্রশ্ন-৩০৪ : হুদ (আ:) কাফেরদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : "আদ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের সত্য কোনো উপাস্য নেই, তোমরা কি সাবধান হবে না।

(সূরা আ'রাফ : আয়াত-৬৫)

প্রশ্ন-৩০৫ : কাফিররা হূদ (আ)-কে বোকা, মিথ্যুক, বুযুর্গদের বদদুয়ার অধিকারী বলে আখ্যায়িত করেছে।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ.

অর্থ : "তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৬৬)

প্রশ্ন-৩০৬ : হূদ (আ) বলল, বোকা নই; বরং আল্লাহর রাসূল এবং তোমাদের অত্যন্ত কল্যাণকামী।

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ.

অর্থ : "সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি মোটেই নির্বোধ নই; বরং আমি বিশ্বপ্রতিপালকের প্রেরিত পয়গাম্বর। তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বিশ্বস্ত। (সূরা আরাফ : আয়াত-৬৭-৬৮)

প্রশ্ন-৩০৭ : কাফিররা অত্যন্ত অহংকারের সাথে অন্যায়ভাবে হূদ (আ)-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখান করেছিল।

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُوَلَا يَسْتَكْبِرُوْنَ.

অর্থ : "আর আদ জাতি পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর? বস্তুত তারা আমার নিদর্শনাবলি অস্বীকার করত। (সূরা হামীম সাজদা : আয়াত-১৫)

قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ.

অর্থ : "তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও, অথবা নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান। (সূরা শুআরা : আয়াত-১৩৬)

প্রশ্ন-৩০৮ : হূদ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর নিআমতের কথা স্মরণ করালেন এবং তাঁকে ভয় করার জন্য উপদেশ দিলেন।

وَاتَّقُوا الَّذِىْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ. اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّ بَنِيْنَ. وَجَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ.

অর্থ : "ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব বস্তু দিয়েছেন যা তোমরা জান। আমি তোমাদেরকে দিয়েছি চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র সন্তান এবং উদ্যান ও ঝরনা। (সূরা শুআরা : আয়াত-১৩২-১৩৪)

প্রশ্ন-৩০৯ : হুদ (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার করুণ পরিণাম।

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ؕ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ؕ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰۤى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ.

অর্থ : তারপর যখন তারা আযাবকে তাদের এলাকার দিকে আসতে দেখল তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো মেঘ, যা আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। তা নয় বরং ,এটা ঐ জিনিস , যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে। এটা এমন তুফানি বাতাস , যার ভিতর কষ্টদায়ক আযাব রয়েছে। রবের হুকুমে সে প্রত্যেক জিনিসকে ধ্বংস করে দেবে। শেষ পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা হলো যে, তাদের থাকার জায়গাটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি । এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে বদলা দিয়ে থাকি ।

(সূরা আহকাফ : আয়াত-২৪-২৫)

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ.

অর্থ : "আপনি তাদের কোনো অস্তিত্ব দেখতে পান কি? (সূরা হাক্কা : আয়াত-৮)

প্রশ্ন-৩১০ : পাপিষ্ঠ জাতি ধ্বংস হলো আর আল্লাহ হুদ (আ) এবং ঈমানদারদেরকে রক্ষা করলেন।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ.

অর্থ : "আর আমার আদেশ যখন উপস্থিত হলো তখন আমি নিজ রহমতে হুদ এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণকে পরিত্রাণ করি এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করি। (সূরা হুদ : আয়াত-৫৮)

প্রশ্ন-৩১১ : অবাধ্যদের উচিত আদ জাতির ধ্বংস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : "অতএব, তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (সূরা শুআরা : আয়াত-১৩৯)

৭.

نَبِيُّنَا صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمَلَأُ قَوْمِهِ

সালেহ (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারগণ

প্রশ্ন-৩১২ : সামুদ জাতি স্থাপত্য বিদ্যা এবং পাথরে নকশা করায় পারদর্শী ছিল।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاَكُمْ فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّ تَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

অর্থ : তোমরা নরম মাটিতে প্রসাদ নির্মাণ কর এবং পাহাড় খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। (সূরা আরাফ : আয়াত-৭৪)

وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ.

অর্থ : তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর খোদাই করত। (সূরা হিজর : আয়াত-৮২)

প্রশ্ন-৩১৩ : সালেহ (আ) কাফেরদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং তাদের আল্লাহর নিকট তওবা করার উপদেশ দিলেন।

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ.

অর্থ : "আর সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করেছি। তিনি বলেন, হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের সত্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি যমীন থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতএব, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। অত:পর তাঁরই দিকে ফিরে চল, আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন, সন্দেহ নেই। (সূরা হুদ : আয়াত-৬১)

প্রশ্ন-৩১৪ : কাফেররা সালেহ (আ:) কে মিথ্যুক, নিকৃষ্ট, দাম্ভিক, পাগল এবং তাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ বলে ঠাট্টা করল।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থ : "আমাদের মধ্যে কি তার প্রতিই উপদেশ নাযিল করা হয়েছে? বরং সে একজন মিথ্যাবাদী দাম্ভিক (সূরা হুদ : আয়াত-২৫)

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ. اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ.

অর্থ : "তারা বলল : তুমিতো জাদুগ্রস্ত একজন, তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নও। সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে কোনো নিদর্শন উপস্থিত কর। (সূরা শুআরা : আয়াত-১৫৩-১৫৪)

প্রশ্ন-৩১৫ : সম্প্রদায়ের নেতারা সালেহ (আ) কে নিজেদের জন্য অকল্যাণের প্রতীক বলে অবমাননা করল।

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَّعَكَ ؕ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ.

অর্থ : তারা বলল, তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি। সালেহ বলল, তোমাদের মঙ্গল অমঙ্গল আল্লাহর কাছে; বরং তোমরা এমন সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।
(সূরা নামল : আয়াত-৪৭)

প্রশ্ন-৩১৬ : সালেহ (আ)-এর সম্প্রদায় তাঁর নিকট একটি অলৌকিক উট নিদর্শন হিসেবে প্রেরণ করার আবেদন জানাল এবং আল্লাহ তা পূর্ণ করলেন।

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ.

অর্থ : "আর হে আমার জাতি, আল্লাহর এ উটটি তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব, তাকে আল্লাহর যমীনে বিচরণ করতে দাও এবং তাতে মন্দভাবে স্পর্শ করবে না। নতুবা তোমাদেরকে অতিসত্বর আযাব পাকড়াও করবে।
(সূরা হুদ : আয়াত-৬৪)

প্রশ্ন-৩১৭ : তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা শুধু তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করা থেকেই বিরত থাকেনি; বরং তারা উটের পা কেটে দিয়েছিল।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ.

অর্থ : "দাম্ভিকরা বলল, তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তাতে অস্বীকৃত। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৭৬)

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ.

অর্থ : কিন্তু তারা তাকে বধ করল। অতপর সে বলল, 'তোমরা তোমাদের গৃহে তিনদিন জীবন উপভোগ করে নাও। এটা একটি প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হবার নয়।' (সূরা হুদ : আয়াত-৬৫)

প্রশ্ন-৩১৮ : উটকে হত্যা করার পর কাফিররা সালেহ (আ)-কে রাতে হত্যা করার পরিকল্পনাও করেছিল।

وَ كَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُوْنَ. قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ.

অর্থ : "আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশময় অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং সংশোধন করত না। তারা বলল, তোমরা পরস্পরে আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবার বর্গকে হত্যা করব। অতপর তার দাবিদারদেরকে বলে দিবে যে, তার পরিবার বর্গের হত্যাকাণ্ডে আমরা প্রত্যক্ষ করি নি আমরা নিশ্চয় সত্যবাদী।

(সূরা নামল : আয়াত-৪৮-৪৯)

প্রশ্ন-৩১৯ : আল্লাহ্ তাদের চক্রান্তকে তাদের ওপরই বাস্তবায়ন করলেন, আর ঈমানদারদেরকে রক্ষা করলেন।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّ مَكَرْنَا مَكْرًا وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

অর্থ : "তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। (সূরা নামল : আয়াত-৫০)

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ . وَ اَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ . كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۗ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۗ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ .

অর্থ : অতপর আমার আযাব যখন উপস্থিত হলো তখন আমি সালেহকে এবং তদীয় সঙ্গী ঈমানদারদেরকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি এবং সে দিনকার অপমান থেকে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা তিনিই সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। আর ভয়ংকর গর্জন পাপিষ্ঠদেরকে পাকড়াও করল, ফলে ভোর না হতেই তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। যেন তারা কোনো দিনই সেখানে ছিল না। জেনে রাখ নিশ্চয় সামুদ জাতি তাদের পালনকর্তার প্রতি অস্বীকার করে ছিল। আর শুনে রাখ, সমুদ জাতির জন্য অভিশাপ রয়েছে। (সূরা হুদ : আয়াত-৬৬,৬৮)

প্রশ্ন-৩২০ : রাসূল বিভিন্নভাবে তাদেরকে উপদেশ দিল কিন্তু দুর্ভাগা জাতি তাতে কর্ণপাত করল না ফলে, তারা ধ্বংস হলো।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ.

অর্থ : "সালেহ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের নিকট স্বীয় প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি। কিন্তু তোমরা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদেরকে ভালবাস না। (সূরা আরাফ : আয়াত-৭৯)

প্রশ্ন-৩২১ : জ্ঞানবান এবং সজাগদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য এ ঘটনায় বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ .

অর্থ : "এইতো তাদের বাড়ি-ঘর তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে।

(সূরা নামল : আয়াত-৫২)

৮.

نَبِيُّنَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمَلَأُ قَوْمِهٖ

ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারগণ

প্রশ্ন-৩২২ : ইবরাহীম (আ) কাফেরদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন।

وَ اِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : "স্মরণ কর ইবরাহীমকে যখন সে তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝ। (সূরা আনকাবুত : আয়াত-১৬)

প্রশ্ন-২২৩ : তাওহীদের দাওয়াতের প্রতিউত্তরে কাফের বাপ তার ছেলেকে শুধু ঘর থেকেই বের করে দেয়নি বরং শত্রুও হয়ে গেল।

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْنِيْ مَلِيًّا.

অর্থ : "পিতা বলল, হে ইবরাহীম তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও অবশ্যই প্রস্তারাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। (সূরা মারইয়াম : আয়াত-৪৬)

প্রশ্ন-৩২৪ : মন্দির ভাঙ্গার অপরাধে নমরূদ ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ.

অর্থ : "তারা বলল : এর জন্য একটি ভীত নির্মাণ কর অতপর তাকে আগুনের স্তূপে নিক্ষেপ কর। (সূরা সাফফাত : আয়াত-৯৭)

প্রশ্ন-৩২৫ : আল্লাহ আগুনকে ঠাণ্ডা করে ইবরাহীম (আ)-কে রক্ষা করলেন

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ . وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ.

অর্থ : "আমি বললাম, হে অগ্নি তুমি ইবরাহীমের ওপর আরামদায়ক শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আটতে চাইল অতপর আমি তাদেরকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৬৯-৭০)

৯.

نَبِيُّنَا لُوْطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمَلَأُ قَوْمِهِ

লূত (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারগণ

প্রশ্ন-৩২৬ : লূত (আ) কাফেরদেরকে উপদেশ দিলেন আল্লাহকে ভয় করতে আর তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে।

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ . اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ . فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ.

অর্থ : "যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলল, তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গাম্বর। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (সূরা শুআরা : আয়াত-১৬১-১৬৩)

প্রশ্ন-৩২৭ : লূত (আ)-এর সম্প্রদায় সমকামিতায় লিপ্ত ছিল। তিনি তাদেরকে এ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিলেন।

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ . وَ تَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ.

অর্থ : "সমগ্র বিশ্বের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।

(সূরা শুআরা : আয়াত-১৬৫-১৬৬)

প্রশ্ন-৩২৮ : প্রতি উত্তরে লূত (আ)-এর কাওম তাঁকে আল্লাহ ভীরুতা এবং পরহেযগারীতার ব্যাপারে বিদ্রূপ করল।

وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ.

অর্থ : তাঁর সম্প্রদায় এ ছাড়া কোনো উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে তোমাদের শহর থেকে, এরা খুব সাধু থাকতে চায়।

(সূরা আরাফ : আয়াত-৮২)

প্রশ্ন-৩২৯ : কাফেররা লূত (আঃ)-কে এ বলে হুমকি দিল যে, ইসলামের দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত না থাকলে দেশান্তরিত করা হবে।

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ.

অর্থ : "তারা বলল, হে লূত! তুমি যদি বিরত না থাক তাহলে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কৃত করা হবে। (সূরা শুআরা : আয়াত-১৬৭)

প্রশ্ন-৩৩০ : লূত (আ)-এর এলাকা থেকে মাত্র একটি পরিবারই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল আর সেটাও তাঁর নিকট আত্মীয় ছিল।

فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ : "এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোনো মুসলমান আমি পাইনি।

(সূরা যারিয়াত : আয়াত-৩৬)

প্রশ্ন-৩৩১ : লূত (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখালেন তখন তারা আল্লাহর আযাবকে বিদ্রূপ করল।

اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

অর্থ : "আমাদের ওপর আল্লাহর আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও।

(সূরা আনকাবুত : আয়াত-২৯)

প্রশ্ন-৩৩২ : লূত (আ)-এর অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাথর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ধ্বংস করলেন।

প্রশ্ন-৩৩৩ : আল্লাহ এবং লূত (আ)-এর শত্রুদের মধ্যে লূত (আ)-এর স্ত্রীও অন্তর্ভুক্ত।

فَنَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ . اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ . وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ.

অর্থ : "অতপর আমি তাঁকে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম, এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর অন্যদেরকে নিপাত করলাম, তাদের ওপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, ভীতি-প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল নিকৃষ্ট। (সূরা শুআরা-১৭০-১৭৩)

প্রশ্ন-৩৩৪ : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরোধীকারিদের উচিত লূত (আ)-এর কাওমের ধ্বংস হওয়া থেকে শিক্ষা নেয়া।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ.

অর্থ : "নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। (সূরা হিজর : আয়াত-৭৫)

১০.

نَبِيُّنَا شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمَلَأُ قَوْمِهِ

শুআইব (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারগণ

প্রশ্ন-৩৩৫ : শুআইব (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, ওজন ও পরিমাপে কম বেশি না করার জন্য এবং পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ না করার জন্য উপদেশ দিলেন।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

অর্থ : "আমি মাদায়েনের প্রতি তাদেরই ভাই শুআইবকে প্রেরণ করেছি, সে বলল! হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না এবং ভূ-পৃষ্ঠের সংস্কার সাধনের পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি কর না। এই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (সূরা আরাফ : আয়াত-৮৫)

প্রশ্ন-৩৩৬ : শুআইব (আ) কাফেরদেরকে ব্যবসার রাজপথে রাহাজানী করা থেকেও নিষেধ করেছেন।

وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.

অর্থ : তোমরা পথে ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, ঈমানদারদেকে হুমকি দিবে, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে।
(সূরা আরাফ : আয়াত-৮৭)

প্রশ্ন-৩৩৭ : শুআইব (আ) তাঁর কাওমকে উপদেশ দিলেন আল্লাহর দেয়া হালাল রিযিকের ওপর সন্তুষ্ট থাক এতে বরকত আছে।

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ.

অর্থ : "আল্লাহ প্রদত্ত উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা ঈমানদার হও আর আমি তোমাদের ওপর হেফাজতকারী নই। (সূরা হুদ : আয়াত-৮৬)

প্রশ্ন-৩৩৮ : কাফেররা শুআইব (আ) কে মিথ্যুক, পাগল এবং নিজেদের মত মানুষ বলে ঠাট্টা করত।

প্রশ্ন-৩৩৯ : শুআইব (আ) তাঁর কাওমকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখালে তারা আল্লাহর আযাবকে বিদ্রূপ করতে লাগল।

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

অর্থ : "অতএব, যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কোট টুকরা আমাদের ওপর ফেলে দাও। (সূরা শুআরা : আয়াত-১৮৭)

প্রশ্ন-৩৪০ : কাফেররা শুআইব (আ)-এর নামায, পরহেযগারিতা, আমলেরও বিদ্রূপ করল।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ أَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ أَوْ أَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ أَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۖ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ.

অর্থ : "তারা বলল : হে শুআইব (আ) আপনার নামায কি আপনাকে এই শিক্ষাই দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে যা কিছু করে থাকি তা ছেড়ে দিব? আপনি তো একজন বিশেষ মহৎ ব্যক্তি ও সৎ পথের পথিক। (সূরা হুদ : আয়াত-৮৭)

প্রশ্ন-৩৪১ : কাফেরদের ধারণা ছিল যে, তারা যদি শুআইব (আ)-এর প্রতি ঈমান আনে তাহলে তাদের ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে।

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ.

অর্থ : "তার সম্প্রদায়ের কাফের সরদাররা বলল, যদি তোমরা শোআইবের অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা আরাফ : আয়াত-৯০)

প্রশ্ন-৩৪২ : কাফেররা শুআইব (আ)-কে এবং তাঁর সাথিদেরকে দেশান্তরিত করার হুমকি দিয়েছিল।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا.

অর্থ : "তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সরদাররা বলল, হে শুআইব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দিব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। (সূরা আরাফ : আয়াত-৮৮)

প্রশ্ন-৩৪৩ : কাফেররা শুআইব (আ)-কে বোকা এবং তাকে পাথর মেরে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَ لَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۫ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ.

অর্থ : "তারা বলল, হে শুআইব (আ) আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝিনি, আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তিরূপে মনে করি, আপনার ভাই বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোনো মর্যাদাবান লোক নন।

(সূরা হুদ : আয়াত-৯১)

প্রশ্ন-৩৪৪ : রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ফল হলো আচমকা আযাবে নিপতিত হওয়া।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ اَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ. كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۗ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ.

অর্থ : "আর আমার হুকুম যখন আসল তখন আমি শুআইব (আ) এবং তাঁর সাথি ঈমানদারদেরকে নিজ রহমতে রক্ষা করি। আর পাপিষ্ঠদের ওপর বিকট গর্জন পতিত হলো। ফলে ভোর না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যেন তারা কখনো ওখানে বসবাস করেনি। (সূরা হুদ : আয়াত-৯৪-৯৫)

প্রশ্ন-৩৪৫ : শুআইব (আ)-এর সম্প্রদায় এতটা অবাধ্য এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল যে, নবীগণ পর্যন্ত তাদের ধ্বংসের কারণে সামান্য আফসোস করেন নি।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ.

অর্থ : "অনন্তর সে তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি। এখন আমি কাফেরদের জন্য কেন দুঃখ করব। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৯৩)

১১.

نَبِيُّنَا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاٰلُ فِرْعَوْنَ

মূসা (আ) এবং ফিরাউনের পরিবার

প্রশ্ন-৩৪৬ : মূসা (আ) ফিরাউনকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন আর বনী ইসরাঈলকে মুক্তির নির্দেশ দিলেন।

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ.

অর্থ : "অতএব, তোমরা ফিরাউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার দূত, যাতে তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও।
(সূরা শুআরা : আয়াত-১৬-১৭)

প্রশ্ন-৩৪৭ : ফিরাউন মূসা (আ)কে পাগল, জাদুকর, লাঞ্ছিত, কৃতদাস জাতির সদস্য বলে ঠাট্টা করল এবং তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখান করল।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ : "ফিরাউনের সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলতে লাগল নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ-যাদুকর।
(সূরা আরাফ : আয়াত-১০৯)

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَ مَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : যখন তাদের কোনো কল্যাণ হতো, তারা বলত, 'এটা আমাদের প্রাপ্য'। আর যখন কোনো অকল্যাণ হতো তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে অলক্ষুণে গণ্য করত, তাদের অকল্যাণ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা জানে না। (সূরা আরাফ : আয়াত-১৩১)

اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ.

অর্থ : "আমি যে শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে, যে নিচ এবং কথা বলতেও সক্ষম নয়।
(সূরা যুখরুফ : আয়াত-৫২)

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ.

অর্থ : "ফিরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূলটি নিশ্চয় বদ্ধ পাগল। (সূরা শুআরা : আয়াত-২৭)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا.

অর্থ : তুমি বনী ইস্‌রাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখো আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। যখন সে তাদের নিকট এসেছিল তখন ফির'আওন তাকে বলেছিল, 'হে মূসা! আমি মনে করি তুমি তো জাদুগ্রস্ত।'

(সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত-১০১)

فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ.

অর্থ : "তারা বলল, আমরা কি আমাদের মতই দুই ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস? (সূরা মুমিনুন : আয়াত-৪৭)

প্রশ্ন-৩৪৮ : ফিরাউন তার ধারণামতে তার স্বজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করছিল।

فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ.

অর্থ : ফিরাউন বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাই, আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই। (সূরা মুমিন : আয়াত-২৯)

প্রশ্ন-৩৪৯ : ফিরাউন মনে করত তার স্বজাতির ওপর তার শক্তি অনেক।

وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ.

অর্থ : "বস্তুত আমরা তাদের ওপর প্রবল। (সূরা আরাফ : আয়াত-১২৭)

প্রশ্ন-৩৫০ : ফেরআউন মুসা (আ)-কে জাদুকর বলে সভাসদদের সাথে পরামর্শ

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ. يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ.

অর্থ : ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, নিশ্চয় এ একজন সুদক্ষ জাদুকর, সে তার জাদু বলে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়। অতএব, তোমাদের মত কী? (সূরা শুআরা : আয়াত-৩৪-৩৫)

প্রশ্ন-৩৫১ : ফিরাউন জাদুকরদের জন্য এমন শাস্তির পরিকল্পনা নিল যা শুনে অন্য কেউ ঈমান আনার সাহস করতে পারছিল না।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থ : ফিরাউন বলল, আমার অনুমতি দানের পূর্বেই তোমরা কি তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব।

(সূরা শুআরা : আয়াত-৪৯)

প্রশ্ন-৩৫২ : ঈমানদারগণ ফিরাউনের সিদ্ধান্ত শান্ত মস্তিষ্কে শুনল এবং দ্রুত তাদের রবের সাক্ষাত লাভের প্রস্তুতি নিল।

قَالُوْا لَاضَيْرَ ۖ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ . اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : তারা বলল, কোনো ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের পালনকর্তার নিকট প্রত্যাবর্তন করব। আমরা আশা করি আমাদের পালনকর্তা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কেননা, আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারিদের মধ্যে অগ্রণী।

(সূরা শুআরা : আয়াত-৫০-৫১)

প্রশ্ন-৩৫৩ : ফিরাউন তার ক্ষমতা রক্ষার জন্য বনী ইসরাঈলে যে কোনো ছেলে সন্তান হত্যা করত।

قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَ نَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ.

অর্থ : সে বলল, আমি এখনই হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদেরকে,' আর জীবিত রাখব মেয়েদেরকে। (সূরা আরাফ : আয়াত-১২৭)

প্রশ্ন-৩৫৪ : ফিরাউন মূসা (আ)-কে প্রথমে বন্দী করার হুমকী দিল এরপর হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ.

অর্থ : ফিরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।

(সূরা শুআরা : আয়াত-২৯)

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَ لْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ.

অর্থ : ফিরাউন বলল, তোমরা আমাকে ছাড়, মূসাকে হত্যা করতে দাও, ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে। (সূরা মুমিন : আয়াত-২৬)

প্রশ্ন-৩৫৫ : ফিরাউনের ভয়ে অতি অল্প লোকই মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল।

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ۚ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ ۚ وَ اِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ.

অর্থ : "আর কেউ ঈমান আনল না মূসার প্রতি তার কওমের কতিপয় বালক ব্যতীত। ফিরাউন এবং তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোনো বিপদে ফেলে দেয়। ফিরাউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল, আর সে তার হাত ছেড়ে রেখেছিল। (সূরা ইউনুস : আয়াত-৮৩)

প্রশ্ন-৩৫৬ : মূসা (আ)-এর অবাধ্য হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে রক্ষা করেছেন এবং ফিরাউনকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছেন।

وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ . ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ.

অর্থ : এবং মূসা ও তাঁর সাথিদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। অত:পর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম। (সূরা শুআরা-আয়াত : ৬৫-৬৬)

প্রশ্ন-৩৫৭ : মহা শক্তিধরদের পরাজয়ে কেউ অশ্রুও ঝরায় না।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ.

অর্থ : তাদের জন্য ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তারা অবকাশও পায়নি। (সূরা দোখান-আয়াত : ২৯)

প্রশ্ন-৩৫৮ : মৃত্যুর পূর্বক্ষণের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

وَ جٰوَزْنَا بِبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُوْدُهٗ بَغْیًا وَّ عَدْوًا ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ . آٰلْـٰٔنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ.

অর্থ : এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল তখন বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোনো মাবুদ নেই তিনি ব্যতীত যার ওপর ঈমান এনেছে বনী-ইসরাঈলরা। বস্তুত আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। এখন একথা বলছ, অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করছিলে এবং পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

(সূরা ইউনুস-আয়াত : ৯০-৯১)

প্রশ্ন-৩৫৯ : প্রত্যেকের উচিত ফিরাউনের ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়া।

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُوْدُهٗ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ اِلَیْنَا لَا یُرْجَعُوْنَ . فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِی الْیَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِیْنَ.

অর্থ : ফিরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। অত:পর আমি তাকেসহ তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম, অতপর আমি তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। (সূরা কাসাস-আয়াত : ৩৯-৪০)

১২.

اَلرُّسُلُ وَاَهْلُ الْقَرْيَةِ

রাসূলগণের একটি দল এবং এলাকাবাসী

প্রশ্ন-৩৬০ : কোনো কোনো এলাকায় আল্লাহ্ তাআলা একের পর এক রাসূল প্রেরণ করেছেন যারা মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ . اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ.

অর্থ : তাদের নিকট বর্ণনা কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত, তাদের নিকট তো এসেছিল রাসূলগণ, যখন আমি তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দু'জন রাসূল। কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল, তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা এবং তারা বলেছিল, আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। (সূরা ইয়াসীন : আয়াত-১৩-১৪)

প্রশ্ন-৩৬১ : রাসূলগণকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা সত্ত্বেও দাওয়াতের কাজ চালু রেখেছেন।

قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ . قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ . وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ.

অর্থ : " তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, দয়াময় আল্লাহ্ তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছ। তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক জানেন যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব। (সূরা ইয়াসীন : আয়াত-১৫-১৭)

প্রশ্ন-৩৬২ : রাসূলগণকে শুধু পাগল বলেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং হত্যার হুমকিও দেয়া হয়েছে।

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থ : "তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তবে তোমাদেকে অবশ্যই প্রস্তারাঘাতে হত্যা করব, এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে। (সূরা ইয়াসীন : আয়াত-১৮)

প্রশ্ন-৩৩৬ : পুরো জাতির একজনই ঈমানদার হলো আর ঈমান আনার অপরাধে সে নিহত হলো।

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ . اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ . وَ مَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ . ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ . اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ . اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ . قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ؕ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ . بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَ جَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ.

অর্থ : "নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর, অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চায় না এবং তারা সৎ পথ প্রাপ্ত। আর কি হয়েছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদত করব না? আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য মাবুদ গ্রহণ করব? দয়াময় (আল্লাহ) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না। এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব। আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান এনেছি। অতএব তোমরা আমার কথা শুন। তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলে উঠল হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত! কী কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষতি করেছে এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন। (সূরা ইয়াসীন : আয়াত-২০-২৭)

প্রশ্ন-৩৬৪ : রাসূলদের অবাধ্য হলে জনপদে শাস্তি ও ধ্বংস নেমে আসে।

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ . اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ.

অর্থ : "আমি তার (মৃত্যুর) পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোনো বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণের প্রয়োজনও আমার ছিল না, তা ছিল শুধুমাত্র এক বিকট শব্দ, ফলে তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

(সূরা ইয়াসনী : আয়াত-২৮-২৯)

প্রশ্ন-৩৬৫ : অবাধ্য লোকদের ধ্বংস সম্পর্কে মানুষের চিন্তা ভাবনা করা উচিত যেন তারা ধ্বংস না হয়।

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ . اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ.

অর্থ : "পরিতাপ (এরূপ) বান্দাদের জন্যে! তাদের নিকট যখনই কোনো রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। তারা কি লক্ষ্য করে না যে, তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা তাদের মাঝে ফিরে আসবে না? (সূরা ইয়াসীন : আয়াত-৩০-৩১)

১৩.

نَبِيُّنَا عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْيَهُوْدُ

ঈসা (আ) এবং ইহুদী সম্প্রদায়

প্রশ্ন-৩৬৬ : ঈসা (আ) কাফেরদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

وَ قَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ.

অর্থ : মাসীহ্ নিজেই বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অংশী স্থাপন করবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী হবে না। (সূরা মায়েদা : আয়াত-৭২)

প্রশ্ন-৩৬৭ : তাওহীদের দাওয়াতের উত্তরে বনী ইসরাঈল ঈসা (আ) কে হত্যা করার পরিকল্পনা করতে লাগল।

وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ.

অর্থ : তারা ষড়যন্ত্র করেছিল আর আল্লাহ্ কৌশল করলেন এবং আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী। (সূরা আল ইমরান : আয়াত-৫৪)

প্রশ্ন-৩৬৮ : বনী ইসরাঈল কুফরীর মধ্যে এমনভাবে প্রলিপ্ত হলো যে, মরিয়মকে ব্যভিচারের অপবাদ দিতে দ্বিধা করেনি।

وَ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا.

অর্থ : "এবং তাদের কুফরী ও মারইয়ামের প্রতি তাদের ভয়ানক অপবাদের কারণে। (সূরা নিসা : আয়াত-১৫৬)

প্রশ্ন-৩৬৯ : আল্লাহ্ স্বীয় শক্তি বলে ঈসা (আ)-কে উত্থিত করে কাফেরদের আক্রমন থেকে রক্ষা করেন।

وَ قَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَ مَا قَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ

مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا.

অর্থ : আর 'আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম- তনয় 'ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি' তাদের এ উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি; কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল। এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। (সূরা নিসা-আয়াত : ১৫৭)

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

অর্থ : "উপরন্তু আল্লাহ তাঁকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী। (সূরা নিসা-আয়াত : ১৫৮)

১৪.

سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٌ ﷺ وَاَشْرَافُ قَوْمِهٖ

মুহাম্মদ ﷺ-এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারগণ

প্রশ্ন-৩৭০ : মুহাম্মদ ﷺ কাফেরদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

অর্থ : বল, আমার প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের মাবুদ কেবলমাত্র এক মাবুদ। সুতরাং তারপরও তোমরা আত্মসমর্পনকারী হবে না ? (সূরা আম্বিয়া-আয়াত : ১০৮)

প্রশ্ন-৩৭১ : কুরাইশ সরদাররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবি, মিথ্যুক, জাদুকর, পাগল, গণক, জাদুগ্রস্ত এবং তাদের মতই মানুষ বলে মিথ্যা প্রতিপন্ন এবং অহংকার করল।

وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ.

অর্থ : এবং বলতো, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মাবুদদেরকে বর্জন করব? (সূরা সাফফাত : আয়াত-৩৬)

وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ.

অর্থ : "কাফেররা বলল, এতো এক জাদুকর মিথ্যাবাদী। (সূরা সোয়াদ-আয়াত : ৪)

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا.

অর্থ : যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শুনে তখন তারা কেন কান পেতে তা শুনে তা আমি ভালো করে জানি। আর এটাও জানি; গোপনে আলোচনাকালে সীমালংঘনকারীরা বলে তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ। (সূরা বনী ইসরাঈল-আয়াত : ৪৭)

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ.

অর্থ : অতএব, তুমি উপদেশ দান করতে থাক, তোমার প্রভুর অনুগ্রহে তুমি গণকও নও, উম্মাদও নও। (সূরা তুর-আয়াত : ২৯)

لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۭ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ.

অর্থ : তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী, সীমালংঘনকারিরা গোপনে পরামর্শ করে, এতো তোমাদের মত একজন মানুষই তবুও কি তোমরা দেখে শুনে জাদুর কবলে পড়বে? (সূরা আম্বীয়া-আয়াত : ৩)

প্রশ্ন-৩৭২ : মক্কার কোরাইশরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখত তখন তাঁকে বিদ্রূপ করত।

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ۭ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا . اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّأْكُلُ مِنْهَا ۭ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا.

অর্থ : তারা বলে, 'এ কেমন রাসূল' যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে। তার নিকট কোন ফিরিশ্‌তা কেন অবতীর্ণ করা হলো না, যে তার সঙ্গে থাকত সতর্ককারীরূপে?' অথবা তাকে ধনভাণ্ডার দেয়া হয় না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন, যা হতে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে?' সীমালঙ্গনকারীরা আরও বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।' (সূরা ফুরকান : আয়াত-৭-৮)

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۭ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ.

অর্থ : "কাফেররা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে। তারা বলে, এই কি সেই, যে তোমাদের দেবতাগুলির সমালোচনা করে? অথচ তারাই তো রহমান এর আলোচনা অস্বীকার করে।

(সূরা আম্বীয়া-আয়াত : ৩৬)

وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۭ اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا.

অর্থ : তারা যখন তোমাদের দেখে তখন শুধু তোমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র রূপে গণ্য করে এবং বলে, এ কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন?

(সূরা ফুরকান-আয়াত : ৪১)

وَ قَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا هَلۡ نَدُلُّكُمۡ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمۡ اِذَا مُزِّقۡتُمۡ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمۡ لَفِىۡ خَلۡقٍ جَدِيۡدٍ.

অর্থ : "কাফেররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব? যে তোমাদেরকে বলে তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নতুন সৃষ্টি রূপে উত্থিত হবে। (সূরা সাবা-আয়াত : ৭)

প্রশ্ন-৩৭৩ : কুরাইশদের ধারণা, মুহাম্মদ ﷺ -এর দাওয়াত তাঁর মৃত্যুর পর এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে আর অবশিষ্ট থাকবে তাদের ধর্ম।

اَمۡ يَقُوۡلُوۡنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيۡبَ الۡمَنُوۡنِ . قُلۡ تَرَبَّصُوۡا فَاِنِّىۡ مَعَكُمۡ مِّنَ الۡمُتَرَبِّصِيۡنَ.

অর্থ : "তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি? আমরা তার জন্যে কালের বিপর্যয়ের (মৃত্যুর) প্রতিক্ষা করছি। বল, তোমরা প্রতিক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতিক্ষা করছি। (সূরা তুর : আয়াত-৩০-৩১)

প্রশ্ন-৩৭৪ : কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পথভ্রষ্ট বলে মনে করত।

اِنۡ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنۡ اٰلِهَتِنَا لَوۡلَاۤ اَنۡ صَبَرۡنَا عَلَيۡهَا ؕ وَسَوۡفَ يَعۡلَمُوۡنَ حِيۡنَ يَرَوۡنَ الۡعَذَابَ مَنۡ اَضَلُّ سَبِيۡلًا .

অর্থ : "সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ থেকে দূর সরিয়ে দিতো যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম। (সূরা ফুরকান : আয়াত-৪২)

প্রশ্ন-৩৭৫ : কাফের নেতারা পরামর্শের নামে মুহাম্মদ ﷺ-এর পথ বন্ধ করতে চেয়েছিল কিন্তু এতে তারা সফল হতে পারেনি।

قُلۡ يٰۤاَيُّهَا الۡكٰفِرُوۡنَ . لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ . وَلَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ . وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ . وَلَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ . لَكُمۡ دِيۡنُكُمۡ وَلِىَ دِيۡنِ.

অর্থ : "বল : হে কাফেরগণ! আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁর ইবাদত কর না যাঁর ইবাদত আমি করি এবং আমি ইবাদত করিনি তার যার ইবাদত তোমরা করে আসছ এবং তোমরা তাঁর

ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য আর আমার দ্বীন আমার জন্য। (সূরা কাফেরূন : আয়াত-১-৬)

প্রশ্ন-৩৭৬ : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাত হলে ঈমানের দাওয়াত তাই তারা অন্য পথে চলে যেত।

أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

অর্থ : "যেনে রাখ। তারা কুঞ্চিত করে নিজেদের বক্ষকে যাতে নিজেদের কথাগুলি আল্লাহ হতে লুকাতে পারে। জেনে রাখ! তারা যখন নিজেদের কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায় তিনি তখনও সব জানেন যা কিছু তারা চুপে চুপে আলাপ করে এবং যা কিছু প্রকাশ্যে আলাপ করে। নিশ্চয় তিনি তো মনের ভিতরের কথাগুলিও জানেন। (সূরা হুদ : আয়াত-৫)

প্রশ্ন-৩৭৭ : কাফেররা নবী ﷺ-এর দাওয়াতের কথা শুনলেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত।

وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ.

অর্থ : "কাফেররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়িয়ে দিবে এবং বলে : এতো এক পাগল।

(সূরা কালাম : আয়াক-৫১)

প্রশ্ন-৩৭৮ : কুরাইশ ও মুশরিকদের বিরক্তপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো, মুহাম্মদকে জাদুকর বলে হাজিদের মধ্যে প্রচার করতে হবে।

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ. إِنْ هٰذَآ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ.

অর্থ : "সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত নিল; অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। সে আবার চেয়ে দেখল অতপর সে ভ্রুকুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করল। অতপর সে পিছনে ফিরল এবং দম্ভ প্রকাশ করল এবং ঘোষণা করল এটাতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ব্যতীত আর কিছু নয়, এটা তো মানুষেরই কথা। (সূরা মুদ্দাসসির-আয়াত : ১৮২৫)

প্রশ্ন-৩৭৯ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাওয়াতকে প্রতিহত করার জন্য কাফেররা বে-হায়াপনা, অশ্লীলতা, মদ, জুয়া এবং নাচ-গানের অনুষ্ঠান করা শুরু করল।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

অর্থ : "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে নেয় এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। তাদের জন্যেই রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (সূরা লোকমান : আয়াত-৬)

♦ উল্লেখ্য : মক্কার মুশরিকদের মধ্যে নযর ইবনে হারেস গান-বাজনার জন্য মেয়েদেরকে ক্রয় করে রাখত, যে ব্যক্তি সম্পর্কে সে শুনত যে, ওমুক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতে মুগ্ধ হয়েছে তার নিকট নিজের ক্রয়কৃত গায়িকাদেরকে পাঠিয়ে দিত এবং বলে দিত যে, তাকে ভালো করে পানাহার করাও এবং গান-বাজনা শুনাও যাতে করে সে ইসলামের রাস্তা থেকে ফিরে আসে। বদরের যুদ্ধের দিন এই বদবখত অন্যান্য মুশরিকদের সাথে স্বীয় পরিণতি বরণ করেছে।

প্রশ্ন-৩৮০ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতকে প্রতিহত করার জন্য সর্বপ্রথম তাঁর চাচা আবু লাহাব তাঁকে অবমাননা করেছে।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ . مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ . سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ . وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ . فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ.

অর্থ : "ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনো উপকারে আসেনি। অচিরেই সে শিখা বিশিষ্ট জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে খেজুর রশি রয়েছে। (সূরা লাহাব-আয়াত : ১-৫)

প্রশ্ন-৩৮১ : উমাইয়্যা ইবনে খালফ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখামাত্র গালি-গালাজ করতে শুরু করত; আল্লাহ তাকে জাহান্নামের পূর্বাভাস শুনিয়েছেন।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ . الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ.

অর্থ : " দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় ও তা গুণে রাখে। (সূরা হুমাযাহ : আয়াত-১-২)

প্রশ্ন-৩৮২ : মুহাম্মদ ﷺ-এর পথ বন্ধ করতে মুনাফিকরাও মুশরিকদের সাথে যোগ দিল।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

অর্থ : আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের ঐ সব সঙ্গীকে বলে, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (সূরা হাশর : আয়াত-১১)

প্রশ্ন-৩৮৩ : মুহাম্মদ ﷺ-এর পথ বন্ধ করতে মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ.

অর্থ : "তারাই বলে : আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর সহচদের জন্য ব্যয় কর না, যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। (সূরা মুনাফিকুন : আয়াত-৭)

প্রশ্ন-৩৮৪ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ছেলের মৃত্যুতে আবু জাহেল ও তার মিত্ররা নিবংশ বলে আনন্দ করে, আসলে তারাই নির্বংশ।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

অর্থ : "নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারিরাই তো নির্বংশ।

(সূরা কাওসার : আয়াত-৩)

প্রশ্ন-৩৮৫ : আবু জাহাল রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মসজিদে হারামে নামায আদায় করা থেকে, বাধা দেয়ার জন্য চেষ্টা করেছিল।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى. عَبْدًا إِذَا صَلَّى.

অর্থ : "তুমি কি তাকে (আবু জাহেলকে) দেখেছ, যে বাধা দেয় বা বাধা দেয়, এক বান্দাকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ) যখন সে নামায আদায় করে?

(সূরা আলাক : আয়াত-৯-১০)

- নামায আদায়কারী বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বুঝানো হয়েছে, আর বাধাদানকারী হলো আবু জাহাল, সে একবার তার সাথিদেরকে বলেছিল যে, আমি লাত ও ওজ্জার কসম করছি, যদি আমি মুহাম্মদ ﷺ কে নামায আদায় করতে দেখি তাহলে তাঁর গর্দান ভেঙ্গে দিব এবং তাঁর চেহারা মাটিতে লুটিয়ে ফেলব। তিনি নামায আদায় করছিলেন আর আবু জাহল তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এগিয়ে আসছিল কিন্তু হঠাৎ করে আবার পিছিয়ে গেল এবং নিজে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগল, তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে? সে বলতে লাগল যে, আমার এবং মুহাম্মদের মাঝে আগুনের কুণ্ডলী আড় হয়েছিল এবং তা অনেক গভীর ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি সে আমার নিকটবর্তী হতো তাহলে ফিরিশতা তাকে শেষ করে দিত। (মুসলিম)

প্রশ্ন-৩৮৬ : উকবা ইবনে আবু মুয়িত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হারামে হত্যা করতে চেয়েছিল আর আবু বকর (রাঃ) সামনে এসে তাকে রক্ষা করলেন।

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗۤ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ.

অর্থ : "তোমরা কি এ ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে? (সূরা মুমিন : আয়াত-২৮)

প্রশ্ন-৩৮৭ : আবু জাহল এবং কুরাইশদের সর্দাররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বন্দী, হত্যা এবং দেশান্তরিত করার পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু আল্লাহ হেফাযত করেছেন।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۭ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ.

অর্থ : "আর সেই সময়টিও স্মরণীয় যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যে, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে, তারাও

ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং আল্লাহও (স্বীয় নবীকে বাঁচানোর) তদবীর করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক দৃঢ় তদবীরকারী। (সূরা আনফাল : আয়াত -৩০)

প্রশ্ন-৩৮৮ : ইসলাম এবং কুফরীর দ্বন্দ্ব হলে আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে বিজয়ী করেছেন এবং কুফরিকে পরাজিত করেছেন।

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : " (হে কাফেররা) তোমরা যদি সত্যের বিজয় চাও বিজয় তো তোমাদের সামনেই এসেছে, তোমরা যদি এখনো (মুসলমানদের অনিষ্টকরণ থেকে) বিরত থাক তবে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর, আর যদি পুনরায় তোমরা এহেন কাজ কর, তবে আমিও তোমাদেরকে পুনরায় শাস্তি দিব। আর তোমাদের বিরাট বাহিনী তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের সাথে আছেন। (সূরা আনফাল : আয়াত-১৯)

◆ উল্লেখ্য যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকৃষ্ট শত্রু বা তাঁকে অবমাননা এবং তাঁর সাথে বেয়াদবীকারী সমস্ত সর্দারগণ নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি বরণ করেছ। আবু জাহল, উতবা ইবনে রাবিয়া, শাইবা ইবনে রাবীয়া, ওলীদ ইবনে উমাইয়া, উতবা ইবনে আবু মুয়িত, প্রমুখ নিকৃষ্টতম ইসলামের শত্রুরা বদরের যুদ্ধের দিন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আবু লাহাব বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের শোক নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। তার ছেলে উতবা রাসূলুল্লাহ ﷺএর বদদূআয় ধ্বংস হয়েছে। ইসলামের শত্রুদের বংশধরদের কেউ আজ বেঁচে নেই যারা তাদের নাম নিতে পারে, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কালেমা পাঠকারী এবং রাসূলুল্লাগ ﷺ-এর জন্য জীবন উৎসর্গকারী আজও অসংখ্য পরিমাণে পৃথিবীর আনাচে কানাচে রয়ে গেছে।

প্রশ্ন-৩৮৯ : ইসলাম ও কুফরীর দ্বন্দ্বে ইসলাম বিজয়ী হবে ইনশাআল্লাহ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اُولٰٓئِكَ فِي الْاَذَلِّيْنَ. كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ.

অর্থ : "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালা : আয়াত-২০-২১)

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান	১২০০
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	২২৫
৫.	সচিত্র বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনী	৬০০
৬.	কিতাবুত তাওহীদ -মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ- ১কুরআন ও হাদীস সংকলন -মোঃ রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না -আয়িদ আল ক্বরনী	৪০০
৯.	বুলূগুল মারাম -হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)	৫০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন -সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির -মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা -ইকবাল কিলানী	১৬০
১৩.	মুত্তাফাকুকুন আলাইহি	৯০০
১৪.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী- কুরআন হাদীস ও দুয়া -মো ঃ রফিকুল ইসলাম	২৫০
১৫.	সহীহ্ আমলে নাজাত	২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	বিবাহ ও তালাকের বিধান -মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২২৫
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা -মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় -আল্ বাহি আল্ খাওলি	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী -মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন -সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা -মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা -ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) -ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান - আব্দুল হামীদ ফাইজী	১২০
২৯.	ইমলামী দিবসসমূহ ও কার চাঁন্দের ফযিলত - মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম	১৮০
৩০.	দোয়া কবুলের শর্ত -মোঃ মোজাম্মেল হক	৯০
৩১.	আয়াতুল কুরসীর তাফসীর -ফজলে ইলাহী	১২০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন -ড. ফজলে ইলাহী (মক্কী)	৭৫
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ -আবুল কাসেম গাজী	১৬০
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা -শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	আল-হিজাব পর্দার বিধান -মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন	১২০
৩৭.	মদিনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান -মোঃ রফিকুল ইসলাম	১৪০
৩৮	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (স) -মাওঃ আঃ ছালাম মিয়া	২৫০

৩৯.	আপনিও হতে পারেন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী নারী -আয়িদ আল কুরনী	১৫০
৪০.	রিয়াযুস সালেহীন	
৪১.	আল্লাহর ৯৯টি নামের ফযীলত	
৪২.	রাসূলের ৯৯টি নামের ফযীলত	
৪৩.	রাসূল (সা)-এর ২০০টি সোনালী উপদেশ	
৪৪.	ঈমানের ৭৭টি শাখাসমূহ	
৪৫.	যে গল্প প্রেরণা যোগায়-১ ,২,৩	
৪৬.	শব্দে শব্দে আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর শিখানো দু'আ	
৪৭.	রাসূল (সা)-এর সাথে একদিন (প্রকাশ. মাকতাবাতুস দারুস সালাম)	

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য	ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য
১. বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫	১৮. ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
২. ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	১৯. আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
৩. ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০		
৪. প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার-	৫০	২০. মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৫. আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০		
৬. কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০	২১. পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
৭. ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০	২২. ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৮. মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫	২৩. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
৯. ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০	২৪. ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
১০. সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০	২৫. যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
১১. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০	২৬. সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রোযা	৫০
১২. কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০	২৭. আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
১৩. সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০	২৮. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
১৪. বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০	২৯. জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
১৫. সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০	৩০. ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
১৬. সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	৬০	৩১. মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
১৭. ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০	৩. আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২০১৪

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে .....

ক. মহিলা সম্পর্কে আল কুরআনে ২৫. সূরা খ. রাসূল (সা)-এর মু'জেযা গ. গোল্ডেন ইউজফুল ওয়ার্ড ঘ. রাসূল (সা)-এর অজিফা, ঙ. চল্লিশ হাদীস, চ. তওবা ও ক্ষমা, ছ. আপনার শিশুদের লালন-পালন করবেন যেভাবে জ. মক্কা ও মদীনার ইতিহাস ঝ. লোকমান এর উপদেশ, হে আমার সন্তান, ঞ. আসহাবে কাহফ, ট. চার খলিফা ঠ. ইসলামী সাধারণ জ্ঞান
ড. ক্বাসাসুল আম্বিয়া ঢ. আল কুরানুল কারীমের বিধি-বিধানের পাঁচ'শ আয়াত,